প্রাথমিক শিক্ষায় ডিপ্লোমা
(ডি. এল. এড্)
(DIPLOMA IN ELEMENTARY EDUCATION)
D.El.Ed

কোর্স - 506

অন্তর্ভুক্তির পটভূমিতে শিশুকে বোঝা

ব্লক - 2

শিশুদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ

রাষ্ট্রীয় মুক্ত বিদ্যালয়ী শিক্ষা সংস্থান

A-24/25 প্রতিষ্ঠানিক এলাকা, সেকটর-62, নয়ডা

গৌতম বুদ্ধ নগর, ইউ পি-201309

ওয়েব সাইট : www.nios.ac.in

শিক্ষার্থী সহায়ক কেন্দ্র টোল ফ্রি নম্বর : 1800 180 9393

ই-মেল : lsc@nios.ac.in

কোর্স - 506 ''অন্তর্ভুক্তির পটভূমিতে শিশুকে বোঝা''
পাঠ্যক্রমের ধারণার চিত্রপট

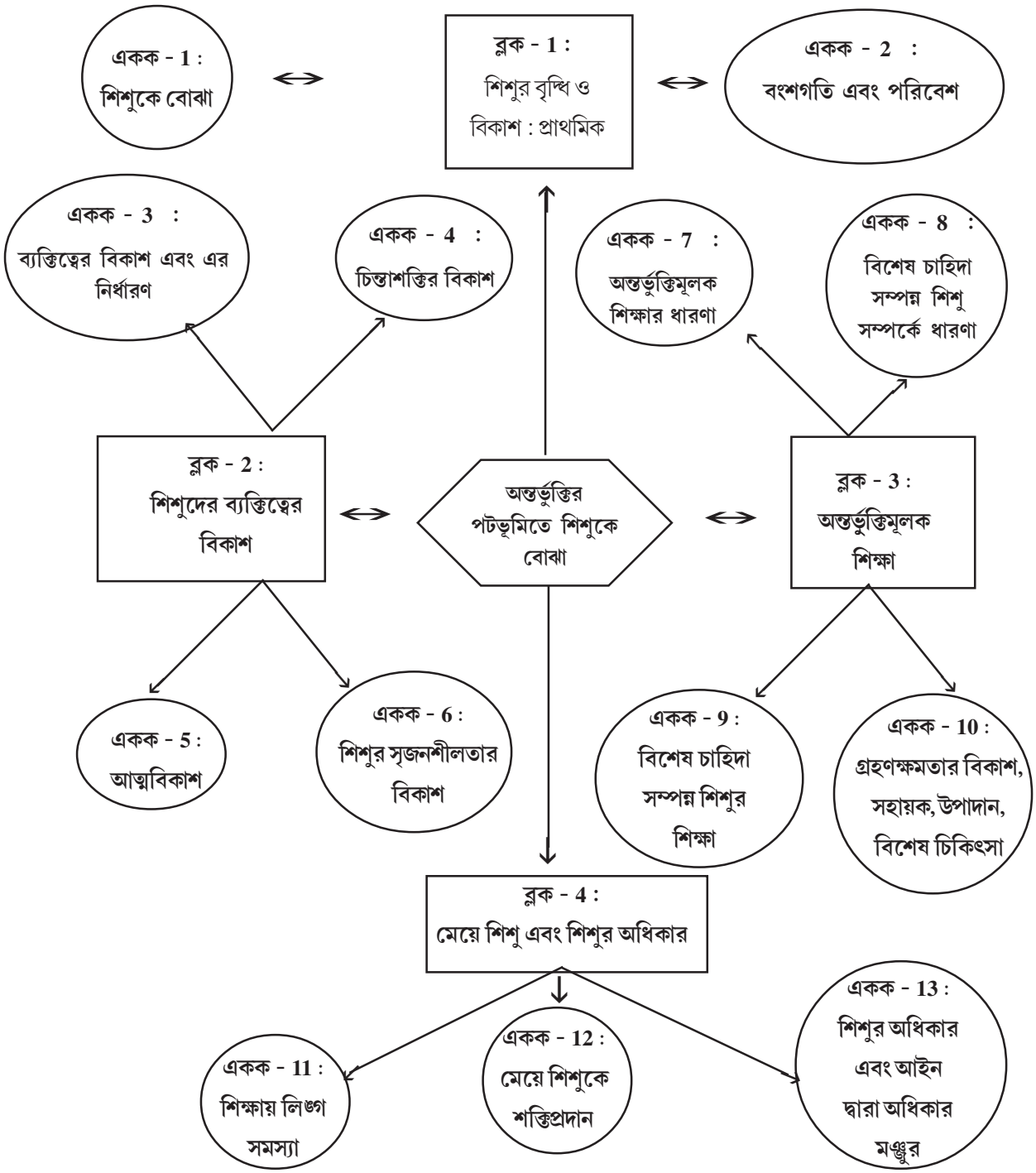

ব্লক	একক	এককের নাম	প্রতিপাদ্য বিষয়ের সময় (ঘন্টা)		ব্যবহারিক পাঠ
			বিষয়	কর্মসূচি	
ব্লক-1 শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ : প্রাথমিক	একক-1	শিশুকে বোঝা	6	3	আপনার বিদ্যালয়ের শিশুদের বৃদ্ধি এবং বিকাশের প্রভাবক সমূহের সনাক্তকরণ
	একক-2	বংশগতি এবং পরিবেশ	6	3	আপনার শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বংশগতির প্রভাবসমূহের তালিকা প্রস্তুত করুন
ব্লক-2 শিশুদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ	একক-3	ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং এর নির্ধারণ	8	4	আপনাক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যাবলী, পার্থক্যসমূহ চিহ্নিত করুণ
	একক-4	চিন্তাশক্তির বিকাশ	8	4	আপনার শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রশ্ন করার দক্ষতার বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সমূহের সনাক্তকরণ
	একক-5	আত্মবিকাশ	10	5	আত্মবিকাশের জন্য শ্রেণিকক্ষের পরিস্থিতি নির্ধারণ
	একক-6	শিশুর সৃজনশীলতার বিকাশ	9	7	শিক্ষক হিসেবে আপনার শ্রেণিতে সৃজনশীলতাকে দৃঢ় করার জন্য পরিস্থিতি
ব্লক-3 অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা	একক-7	অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ধারণা	6	3	আপনার বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার কার্যকরী প্রভাবসমূহের তালিকা প্রস্তুতকরণ
	একক-8	বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু সম্পর্কে ধারণা	7	4	আপনার বিদ্যালয়ে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর শিখন উপযোগী উপাদানের সনাক্তকরণ
	একক-9	বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর শিক্ষা	9	6	গৃহভিত্তিক শিক্ষার কার্যকরী পরিকল্পনার প্রস্তুতকরণ
	একক-10	গ্রহণক্ষমতার বিকাশ, সহায়ক, উপাদান, বিশেষ চিকিৎসা	9	3	আপনার বিদ্যালয়ের কোনো বিশেষ অক্ষমতাযুক্ত শিশুর বিশেষ চিকিৎসা বিষয়ক আলোচনা সভা

ব্লক	একক	এককের নাম	প্রতিপাদ্য বিষয়ের সময় (ঘন্টা)		ব্যবহারিক পাঠ
			বিষয়	কর্মসূচি	
ব্লক-4 মেয়ে শিশু এবং শিশুর অধিকার	একক-11	শিক্ষায় লিঙ্গ সমস্যা	9	6	লিঙ্গ বৈষম্য সমস্যায় আপনার জীবনশৈলীর বিকাশে আপনার ভূমিকা নির্ধারণ
	একক-12	মেয়ে শিশুকে শক্তিপ্রদান	9	6	আপনার বিদ্যালয়ে মেয়েদের জীবনশৈলীর বিকাশে আপনার ভূমিকা নির্ধারণ
	একক-13	শিশুর অধিকার এবং আইন দ্বারা অধিকার মঞ্জুর	9	6	আপনাক বিদ্যালয়ে এবং এলাকায় শিশু অধিকার নিয়ে হিংস্রতা
		শিক্ষকতা	15		
			120	60	60
	সর্বমোট				120 + 60 + 60 = 240 ঘন্টা

ব্লক - 2

শিশুদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ

ব্লক এককসমূহ (Block Units)

একক 3 ব্যাক্তিত্বের বিকাশ এবং এর নির্ধারণ

একক 4 চিন্তনশক্তির দক্ষতার বিকাশ

একক 5 আত্মবিকাশ

একক 6 শিশুর সৃজনশীলতার বিকাশ

ব্লক সূচনা :

ব্লক - 2 : শিশুদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ

এই ব্লকে চারটি একক আছে যেগুলি শিশুদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ, চিন্তন দক্ষতা, সৃজনশীলতা ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। প্রতিটি একক নির্বাচন এবং তার অধীনস্থ বিভাগে বিভক্ত। পূর্বে আপনারা ব্লক-1: শিশুর বৃদ্ধি এবং বিকাশ : প্রাথমিক এই এককটি অধ্যয়ন করেছেন।

একক - 3 : ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং মূল্যায়ন

এই এককটি আপনাকে ব্যক্তিত্বের ধারণা এবং প্রকৃতি বুঝতে সাহায্য করবে। আপনি ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তালিকাভুক্ত করতে পারবেন। আপনি ব্যক্তিত্বের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব আলোচনা করতে পারবেন। উদাহরণস্বরূপ, ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ তত্ত্ব, ব্যক্তিত্বের মনোবিশ্লেষণাত্মক তত্ত্ব ইত্যাদি। ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকের বিকাশ সম্পর্কে আপনি জানতে পারবেন। এই এককটি আপনাকে ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন করার বিভিন্ন পদ্ধতি এবং ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিত্বের বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করতে ক্ষমতা প্রদান করবে।

একক - 4 : চিন্তন দক্ষতার বিকাশ করা

এই এককটি পড়ার পরে আপনি শিশুদের মধ্যে চিন্তন দক্ষতার বিকাশ করার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন। আপনি শিশুদের মধ্যে চিন্তন দক্ষতার বিকাশ করার প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব বুঝতে পারবেন। আপনি পিঁয়াজের তত্ত্বের মাধ্যমে চিন্তনের বিভিন্ন ধাপগুলি আলোচনা করতে পারবেন। আপনি চিন্তনের বিভিন্ন প্রকারভেদ, যন্ত্রপাতি, সমালোচনামূলক, একাভীমুখী এবং কেন্দ্রাপসারী চিন্তন ব্যাখ্যা করতে পারবেন। আপনি চিন্তন দক্ষতার বিকাশে বিদ্যালয় এবং শিক্ষকের ভূমিকা আলোচনা করতে পারবেন।

একক - 5 : আত্মবিকাশ

এই এককটি শেষ করার পর আপনি শিশুদের মধ্যে আত্মবোধের বিকাশ এবং এর উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী উপাদানসমূহ বুঝতে পারবেন। আপনি নীতিবোধের বিকাশ এবং শৃঙ্খলার ভূমিকার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন। আপনি আচরণের সংজ্ঞা দিতে, এর বিভিন্ন উপাদানসমূহ তালিকাভুক্ত করতে এবং শিশুদের মধ্যে ভালো আচরণের বিকাশ ঘটাতে শিক্ষকের ভূমিকা আলোচনা করতে পারবেন। আপনি অনুভূতি আলোচনা করতে এবং অনুপ্রেরণা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবেন।

একক - 6 : শিশুদের মধ্যে সৃজনশীলতার বিকাশ

এই এককটি আপনাকে সৃজনশীলতার ধারণা এবং প্রকৃতি বুঝতে সাহায্য করবে। আপনি বিভিন্ন ধরণের সৃজনশীলতা চিহ্নিত করতে পারবেন। আপনি সৃজনশীলতার বিকাশের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা করতে পারবেন। উদাহরণস্বরূপ, ব্রেন স্টর্মিং, গুণ তালিকাকরণ, নির্দেশনামূলক উপাদান, প্রশ্নকরণ ইত্যাদি। আপনি জানতে পারবেন কিভাবে শিখনের উপাদান তৈরী করতে হয় এবং ICT-র ভূমিকা সম্বন্ধেও জানতে পারবেন। বিভিন্ন যন্ত্রের মাধ্যমে আপনি সৃজনশীলতার মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবেন।

সূচিপত্র

ক্রমিক সংখ্যা	এককের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
1	একক-3 : ব্যাক্তিত্বের বিকাশ এবং এর নির্ধারণ	1
2	একক-4 : চিন্তনশক্তির দক্ষতার বিকাশ	24
3	একক-5 : আত্মবিকাশ	53
4	একক-6 : শিশুর সৃজনশীলতার বিকাশ	74

নোট

একক - 3 ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও মূল্যায়ন

গঠন

3.0 – ভূমিকা

3.1 – শিখন উদ্দেশ্য

3.2 – ব্যক্তিত্বের ধারণা ও চরিত্র

3.3 – ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য

3.4 – ব্যক্তিত্বের তত্ত্বাবলী

- 3.4.1 – ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ তত্ত্ব
- 3.4.2 – ব্যক্তিত্বের মনোবিশ্লেষণ তত্ত্ব

3.5 – ব্যক্তিত্বের বিকাশ

- 3.5.1 – আত্ম-কল্পনা
- 3.5.2 – প্রেষণা (motivation)
- 3.5.3 – ধারণা (attitude)
- 3.5.4 - মূল্যবোধ

3.6 – ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন

3.7 – ব্যক্তিত্ববিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা

3.8 – সারসংক্ষেপ

3.9 – অগ্রগতি পরিমাপক উত্তরাবলী

3.10 – প্রস্তাবিত সহায়ক পাঠ

3.11 – একক সমাপ্তির অনুশীলন

3.0 ভূমিকা

আগের এককে আমরা বংশপরম্পরা ক্রমে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্য ও পরিবেশের ভূমিকা আলোচনা করেছি। এইখানে আমরা মূলতঃ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও মূল্যায়ন আলোচনা করব। ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিত্বের তত্ত্ব, ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন ও ব্যক্তিত্ব বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা এই বিষয়গুলির ওপরে আলোকপাত করব।

3.1 শিখনের উদ্দেশ্য

এই একক পাঠের পর, আপনি যে বিষয়ে সামর্থ্য অর্জন করবেন, তাহল—

- ব্যক্তিত্বের অর্থকে বিবৃত করা

নোট

- ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যাবলীর তালিকা প্রস্তুত করা
- ব্যক্তিত্বের পরিমাপক সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি
- শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা বর্ণনা করা

3.2 ব্যক্তিত্বের ধারণা ও চরিত্র

ব্যক্তিত্ব বা পার্সোনালিটি শব্দটি ল্যাটিন শব্দ পার্সোনা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। যার অর্থ এক ধরনের মুখোস যা রোমান অভিনেতার পরে থাকতেন। এই অর্থে ধরতে গেলে ব্যক্তিত্ব বোঝায় একজন একক ব্যক্তিকে অন্যরা যেমন দেখেন, তাকে। একজন মানুষের সামগ্রিক ভাবে তার শারীরিক, প্রাক্ষেভিক (ইমোশনাল) মানসিক, সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় গঠন।

সোজা কথায় ব্যক্তিত্ব এই উপাদানগুলির দ্বারা গঠিত হয়।

1. যেভাবে আপনি দেখেন
2. যেমনভাবে আপনি পোশাক পরেন
3. আপনি যেমনভাবে কথা বলেন
4. আপনি যেমনভাবে হাঁটাচলা করেন
5. আপনি যেমন আচরণ করেন

3.3 ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্টাবলী

1. ব্যক্তিত্ব মানে একজন ব্যক্তি যা: এর অর্থ হল ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে জীবনের একটা প্রকট ধাপ পর্যন্ত বিকশিত হতে থাকে। এর পরে তারা স্থিতিশীল হয়ে যায়। অন্যদিকে বলা যায় কেউ অন্যের ব্যক্তিত্ব ধার করে নিতে পারে না। যা তার বাইরে দৃশ্যমান হয় তা আসলে ব্যক্তির নিজের মধ্যেই থাকে।
2. প্রতি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব অনন্য: প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য অপরের বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়। এমনকি যমজ ব্যক্তিরাও সমান ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয় না।
3. ব্যক্তিত্ব হল গতিশীল। এটি কখনোই জড়ত্ব সম্পন্ন হয় না। ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য কিছুটা বাছাই করে প্রত্যেকের মধ্যে থাকে (পরিবেশ ও বংশগতির কারণে)। কিন্তু তা হলেও সময়ে সময়ে তার কিছুটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যদিও ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যতে কখনোই নতুন কিছু যুক্ত হয় না। কিন্তু তবুও বলা যায় প্রতি বৈশিষ্টঞই সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে কিছুটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।
4. ব্যক্তিত্ব সমগ্রকে একসূত্রে বাঁধবার কাজ করে: প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব: যা তার মধ্যে রয়েছে তার একটি যোগফল। যখন একে অপরের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়া (interaction) করে তখন সে সামগ্রিকভাবে সে তার সংলক্ষণগুলিকে গোপন করতে পারে না।

নোট

5. ব্যক্তিত্ব হল বংশগতি ও পরিবেশের যৌথ অবদান: একজন ব্যক্তি যেমন জন্মসূত্রে বংশপরম্পরাগত ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ অর্জন করে। তেমনি একই সঙ্গে ঐ সংলক্ষণগুলি আবার তার লালন পালনের সঙ্গে সঙ্গে পরিপুষ্টও হয়ে ওঠে। এছাড়া ব্যক্তিত্ব সংলক্ষণের ক্ষেত্রে সমাজ-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশও তার বিকাশে কিছু অবদান রেখে যায়।
6. ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে সামাজিক: একজন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য পরিপুষ্ট হওয়ার কালে সামাজিক শক্তি (কোর্স) ও মিথষ্ক্রিয়ার চাপে এটি কখনো কিছুটা উজ্জ্বল হয় অথবা কিছুটা কমেও আসে।
7. ব্যক্তিত্ব পরিবেশের সঙ্গে ক্রমাগত মানিয়ে নিতে থাকে: যদিও ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সাধারণতঃ জন্মসূত্রে অর্জিত হয়। তবুও এগুলি আবার সময়ে সময়ে পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হয়।
8. কিছু অনন্য ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব, পরিবেশকে প্রভাবিত করে: সাধারণতঃ ব্যক্তি পরিবেশের শক্তি বা উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয় কিন্তু কোনো কোনো সময়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব তার চারপাশের পরিবেশকে কিছুটা প্রভাবিত করে।
9. ব্যক্তিত্ব সর্বসময় কিছুটা পূর্ণতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে সংগ্রাম করে: ব্যক্তিত্ব ধারা কোনো কিছুর জন্য নয় এমনটা কিন্তু নয়। প্রতি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের একটি উদ্দেশ্য থাকে। সেই অনুযায়ী প্রত্যেকে তার জীবনের লক্ষ্য স্থির করে এবং তা অর্জন করার লক্ষ্যে এগিয়ে যায়।
10. ব্যক্তিত্ব হল আত্মসচেতক। পশুদের কোনো ব্যক্তিত্ব আরোপিত হয় না। মানুষেরই একমাত্র মন আছে এবং সেইজন্য মানব ব্যক্তিত্ব হল একটি চিন্তাশীল প্রক্রিয়া। যেহেতু পশুদের এটি নেই, সেহেতু ব্যক্তিকেই তাদের নিজস্ব ধারার সম্পর্কে সচেতন হতে হয় এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে হয়।

আপনার অগ্রগতির পরীক্ষা - 1

(a) ব্যক্তিত্বের যে কোনো দুটি বৈশিষ্ট্য তালিকাভুক্ত করে বর্ণনা করুন এবং যথাযথ উদাহরণ দিন।

.....

.....

.....

নোট

3.4 ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ তত্ত্ব

ব্যক্তিত্বের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব নীচে আলোচনা করা হল—

3.4.1 ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ তত্ত্ব

G.W. Allport, R.B. Cattell এবং H.J. Eysenek হলেন ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ তত্ত্বের মূল প্রবক্তা। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে ব্যক্তিত্বের একটা মাত্রা যা কিনা পরিমাপ করা যায়। এটি ব্যক্তির সঙ্গতিপূর্ণ আচরণকে বর্ণনা করে। মাত্রাগত দিক দিয়ে সংলক্ষণ (trait) কে পরিমাণাত্বক কল্পনা করা হয়েছে। এটি চরম সদর্থক সীমা থেকে চরম নঞর্থক সীমা পর্যন্ত মাপবার একটি ধারাবাহিক মাপনী। মানব ব্যক্তিত্বের অর্থবহ পরিমাপের জন্য বলা যেতে পারে ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যগুলো স্থায়ী হবে এবং সহজেই তাকে চেনা যাবে। বৈশিষ্ট্য তত্ত্বের প্রবক্তাদের মতানুযায়ী যদি আমরা অল্প কিছু মূল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিজেদের ধরে রাখি যেগুলি কিনা উপযুক্ত এবং সহজেই চিহ্নিত করা যায়। তাহলে এগুলিকে বর্ণনা করা আমাদের কাছে সহজ হয়ে ওঠে। এইসব তাত্ত্বিকরা আবার যেসব বৈশিষ্ট্য সহজেই ধরা পড়ে এবং যেগুলি গভীরে থেকে ব্যক্তিত্বের আকার হিসেবে বিবেচিত হয় তার মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করেছেন। যেগুলি সহজেই ধরা পড়ে এমন সংলক্ষণ হল উপরিস্থলের

সংলক্ষণ (surface traits) যেগুলি গভীরে থাকে সেগুলি হল উৎস সংলক্ষণ (source traits)।

বারোটা মূল (basic) বৈশিষ্ট্য

1. সাইক্লোথাইমিয়া আবেগজনিত ক্ষেত্রে অভিব্যক্তিপূর্ণ অকপট, শান্ত	অপরপক্ষে	স্কিজোথায়োমিয়া ঠোঁটচাপা, বাক্‌সংযমী ও উদ্বিগ্ন
2. সাধারণ মানসিক ধারণ ক্ষমতা বুদ্ধিমতী, স্মার্ট ও জেদী	অপরপক্ষে	মানসিক অপূর্ণতা বুদ্ধিহীন, নিস্তেজ, অনুবর্তী
3. আবেগজনিত ক্ষেত্রে অটল স্নায়ুপীড়া থেকে মুক্ত, জীবন সম্পর্কে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন	অপরপক্ষে	আবেগজনিত ক্ষেত্রে স্নায়ুপীড়াযুক্ত নানাপ্রকার স্নায়ুপীড়ার প্রকাশ, জটিল মানসিকতা অপরিণত
4. কর্তৃত্ব নিজেকে জাহির করে, আক্রমণাত্মক	অপরপক্ষে	বশ্যতা স্বীকারকারী অপরের আজ্ঞানুবর্তী, অনিশ্চিত স্বভাব, প্রসন্ন
5. বুদ্ধিদীপ্ত তৎপরতা হাসিখুশী, আনন্দমুখর, রঙ্গ রসিকতা বোধসম্পন্ন	অপরপক্ষে	বুদ্ধিহীন, তৎপরতাহীন, অবসাদযুক্ত, হতাশাপূর্ণ, নিস্তেজ

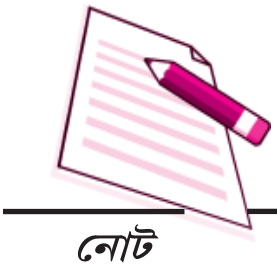

নোট

6. ইতিবাচক চরিত্র সতেজ, লোকের প্রতি আগ্রহশীল	অপরপক্ষে	নির্ভরশীল চরিত্র অস্থির, গতে বাঁধা
7. অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় সাইক্লোথাইমিয়া লোকের সঙ্গপ্রিয়, শক্তিশালী, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণযুক্ত	অপরপক্ষে	গুটিয়ে নেওয়া, স্কিজোথায়োমিয়া লাজুক, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি প্রায় আকর্ষণহীন
8. অনুভূতিপ্রবণ আবেগজনিতভাবে নির্ভরশীল সঙ্গলিপ্সু, দৃষ্টি আকর্ষণ ইচ্ছুক	অপরপক্ষে	পরিণতমনস্ক: দৃঢ়, সুস্থির স্বাধীনচেতা, স্ব-নির্ভর
9. সামাজিক রুচিশীল মন সংস্কৃতিবান, গোছানো ভারসাম্য রক্ষাকারী অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন অনুভূতি প্রবণ	অপরপক্ষে	অভব্যতা সামাজিকভাবে জড়ভরত, জুবুথুবু, অমার্জিত
10. নির্ভরযোগ্য সাইক্লোথাইমিক বিশ্বাসযোগ্য, বুঝদার	অপরপক্ষে	প্যারানসিস সন্দেহবাতিক, ঈর্ষাকাতর
11. রোহেমিয়ান অপ্রথাগত, নির্লিপ্ত খামখেয়ালী, হিস্টিরিয়াগ্রস্থ	অপরপক্ষে	প্রথানুরাগী, বাস্তববাদী আবেগবর্জিত, রীতি অনুসারী
12. পরিশীলিতভাব যুক্তিবাদী মন, ঠান্ডামাথা, আলগা থাকা	অপরপক্ষে	সরলতা আবেগতাড়িত মন, মানুষের প্রতি মনোযোগী

3.4.2 ব্যক্তিত্বের মনঃসমীক্ষণ বিষয়ক তত্ত্ব

(ক) সিগমুন্ড এর ব্যক্তিত্বের তত্ত্ব :

মনঃসমীক্ষণ বিষয়ক তত্ত্বের জনক হলেন সিগমুন্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯) তাঁর মনঃসমীক্ষণ বিষয়ক তত্ত্ব অত্যন্ত গতিশীল। তিনি মনে করেছেন ব্যক্তিত্ব এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ মূলতঃ স্থির হল বিভিন্ন বিষয়ের সংঘাতের মধ্য দিয়ে। এই বিষয়গুলি আবার বেশিরভাগ সময়েই অচেতন চরিত্রের এবং তাদের বোঝা সম্ভব একমাত্র গভীর অনুসন্ধান দ্বারা। ফ্রয়েড তার ব্যক্তিত্বের শরীরকাঠামো নির্মান করেছেন তিনটি ধারণা দিয়ে- ইদ্ (id), ইগো (ego) ও সুপার ইগো (super ego)। ব্যক্তিত্বের এই প্রত্যেকটি ধারণাই অপর দুটির সঙ্গে সংযুক্ত। ব্যক্তিত্ব ইদ (অদস্) ইগো (অহং সত্ত্ব) ও সুপার ইগো (অধিসত্ত্ব) এই ত্রি-স্তরে গঠিত। ইদ্ সম্পূর্ণ অ-চেতন, ইগো কিছুটা

নোট

চেতন এবংং সুপার ইগো সম্পূর্ণ চেতন। ব্যক্তিত্বের প্রাথমিক বিষয় হল ইদ্। ফ্রয়েড বিশ্বাস করেন ইদ্ হল অন্ধ প্রবৃত্তির স্তূপ। এর কোনো যুক্তিসংগত প্রতিষ্ঠান নেই। বস্তুত এর মধ্যে বহু বিপরীতমুখী আবেগ পাশাপাশি অবস্থান করে। ইদ্ বা অদস্ হচ্ছে অনৈতিক। এর মধ্যে কোনো মূল্যবোধ নেই। এটি শুভ ও অশুভের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। এটি সম্পূর্ণ সুখভোগের নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়। আমাদের আদিম কামনা বাসনাগুলি সক্রিয়ভাবে ব্যক্তিসত্ত্বার অ-চেতন স্তরে বসবাস করে। এভাবেই ইদ্ বা অদস্-কে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

কামইচ্ছা (লিবিডো) এবং শৈশবের যৌনচেতনা

লিবিডো ইদের গঠনের একটি অংশ। সম্পূর্ণ যৌন কার্যের মধ্যে দিয়ে এটি তার বাসনা সম্পূর্ণ করে। অন্যান্য বাসনা নিবৃত্তির মত যৌন কামনা নিবৃত্তি ও ব্যক্তির স্বাভাবিক চাহিদা। ফ্রয়েড মনে করেছেন এটি জীবের একটি পূর্ণ সংগ্রাম। তিনি জোর দিয়েছেন এই বলে যে লিবিডো প্রত্যেক জীবদেহের মধ্যেই বর্তমান, এমনকি তার শিশু অবস্থাতেও। জন্মমুহূর্ত থেকেই শিশু তার দেহে যৌন উত্তেজনা নিয়েই জন্মায়। লিবিডো বিকশিত হয় এই কয়েকটি স্তরে।

1. মৌখিক পর্যায়—জন্ম থেকে 2 বছর পর্যন্ত, এই সময়ে যে সে ঠোঁট বা আঙুল চুষে লিবিডোর তৃপ্তি ঘটায়।
2. পায়ু পর্যায়—2 থেকে 3 বছর পর্যন্ত শিশু পায়ুদেশ সঞ্চালতা তৃপ্তি খুঁজে পায়।
3. লৈঙ্গিক পর্যায়—3 থেকে 5 বছর পর্যন্ত শিশু লিঙ্গ স্পর্শের মধ্য দিয়ে তৃপ্তি খুঁজে পায়।
4. প্রসুপ্তি স্তর—6 থেকে 13 বছর বয়স পর্যন্ত এটি সুপ্তভাবে থাকে। সমাজের চাপে শিশুর যৌন প্রবৃত্তির কোনো বহিঃপ্রকাশ থাকে না।
5. আবদ্ধ স্তর—বয়ঃসন্ধির এই স্তরে সমকামিতা অথবা বিসমকামিতার ইচ্ছা জেগে ওঠে।

ফ্রয়েড দেখেছেন যে তার রোগীদের মধ্যে বেশীরভাগই যৌন অবদমন বা যৌন অপরিতৃপ্ততার কারণেই রোগগ্রস্ত হয়েছেন। যৌনাকাঙ্খা পরিতৃপ্তি বা উদ্গতিসাধন (সামলিমেশন) সুসংহত ব্যক্তিসত্ত্বা বিকাশে সাহায্য করে থাকে।

অ্যালফ্রেড অ্যাডলার (১৮৭০-১৯৩৭)

অ্যাডলারের মধ্যে যৌন তাড়নার পরিবর্তে আত্ম-কথন হল প্রধান তাড়না। অ্যাডলারের তত্ত্ব ফ্রয়েডীয় যৌনতার ভূমিকাকে সংক্ষিপ্ত করে দিল। অ্যাডলার মনে করেছেন প্রত্যেক ব্যক্তি তার জীবনের একটা অনন্য বিশিষ্টতা তুলে ধরার জন্য সংগ্রামরত, সেখানে যৌন তাড়না গৌণ ভূমিকা গ্রহণ করে। তাঁর মতে শৈশবের অপ্রতুলতা বা অসম্পূর্ণতা প্রাথমিকভাবে হীনমন্যতা বোধের

নোট

উন্মেষের কারণ। এটাই বিকাশের পরবর্তী উচ্চতর ধাপে যেতে সাহায্য করে। এই উদাহরণগুলি দেখা যেতে পারে। যেমন ডেমস্থিনিস যিনি শৈশবে তোতলামিতে ভুগতেন তিনি পরবর্তীকালে পৃথিবীবিখ্যাত বাগ্মী হিসাবে পরিচিত হন। একইভাবে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট যৌবনে দুর্বল থাকলেও নিয়মিত ব্যায়ামের দ্বারা পরবর্তীকালে শারীরিকভাবে শক্তিশালী পুরুষে পরিণত হন। একজন ব্যক্তির, দুর্বলতাকে অতিক্রম করে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার চেষ্টা তার জীবনচর্চার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন পথের মাধ্যমে সে এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য সংগ্রাম করে। জীবনটাই হল সেই নীতি যার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির বৃক্তিসত্ত্বা কাজ করে। জীবনচর্চা দুটি উপাদানের সাহায্যে গঠিত হয়। একটি হল তার অন্তরাত্মা এবং অপরটি হল পরিবেশের শক্তি। ব্যক্তির জীবনচর্চার তার প্রথম জীবনের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত প্রভাব ফেলে। অ্যাডলার বিশ্বাস করেন প্রত্যেক ব্যক্তি তার জন্মসূত্রে প্রাপ্ত প্রতিভা এবং তার পরিবেশ থেকে যা সংগ্রহ করে তার দ্বারাই একটা আত্মকাঠামো তৈরি করে। তিনি বলেছেন যেহেতু জীবনচর্চা যান্ত্রিক, ব্যক্তির সৃষ্টিশীল অংশ আবিষ্কারক হয়ে ওঠে এবং এমন কিছু তৈরি করে যা আগে কখনো ছিল না। সৃষ্টিশীল সত্ত্বা তার জীবনের অর্থ তৈরী করে। সেটি প্রতিপালন দ্বারা প্রভাবিত হয়। অ্যাডলার সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার প্রভাবের ওপরও জোর দিয়েছেন। ব্যক্তি তার দুর্বলতা এবং হীনমন্যতা বোধের ক্ষতিপূরক হিসাবে অপরের মঙ্গলকাজে জোর দেয়। এটি তার শ্রেষ্ঠত্বের বোধকে প্রকাশ করে।

(গ) কার্ল ইয়ুং (১৮৭৫-১৯৬১)

ইয়ুং মনে করেছেন ব্যক্তিত্ব হল আমাদের অন্তর্মুখীনতা ও বহির্মুখীনতা ধারণা, যা আমাদের প্রতিদানের বক্তব্যের অংশ হয়ে আছে তিনি বলেন মানসিক সক্রিয়তার 4টি প্রভাবশালী বিষয় আছে। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে চেতনা, চিন্তা, অনুভূতির দ্বারা জানা এবং আবেগ (feeling)। চিন্তা এবং আবেগ দুটি বিপরীতমুখী শক্তি হলেও তারা সবসময় ব্যক্তির মধ্যে একই সঙ্গে কাজ করে। যদি তার প্রভাবশালী মানসিক সক্রিয়তা হয় চিন্তা, তবে ব্যক্তির অচেতনে সক্রিয় থাকে আবেগ। একইভাবে ইন্দ্রিয় চেতনা ও অনুভূতির দ্বারা জানাও বিপরীত চরিত্রের। দুইটি ব্যক্তির মধ্যে একই সঙ্গে কাজ করে।

বহির্মুখী ও অন্তর্মুখীনতার সাধারণ চরিত্র

বহির্মুখী	অন্তর্মুখী
1. কথাবার্তায় অনর্গল	বলার চেয়ে শেখায় বেশী স্বাচ্ছন্দ
2. দুশিন্তা মুক্ত	দুশ্চিন্তাপ্রবণ
3. অন্যের সঙ্গে কাজ করতে ভালবাসে	একা কাজ করতে চায়
4. বন্ধুত্বপূর্ণ	কিছুটা গুটিয়ে থাকা

নোট

5. সহজে অপ্রস্তুত হয় না	সহজে অপ্রস্তুত হয়
6. খেলাধূলায় উৎসাহী	বইপত্র পড়তে বেশী ভালবাসে
7. বাস্তববাদী	মানসিক অনুভূতির ওপর নির্ভরশীল
8. নমনীয় ও পরিবর্তনযোগ্য	অনমনীয়
9. অসুস্থতা ও ব্যক্তিগত বিষয়ে উদাসীন	এইসব বিষয়ে অতি যত্নশীল
10. আক্রমনধর্মী	বশ্যতাকারী
11. বিবেকহীন	বিবেকবান
12. জনপ্রিয়	জনপ্রিয় নয়

অধিকাংশ ব্যক্তির মধ্যেই বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী দুই ধরণের বৈশিষ্ট্যই দেখা যায়। এদেরকে বলা হয়েছে অ্যাম্বিভার্ট (অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী অবস্থার মধ্যাবস্থা)।

12. শিশুদের ব্যক্তিগত তফাৎ (Differences)

শিশুদের নানা ধরনের বিষয়ে উৎসাহ ও ক্ষমতা থাকে। সমস্ত শিশু সবসময় সব কটি পাঠে একইভাবে প্রেষণা দান সম্ভব নয়। শিক্ষকেরই দায়িত্ব শিশুর ব্যক্তিগত ভালোলাগা ও ক্ষমতা খুঁজে বার করে তাকে সেইমত প্রেষণা দান।

13. শিক্ষণ দক্ষতা

শিক্ষকের শিখন দক্ষতা প্রেষণা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর প্রেষণা দান করতে শিক্ষকের ঠিক কতগুলি দক্ষতার প্রয়োজন তা সঠিকভাবে বলা খুব কঠিন। সাধারণভাবে শিক্ষণ শিখনের ক্ষেত্রে এই তালিকাভুক্ত দক্ষতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

(i) বিষয় উপস্থাপনার দক্ষতা
(ii) প্রশ্ন করার দক্ষতা
(iii) শিক্ষার্থীর উত্তরের প্রতি সঠিক ব্যবহার করার দক্ষতা
(iv) উদ্দীপক বৈচিত্র ব্যবহারের দক্ষতা
(v) ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহারের দক্ষতা
(vi) শিখন সহায়ক ও অন্যান্য উপকরণ ব্যবহারের দক্ষতা
(vii) অ-বাচনিক সংকেত (non-verbal cues) ব্যবহারের দক্ষতা
(viii) শক্তিদাতা উদ্দীপক ব্যবহারের (Reinforcement) দক্ষতা
(ix) উদাহরণ ছবি ব্যবহারের দক্ষতা
(x) উপ-বিষয়ের ব্যাখ্যার দক্ষতা
(xi) ব্যাখ্যার দক্ষতা
(xii) দলগত আলোচনায় উৎসাহদানের দক্ষতা

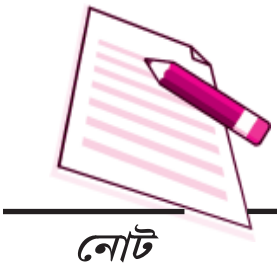

নোট

(xiii) পরিকল্পিত পুনরাবৃত্তির দক্ষতা

(xiv) শিক্ষার্থীর কাছ থেকে সিদ্ধান্ত বের করে আনার দক্ষতা

(xv) শিক্ষকের সতেজতার দক্ষতা

(xvi) পাঠ সমাপনের দক্ষতা

(xvii) যথাযথ পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষণের দক্ষতা

14. শিক্ষণের জন্য শিক্ষকের নিজস্ব প্রেষণা ও উৎসাহ

শিক্ষক অবশ্যই শিক্ষার্থী এবং শিক্ষণ বিষয়ে উৎসাহী হবেন। যদি তিনি নিজের কাজে উৎসাহী না হন, তবে তিনি শ্রেণিতে প্রেষণা দানে অপারগ হবেন। এটা বলা হয় যদি কোন শিক্ষক দীর্ঘ সময় ধরে একই ক্লাসে একই বিষয় পড়ান, তবে তিনি ক্রমশঃ উৎসাহ হারাবেন। কিন্তু এটা ঠিক নয়। বিষয়বস্তু পরিবর্তিত এবং বিকশিত হয়ে যায়। তবে ওপরে অভিজ্ঞতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক ঐ একই বিষয় বস্তুকে পড়ানোর জন্য নতুন পদ্ধতি ও উপস্থাপনার ব্যবহার করেন।

3.4.3 আচরণ (Attitudes)

শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর মধ্যে কাম্য আচরণ গড়ে তোলা। শিক্ষার্থীর মধ্যে নানা ধরনের সংঘাতমূলক এবং ভিন্নমুখী প্রবণতা কাজ করছে সেখানে একপেশে বিকাশ অত্যন্ত বিপদজনক। ব্যক্তির ব্যক্তিসত্ত্বার একটা দিক প্রভাবশালী হয়ে অন্যদের ঢেকে দেয়। ইয়ুং তাই মনে করেন ব্যক্তিত্ব সামগ্রিকভাবে তিনটি উপাদান দিয়ে গঠিত। সচেতন অহং ব্যক্তিচৈতন্য অবচেতন ও যৌন মগ্নচৈতন্য (connective unconscious)।

1. সচেতন অহংঃ এটি হল বস্তুত 'হয়ে ওঠা' এই বোধ। যার মধ্যে রয়েছে চিন্তার সচেতন উপাদান-অনুভূতি ও মনে রাখা।
2. ব্যক্তিচৈতন্যঃ এটি ব্যক্তির দমিত ও অবদমিত অভিজ্ঞতা নিয়ে গঠিত যেটি চেতনার মধ্যে থাকে। এটা আবার সামাজিক পরিবেশ থেকে ব্যক্তি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তাকেও অংশীভূত করে।
3. মগ্নচৈতন্যঃ এটি আদিম প্রকৃতির। এটা একটা আধারের মত, যার থেকে সবকটি প্রক্রিয়ার (process) উদ্ভব হয়েছে।

আপনার অগ্রগতির পরীক্ষা —2

(a) সংক্ষিপ্তাকারে ব্যক্তিত্বের দুইটি তত্ত্ব বর্ণনা করুণ

.....

.....

.....

নোট

3.5 ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশ

এই অংশে আমরা ব্যক্তিসত্ত্বার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর কিভাবে বিকাশ হয় তা আলোচনা করব। এই দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে রয়েছে আত্মচেতনা, প্রেষণা ধারণা ও মূল্যবোধ।

3.5.1 আত্মচেতনা

ব্যক্তির ব্যক্তিসত্ত্বা বিকাশ অনেকটাই নির্ভর করে তার নিজের সম্পর্কে ধারণার ওপর। সদর্থক আত্মচেতনার উত্থান সুগঠিত, সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তিসত্ত্বার গঠনে সাহায্য করে। তাই সদর্থক আত্ম-চেতনা যা সামাজিকভাবে কাম্য তার বিকাশের জন্য শিশুকে একেবারে গোড়া থেকেই শেখানো জরুরী। শিশুর নিজের সম্পর্কে ধারণাই হল আত্মচেতনা (নিচের ছবিটি দেখুন)। যে পরিবেশে সে বসবাস করে তার এক অংশই হল তার স্বইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা (phenomenal self) এবং পরিবেশের বাকী অংশ যার সম্পর্কে সে সচেতন বা প্রতিক্রিয়া করে, তাকে বলে প্রতীয়মান পরিবেশ (phenomenal environment) বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিবেশ (perceived environment)। আত্মচেতন হল ব্যক্তি তার নিজের সম্পর্কে যথাযথভাবে যা ধারণা করে। অর্থাৎ এই হল আমি।

একটি সদ্যোজাত শিশুর কাছে পৃথিবী একটি বিভ্রান্তিকর স্তূপ। যখন সে বড় হয়, তখন সে ক্রমশঃ তার পৃথকীকরণ করতে পারে। তার কাছে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে কোনগুলি তার নিজস্ব বস্তু। তার বোধ দিয়ে সে পৃথিবীতে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। অভিজ্ঞতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে একজনের ধারণাও বদলে যায়। ধারণা বদলের সঙ্গে সঙ্গে আচরণেরও বদল ঘটে যায়। বাহবা দেওয়া বা দোষারোপ করা, পুরস্কৃত করা অথবা তিরস্কার করা, শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব এই সবগুলিই শিশুর আত্মবোধকে প্রভাবিত করে। বিখ্যাত মানুষের জীবনী সদর্থক আত্মবোধ গড়ে তুলতে প্রেষণা যোগায়। সেইজন্যে শিক্ষার্থীদের বিখ্যাত মানুষের জীবনী পড়তে উৎসাহ দেওয়া হয়। এইভাবে শিক্ষক তাদের বাস্তব সম্মত লক্ষ্য স্থির করতে সাহায্য করেন। এগুলির অবাস্তব লক্ষ্য তাদের মধ্যে হতাশা তৈরী করে।

নোট

3.5.2 প্রেষণা

Motivation বা প্রেষণা এই শব্দটি নির্দেশ করে এই অর্থকে—প্রবণতার উজ্জীবন যার দ্বারা এক অথবা একাধিক প্রভাব অনুভূত হয়। প্রেষণা হল কাজের উজ্জীবন, স্থায়ীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া।

শ্রেণিকক্ষে প্রেষণা (বিভিন্ন পদ্ধতি)

ছাত্ররা শ্রেণিতে শিখনের সময় সর্বদা শিক্ষকের প্রেষণার প্রয়োজন অনুভব করে। এর দ্বারা সে তার প্রতিভার সর্বোচ্চ ব্যবহার করে প্রেষণার বিকাশ ঘটাতে পারে। যেহেতু প্রত্যেক শিশু তাদের নির্দিষ্ট চাহিদা অনুযায়ী একে অপরের থেকে আলাদা (কারণ প্রত্যেকের রয়েছে নিজস্ব ব্যক্তিসত্ত্বার ধরণ এবং আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট) সেহেতু শিক্ষককেও প্রেষণার বিভিন্ন কৌশল বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, যার সম্পর্কে তারা সচেতন হবে এবং তাকে অর্জন করতে চাইবে। দ্বিতীয়তঃ এই লক্ষ্যগুলি শিক্ষার্থীর আয়ত্ত্বের মধ্যেই থাকবে যাতে তারা মনে করে যে এগুলিকে অর্জন করা সম্ভব। তৃতীয়ত সে যেন বুঝতে পারে যে লক্ষ্য অর্জন করতে না পারলে তার খামতি কোথায় থেকে যাচ্ছে। চতুর্থতঃ শিক্ষক যেন প্রেষণার কোন একটা কৌশলের দিকে ঝুঁকে না পড়ে সবগুলি কৌশলের বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিসংগত ব্যবহার করে।

1. আকর্ষণীয় শারীরিক ও পরিবেশগত পরিস্থিতি

প্রথমত শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হবেন। যেখানে মনঃসংযোগে বিঘ্নকারী কোনো কিছু থাকবে না। চীৎকার বা শব্দ, তীব্র আলো অবাঞ্ছিত দৃশ্য কখনো কখনো মনোযোগ হরণ করে উৎসাহ হারাতে সাহায্য করে। অস্বাভাবিক তাপমাত্রাও বিঘ্ন ঘটাতে পারে। একঘেয়েমি ও বিরক্তির উদ্রেক করে। শ্রেণিকক্ষগুলি অবশ্যই আলো হাওয়া যুক্ত এবং রুচিসম্মত উপায়ে সাজানো দরকার। স্কুলের প্রাঙ্গনে কিছু ফুলগাছের টব রাখা উচিৎ। সর্বত্র পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার ওপরেও জোর দিতে হবে।

2. সহজাত প্রেরণার উদ্‌গতিসাধন (sublimation)

বেশীরভাগ ছোট শিশুর আচরণ তার সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। শিশুরা স্বাভাবিকভাবেই খুব কৌতুহলপ্রবণ। তারা নানা কাজ করতে চায়। প্রতিটি নতুন বিষয় তাদের আকর্ষণ করে। একজন দক্ষ শিক্ষক শিক্ষার্থীর এই কৌতুহল প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলবেন। তিনি প্রতিটি পাঠ শুরুর আগে ঐ বিষয় সম্পর্কিত কিছু একেবারে নতুন, অচেনা বিষয় তাদের সামনে রাখবেন। একইভাবে শিশুরাও কিছু নির্মাণ করতে চাইবে। শিক্ষক শিশুকে উৎসাহিত করবেন নির্মাণ ও সৃষ্টিশীলতার মধ্যে দিয়ে শিখতে।

3. শিক্ষকের দ্বারা উদ্দীপক বস্তুর (stimulus) বৈচিত্র্য-আনয়ন

সাধারণভাবে দেখা যায় শিশু দীর্ঘ সময় ধরে একই জিনিসের প্রতি মনোযোগ দিতে পারে

নোট

না। যথাযথ শিক্ষণ ও শিখন অনেকখানি নির্ভর করে শিক্ষকের আচরণে উদ্দীপক বস্তুর বৈচিত্র্য আনার ওপর। শিক্ষকের কিছু সাধারণ আচরণ বৈচিত্র্য হলঃ

(i) শিক্ষকের সঞ্চরণ

(ii) শিক্ষকের ভঙ্গিমা

(iii) কথনের ভঙ্গীর পরিবর্তন

(iv) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের প্রতি নজরের পরিবর্তন

(v) দেহভঙ্গিমার (postures) পরিবর্তন

4. সন্তুষ্টি ও বিরক্তির নীতি (Praise and balance) বলবৎ করা

এগুলির এভাবে শ্রেণি বিন্যাস করা যেতে পারেঃ

(ক) সদর্থক কথন বলবৎ করা—শিক্ষার্থীর উত্তর বলা হলে তাকে নিজের সন্তুষ্টি বোঝাতে এই শব্দগুলি ব্যবহার করা দরকার। যেমন, ভাল, মোটামুটি, খুব ভাল, ঠিক আছে ইত্যাদি।

(খ) সদর্থক ভঙ্গিমা প্রকাশ নীতি বলবৎ

- মাথানাড়া ও মৃদুহাসি
- শিক্ষকের শিক্ষার্থীর দিকে বন্ধুত্বপূর্ণ চলন
- শিক্ষকের বন্ধুত্বপূর্ণ দৃষ্টি
- ব্ল্যাকবোর্ডে শিক্ষকের শিক্ষার্থীর প্রতি মনোভাব ব্যক্ত করা

(গ) নঞর্থক অ-কথন—এটির মধ্যে এই ভঙ্গিগুলি ধরা যেতে পারে মুখভঙ্গীতে অবজ্ঞা প্রদর্শন, ভ্রু-কোঁচকান, বিরক্তির ভাবপ্রকাশ, অধৈর্য ইত্যাদি।

(ঘ) নঞর্থক কথন—এর মধ্যে এই মন্তব্যগুলি ধরা যায়—'না' 'ভুল' 'ভাল না' 'খুব খারাপ' 'অবশ্যই নয়' ইত্যাদি।

5. শাস্তি ও পুরস্কারের নীতি

শাস্তি ও পুরস্কারের নীতিও একটি শক্তিদায়ী উদ্দীপক। পুরস্কার যে বস্তুগত, সাংকেতিক অথবা সমস্তাত্ত্বিক যাই হোক না কেন শিশুর নিরাপত্তা, নিজস্ব বিষয় ও উচ্চ চাহিদা এগুলি প্রত্যেকটি উৎসাহদায়ক হিসাবে বিবেচিত হয়। বস্তুগত পুরস্কার দরিদ্র শিশুদের জন্য ভাল কাজ করে এবং সাংকেতিক পুরস্কার উচ্চবিত্ত পরিবারের শিশুর জন্য ভাল বলে বিবেচিত হয়।

6. সন্তুষ্টি ও বিরক্তির নীতি

আচরণের সবথেকে পুরোনো তত্ত্ব হল—সুখকর অনুভূতি যা প্রাণীর মধ্যে সন্তুষ্টি নিয়ে আসে তা সে করতে চায়। আর ব্যথার অনুভূতি তার মধ্যে বিরক্তি আনে সে তাকে এড়িয়ে যেতে চায়। এই তত্ত্বকে শ্রেণীকক্ষে সোজাসুজি প্রয়োগ করা যায়। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে

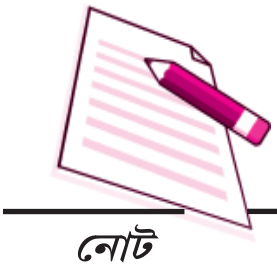

নোট

আনন্দদায়ক ও তৃপ্তিদায়ক অনুভূতির সুযোগ করে দেবেন, যাতে তাদের মনে শিখনের প্রতি প্রেষণা সঞ্চারিত হয়।

7. লক্ষ্য স্থির করা

প্রত্যেক পাঠের একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকবে তবেই শিক্ষার্থীরা একটি নির্দিষ্ট দিকে তাদের উদ্যমকে চালিত করতে চাইবে। তাই এই লক্ষ্যকে শিক্ষার্থীর কাছে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে হবে।

8. সাফল্যের অভিজ্ঞতা

সাফল্যের অভিজ্ঞতা শিশুকে কাজটিকে চালিয়ে নিয়ে যেতে উৎসাহ দেয়। সেজন্য শিক্ষকের উচিৎ পাঠক্রমিক ও সহ-পাঠক্রমিক কাজকে যথেষ্ট বৈচিত্রপূর্ণ করে তৈরী করা, যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী তার নিজস্তর অনুযায়ী সাফল্যের স্বাদ পেতে পারে। তিনি শিখনের প্রতি ধাপে প্রায়শঃ বা নিয়মিত সাফল্যের অভিজ্ঞতার প্রয়োগ ঘটাবেন। বিশেষতঃ পূর্ববর্তী অথবা আরও কঠিন স্তরে।

9. প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা

প্রতিযোগিতা কাজের উৎসাহদাতা, কিন্তু ব্যক্তিগত ভিত্তিতে প্রতিযোগিতা অসম হতে পারে এবং তা অন্য শিক্ষার্থীদের সমস্যায় ফেলতে পারে। কিন্তু দলগত প্রতিযোগিতা হলে সাফল্য ও ব্যর্থতাকে তারা ভাগ করে নিতে শেখে। সহযোগিতাও প্রেষণা সৃষ্টি করতে পারে। কারণ এটি শিক্ষার্থীর গ্রহণযোগ্যতা ও ব্যক্তিগত বিষয় চাহিদার পূর্তি ঘটিয়ে তৃপ্তি দিতে পারে।

10. প্রগতির জ্ঞান

শিক্ষার্থীকে তার উন্নতি বিষয়ে অথবা সে কতটা তার লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছতে পারল এটিও প্রেষণা সৃষ্টির একটি ভাল দিক। এটি তাদের আরও বেশী চেষ্টা করতে সাহায্য করে। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সাফল্যের চার্ট তাকে যে শুধুমাত্র তার উন্নতি বা অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা দেবে তা নয়, এটি তাকে শিখন প্রক্রিয়ায় আরও বেশী করে অংশ নিতেও উৎসাহী করবে।

11. নতুনত্ব (Novelty)

আত্মসম্মান লাভের চাহিদা শিক্ষার্থীকে নতুন ও আলাদা কিছু খুঁজে বার করতে উৎসাহ দেয়। শিক্ষামূলক ভ্রমণ, নাটক, খেলাধূলা, সাহিত্য কর্ম ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থী আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠার অনেক সুযোগ পায়। তাদের নিরাপত্তা চাহিদা এটাও দেখে যে তারা কখন এবং কেমনভাবে নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হবে সেটা যেন আগেভাগেই জানতে পারে। আচরণের বিকাশ ঘটাতে হবে, যেমন পড়ার প্রতি নিজেরপ্রতি, বন্ধুবান্ধব, কিছু নীতি ইত্যাদির প্রতি আচরণ ভঙ্গী। অ্যাটিচুড বা ভঙ্গী হল কিছু প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি অথবা বস্তুর প্রতি স্থায়ীভাবে স্বভাব বিন্যাসে তৎপরতা যাকে শিখতে হয়েছে এবং যেটা একজনের নিজস্ব সাড়া দেওয়ার ভঙ্গিমা হিসাবেই বিবেচিত। উদাহরণস্বরূপ একজনের খাদ্য পানীয়,

নোট

খেলা, অঙ্ক অথবা গণতন্ত্রের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীই হল তার ভঙ্গি। এটার মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিস্বত্ত্বার কয়েকটি দিক যেমন, আগ্রহ, উৎসাহদান, সামাজিক আচরণ, ভঙ্গিমা শিখতে হয় অথবা আত্মস্থ করতে হয়।

3.5.3 মূল্যবোধ

এটি হল সেই সব আদর্শ যার জন্য মানুষ বাঁচে। তারাই হল জীবনের পথপ্রদর্শক। একজনের শারীরিক, সামাজিক ও মানসিক স্বাস্থ্য গঠনে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মূল্যবোধকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, (i) যা আমরা বিশ্বাস করি-ঘোষিত মূল্যবোধ, (ii) যা আমরা অভ্যাস করি—সক্রিয়তামূলক মূল্যবোধ এবং (iii) যা কিছু আমরা অভিজ্ঞতার দ্বারা অর্জন করি অর্থাৎ অতীত ঐতিহ্য থেকে আত্মীকরণ ও পুনঃনবীকরণ করি তা হল ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ।

(ক) মূল্যবোধের তালিকা

1. সত্যতা
2. সৌন্দর্য
3. ভালত্ব
4. সহযোগিতা
5. সাহস
6. নাগরিকত্ব
7. তুলনা
8. অনুগত্য
9. নিয়মানুবর্তিতা
10. দায়িত্ব
11. সহনশীলতা
12. সমানতা
13. ব্যক্তির মর্যাদা
14. বন্ধুত্ব
15. স্বাধীনতা
16. বিনয়ীভাব
17. সততা
18. সহ-আচরণ
19. সাধারণ জীবনযাপন
20. ন্যায়বিচার
21. জাতীয় চেতনাবোধ
22. শক্তি
23. অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা
24. অহিংসা
25. জ্ঞানের প্রতি আগ্র
26. আজ্ঞাবহতা
27. আত্মমর্যাদা
28. সহানুভূতি
29. জাতীয় ঐক্যবোধ
30. নেতত্ব
31. শ্রমের মর্যাদা
32. সাম্যবাদ
33. সময়ানুবর্তিতা
34. মানবিকতা
35. সামাজিক সহায়তা
36. নিয়মিত
37. আন্তর্জাতিকতাবোধ
38. দেশপ্রেম
39. আত্মনিয়ন্ত্রণ
40. ধৈর্য
41. আত্মবিশ্বাস
42. কৌতূহল
43. জ্ঞান
44. উচ্চ চিন্তা
45. দায়িত্ববোধ
46. নির্ভীক
47. সুনাম
48. অনুগত্য
49. দয়াপ্রবণতা
50. উদায়তা
51. নিষ্ঠা
52. উন্নত চরিত্র
53. নৈতিক গুণ
54. আধ্যাত্বিকতা
55. নম্রতা
56. বিনীত
57. ঠান্ডা মেজাজ
58. অন্তর্দৃষ্টি
59. আত্মবলিদান
60. সাধারণভাবে থেকেও উচ্চ চিন্তা করা

নোট

(খ) মূল্যবোধের ধারণা তৈরীর পথ ও উপায় (শিক্ষার ভূমিকা)

মূল্যবোধের ধারণা তৈরীর ক্ষেত্রে একথা বলা যায় যে মূল্যবোধকে পড়ানো বা শেখানো যায় না। এই ধারণাকে শিক্ষার্থীর নিজেকেই অর্জন করতে হয়। যদি শিক্ষার্থীকে বারংবার বলা হয় সদা সত্য কথা বল, মিথ্যা কথা বলা পাপ, এটা থেকে যে মার্ত্য কথা বলতে বা মিথ্যে না বলতে উৎসাহিত হবে না। এজাতীয় উপদেশ দেবার বদলে যদি শিক্ষক নিজে সত্যের পথে চলেন, তবে শিক্ষার্থী জানবে শিক্ষক সর্বদাই সত্য বলেন, এটা তার ওপর একটা প্রভাব ফেলতে বাধ্য এবং তারাও সত্যের পথে চলতে উৎসাহিত হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় গান্ধীজী একবার হরিশচন্দ্র নাটক দেখেছিলেন। এটি তার মনে এত গভীর ছাপ ফেলে যে তিনি সারা জীবনের জন্য সত্যের পথ বেছে নেন। সেইজন্য মূল্যবোধের ক্ষেত্রে এটা বলা যায় মূল্যবোধ ধরানো যায় না একে ধরতে হয়। তাই স্কুল বা শিক্ষকদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কাছে কাম্য মূল্যবোধ ধারণ পৌঁছে দেওয়া যায়। এটি বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও শিক্ষকদের আচরণের মধ্যেই সংপৃক্ত হয়ে থাকে।

এর সঙ্গে আরও বলা যায় শিক্ষার্থীর কাছে আরও অন্যভাবেও মূল্যবোধের শিক্ষা পৌঁছানো যায়। এই মাধ্যমগুলি নিচে বর্ণিত হল।

1. প্রার্থনা সভা

বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন আরম্ভের আগে প্রতিদিন প্রথমেই প্রার্থনা সভার আয়োজন করা উচিৎ। এর সময় হবে 15-20 মিনিট। কোনো সন্দেহই নেই যে এখানে প্রার্থনাই হবে, কিন্তু তার পাশাপাশি ধর্মীয় আলোচনা, দেশাত্ববোধক সঙ্গীত, নৈতিকতার ওপরে শিক্ষকদের বক্তব্য, মাঝে মধ্যে শিক্ষার্থীদেরও বক্তব্যের আয়োজন করা যেতে পারে। এইসব ধরণগুলি সকালের প্রার্থনায় রাখা যেতে পারে।

2. আবশ্যিক বিষয়

নৈতিকতার শিক্ষাকে কোন একটা বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে অন্যান্য আবশ্যিক বিষয়ের মত আবশ্যিক করে পড়ানো যেতে পারে। এই নৈতিকতার বিষয়টিতে কোনো নির্দিষ্ট একটি ধর্মের কথা না রেখে সমস্ত ধর্মের সার কথা রাখা থাকবে। এর মধ্যে থাকবে সব ধর্মের মূলভাব সম্পন্ন বাণীগুলি। রুটিনে প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ দুটি পিরিয়ড এর জন্য রাখা যেতে পারে। পাঠ্যক্রমকে নৈতিকতার শিক্ষা দেবার জন্য নতুন করে সাজাতে হবে। কোনো কোনো বিষয়কে নীতিশিক্ষা দেওয়ার জন্য এমনভাবে সাজানো দরকার যাতে সেই বিষয়গুলি শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জাতীয়তাবোধক নীতিশিক্ষা দেওয়া যায়। ইতিহাস, ভূগোল, সোশ্যাল স্টাডিজ (সমাজ বিজ্ঞান) ভাষা সাহিত্য, শিল্প সঙ্গীত ইত্যাদি বিষয়গুলির মাধ্যমে এটি করা যেতে পারে।

3. ভাষণ দান

সময়ে সময়ে এবিষয়ে বলতে পারেন এমন পন্ডিত ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠানে আহ্বান করে ভাষণ

নোট

দেওয়ানো যেতে পারে। সেইসব আমন্ত্রিত পন্ডিতগণ মানব আগ্রহী বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বলবেন।

4. বক্তৃতা প্রতিযোগিতা

স্কুলে শিক্ষাগত মূল্যবোধ জাগায় এমন বিষয়ের ওপর বক্তৃতা প্রতিযোগিতা করা যেতে পারে, যাতে অংশগ্রহণ করবার জন্য ছাত্রদের উৎসাহিত করা হবে।

5. ছোট নাটিকা (skit) এবং নাটক

স্কুলে মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়ার জন্য নাটিকা বা নাটক করানো যেতে পারে। এর বিষয়বস্তু হবে নৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের ওপর।

6. জন্মদিন পালন

স্কুলে বিখ্যাত ব্যক্তিদের জন্মদিন পালনের মধ্য দিয়ে সারাজীবনব্যাপী যে সামাজিক উচ্চ মূল্যবোধ ও আদর্শ তারা অনুসরণ করেছেন তা ব্যক্ত করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মহাত্মাগান্ধী, গুরুনানক, গুরুগোবিন্দ সিংহ, বুদ্ধ, জওরলাল নেহেরু, ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্নন প্রমুখের জন্মদিন স্কুলে পালন করা উচিৎ। এদের জন্মদিন পালন উৎসব শিক্ষার্থীর মনে অনুপ্রেরণা তাঁদের পথে চলবার জন্য অনুপ্রেরণা জোগাবে।

7. আন্তর্জাতিক দিবসপালন

স্কুলে আন্তর্জাতিক দিবসগুলিও পালন করা উচিৎ। যেমন বিশ্বশক্তি দিবস, মানবাধিকার দিবস ইত্যাদি। এভাবে ছাত্রদের মধ্যে বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধ জেগে উঠবে।

8. গণ মাধ্যমের ব্যবহার

গণ মাধ্যমের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে নীতিশিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। সংবাদপত্র, জার্নাল, দূরদর্শন, রেডিও ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ জাগ্রত করতে পারে।

9. জাতীয় সেবা প্রকল্প

জাতীয় সেবা প্রকল্পের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সমাজসেবা দেশসেবা ইত্যাদি ধারণাকে প্রবেশ করানো যেতে পারে। সেবাকাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বোধের বিকাশ সম্ভব।

10. মূল্যবোধ সংক্রান্ত ম্যাগাজিন

স্কুল থেকে যে ধরনের ম্যাগাজিন বের হোক না কেন তার লেখাগুলি থেকে শিক্ষার্থী যাতে তার চরিত্র বিকাশের জন্য কিছু শিক্ষা পায় তা দেখতে হবে।

11. শিক্ষকের ভূমিকা

শিক্ষক নৈতিকতার শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। উপরে উল্লিখিত সবকটি উপাদানই তিনি ব্যবহার করবেন। আমরা ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে শিক্ষকের ভূমিকা আলোচনা করেছি। এই পৃথিবীতে আসার পর শিশু যা কিছু শেখে, সবই অপরকে অনুকরণের

নোট

মাধ্যমে। শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষক হলেন আদর্শ এবং তারা শিক্ষকের জীবনচর্চাকে অনুসরণ করতে চায়। শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে এই মূল্যবোধের জাগরণ ঘটানোর জন্য তাঁর আদর্শকে উপস্থাপিত করবেন। শিক্ষকের উদার আচরণ হওয়া উচিৎ। তাঁর নিজের যদি ঐ মূল্যবোধের ওপর বিশ্বাস থাকে তবেই তিনি শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধের শিক্ষা দিতে পারবেন। তাঁর আচরণ আর কথার মধ্যে পার্থক্য থাকা উচিৎ নয়। যখনই মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কিছু পারেন তাঁর উচিৎ তখনই তাকে ব্যাখ্যা করে সেই শিক্ষা দেওয়া। সমাজে শিক্ষকই হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি যাঁর মাধ্যমে শিক্ষার্থী সামাজিক, নৈতিক সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটাতে পারে। তাই শিক্ষকের ব্যক্তিগত জীবন হওয়া উচিৎ পরিচ্ছন্ন এবং দৃঢ়, যাতে তা অনুকরণযোগ্য হয় এবং তিনি তার শিক্ষার্থীদের মধ্যে তাঁর বৃক্তিত্বের একটা স্থায়ী ছাপ ফেলতে পারেন।

আপনার অগ্রগতির পরীক্ষা—3

(a) ব্যক্তিত্ব বিকাশে দায়ী বিভিন্ন উপাদানগুলিকে সংক্ষেপে বর্ণনা কর

.....

.....

.....

3.6 ব্যক্তিসত্ত্বার মূল্যায়ণ

মূল্যায়ণের পদ্ধতি মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি (objective method), বিষয়বাদী পদ্ধতি (subjective method) ও প্রকল্পিত পদ্ধতি (projective method) এই পদ্ধতিগুলি আবার প্রমিত (standardized) এবং অ-প্রমিত (non-standerded) রয়েছে আত্ম-সমীক্ষা বিবৃতি (self-reporting) পদ্ধতি, যেখানে ব্যক্তি নিজেই নিজের সম্পর্কে বলে ও মূল্যায়ণ করে। এই পদ্ধতিতে রয়েছে আত্মজীবনী, ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকার প্রশ্নোত্তর পর্ব ইত্যাদি এবং আত্ম অনুসন্ধান। দ্বিতীয়তঃ অপরে ব্যক্তি সম্পর্কে যা বলেছে তার ভিত্তিতে মান নির্দ্ধারণ করার পদ্ধতি। এগুলির মধ্যে পড়ে সব ধরণের রেটিং স্কেল। জীবনী, কেস হিস্ট্রি, ইত্যাদি। তৃতীতঃ বাস্তব পরিস্থিতিতে ব্যক্তির আচরণ লক্ষ্য করা হয় যে পদ্ধতিতে তা হল আচরণগত মাপ। চতুর্থতঃ প্রতিফলন বা অভিক্ষেপণ (projective) পদ্ধতি। এটি কতগুলি কাল্পনিক পরিস্থিতিতে (যেমন-ফ্যান্টাসি) ব্যক্তি কেমন প্রতিক্রিয়া করে তা দেখা হয়। সবশেষে বলা যায় কিছু মেশিন ও কারিগরী যন্ত্রপাতির সাহায্যে আমরা ব্যক্তিসত্ত্বার বিভিন্নতা দেখতে পারি।

নোট

ব্যক্তিসত্ত্বার পরিমাপ পদ্ধতি

আদর্শায়িত (Standardised Test) নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি	অআদর্শায়িত পরীক্ষা (Non-standardized Test) অথবা বিষয়বাদী পদ্ধতি	প্রতিফলন/অভিক্ষেপণ
1. সাফল্যের পরীক্ষা	1. কাহিনী সংক্রান্ত রিপোর্ট (anecdotal)	1. বি.জি পরীক্ষা
2. প্রবণতার পরীক্ষা	2. আত্মজীবনী	2. ব্ল্যাকি ছবির পরীক্ষা (Blacky Picture Test)
3. বুদ্ধিমত্ত্বার পরীক্ষা	3. সম্মেলক কেস (Case of conference) বা কেস হিস্ট্রি বা কেস স্টাডি	3. শিশুমনের আত্মজ্ঞান পরীক্ষা (CAT)
4. আগ্রহ পরীক্ষা	4. ধারাবাহিক রেকর্ড কার্ড	4. মাটির মডেল তৈরী
5. ব্যক্তিগত প্রশ্নগুচ্ছ	5. সাক্ষাৎকার	5. ক্লাউড পিকচার পরীক্ষা
	6. পর্যবেক্ষণ	6. মানুষ অঙ্কন পরীক্ষা (Draw-a-man)
	7. অভিভাবকের দৃষ্টিভঙ্গী	7. হস্তলিপি বিজ্ঞান (গ্রাফোলজি)
	8. ব্যক্তিগত তথ্যভান্ডার	8. মোজেইক পরীক্ষা
	9. প্রশ্নোত্তরমালা (মান নির্ণায়ক)	9. সাইকোড্রামা
	10. রেটিং স্কেল বা প্রবণতা স্কেল	10. রসাকের ইংকব্লট পরীক্ষা
	11. তালিকা বা সিডউল	11. বাক্য সম্পূর্ণকরণ
	12. স্কোর কার্ড	12. সোশিও ড্রামা
	13. সমাজমিতি (সোশিওমেট্রি)	13. Szondi পরীক্ষা
		14. থেমাটিক এপ্রিশিয়েশন টেস্ট (TAT)
		15. খেলনা পুতুল খেলা পরীক্ষা (শব্দের খেলা)
		16. ওয়ার্ড এশেশিয়েশন টেস্ট (WAT) (মুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত)

নোট

আপনার অগ্রগতির পরীক্ষা - 4

(a) কি পদ্ধতিতে ব্যক্তিসত্ত্বার পরিমাপ করা হয়? প্রত্যেকটির বর্ণনা দাও।

....

....

....

3.7 ব্যক্তিসত্ত্বার ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা

শিক্ষার্থীর বিকাশ

শিক্ষকদের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা

- *মনোযোগ*—এই পয়েন্টগুলি উল্লেখযোগ্য

1. ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য সবচেয়ে ভাল উপায় হল শিশুর প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেওয়া।

2. মনোযোগের গুণগত মান পরিমাপযোগ্য হবে।

3. যদি শিশু কোন প্রশ্ন করে তবে শিক্ষকের উচিৎ তৎক্ষণাৎ তার উত্তর দেওয়া। শিশু হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তারা মনোযোগ পাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে। যদি শিক্ষক তাদের একপাশে সরিয়ে দেয় তবে তারা মনে করে তাদের অবজ্ঞা করা হচ্ছে এবং তারা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে।

- *নিয়মানুবর্তিতা*

1. শিক্ষককে ন্যায়বিচারকারী, খোলামেলা, সৎ এবং ভালবাসার যোগ্য হতে হবে। একই সঙ্গে তিনি হবেন সঙ্গতিপূর্ণ এবং দৃঢ়।

2. নিয়ম হবে নমনীয় এবং মানবার যোগ্য, অনমনীয় নিয়ম বাদ দেওয়া উচিৎ।

3. নিয়মানুবর্তিতা শিশুর প্রয়োজনমত তৈরী হওয়া দরকার।

- *উদাহরণ*

1. শিশুরা কথার থেকেও ক্রিয়ার দ্বারা বেশী প্রভাবিত হয়।

2. শিক্ষক কেমন করে তিনি থাকবেন সে বিষয়ে সতর্ক হবেন।—তিনি হবেন একমাত্র পাঠবই যা কোনো কোনো শিশু আগে কখনো পড়েনি।

নোট

- *মজা*

শিক্ষক মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে মজা করবেন। এটিও তার নিজের পথে শিক্ষক দিয়ে থাকে।

- *অনুপ্রেরণা*

শিক্ষকের অনুপ্রেরণা দেবার গোপন কথা হল—

— তিনি কি করছেন জানো

— তিনি যা করছেন তাকে ভালবাসো

— তিনি যা করছেন তার ওপর আস্থা রাখ

- *ভালবাসা*

প্রচলিত কথা হল 'তুমি শিশুকে ভালবাসলে সেও তোমাকে ভালবাসবে। আর যদি ঘৃণা কর তবে সেও তোমাকে ঘৃণা করবে।

- *ধৈর্য্য*

শিশুকে ভালবেসে শিক্ষিত করে তোলার জন্য অনেক ধৈর্য্যের দরকার।

- *প্রশংসা*

1. প্রশংসা দ্বারা শিশু সজীব হয়ে ওঠে। এটা শিক্ষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

2. যদি শিশু সমালোচনার মধ্যে বেড়ে ওঠে তবে সে শুধু দোষারোপ করতে শিখবে। যদি সে প্রশংসা পায়, তবে সে তার সামর্থ্যের চরমসীমায় উঠে কাজ করবে।

- *বোঝাপড়া (understanding)*

শিশুকে বুঝতে চাইলে শিক্ষককে আগে নিজেকে বুঝতে হবে। এই বিষয়ে জোর দেওয়া দরকার যে শিক্ষক কখনো শিশুর ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশে কোন একটা বিষয়ে মনোযোগ দেবে না। শিক্ষার্থীদের মনে তার মধ্যে যেন সবরকম বিষয়ের সমাবেশ ঘটে। একজন ডাক্তার হয়ে তাদের শারীরিক স্বাস্থ্য দেখবেন মানসিক সুস্বাস্থ্য গঠন দেখবেন মনোবিদ হয়ে, দার্শনিক হয়ে ধৈর্য্যের সঙ্গে সত্যের পথ খুঁজতে সাহায্য করবেন। নীতিবিদ্ ছাত্রদের উৎসাহিত করবেন ভালত্ব অর্জন করতে। শিল্পী হয়ে তাদের সৌন্দর্যকে খুঁজে বার করতে সাহায্য করবেন। তিনি হবেন তাদের সবরকম চাহিদার একমাত্র নির্বাহকারী। এই ধরণের কাজ দাবী করে কাজের প্রতি উৎসর্গীকৃত এক মহান ব্যক্তিকে।

নোট

আপনার অগ্রগতির পরীক্ষা—5

(a) শিক্ষক কি তার ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিসত্ত্বা বিকাশের জন্য দায়ী থাকেন? সংক্ষেপে বিবৃত কর।

....

....

....

3.8 সংক্ষিপ্তকরণ

পার্সোনালিটি বা ব্যক্তিত্ব শব্দটি ল্যাটিন 'পার্সোনা' শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হল রোমান অভিনেতাদের ব্যবহৃত এক ধরণের মুখোশ। এই অর্থে ব্যক্তিত্ব বোঝায় তাকে যাতে একজন ব্যক্তিকে অন্য কেমনভাবে দেখবে। ব্যক্তিসত্ত্বা হল ব্যক্তি যা, তাই। প্রত্যেকের ব্যক্তিসত্ত্বা হল অনন্য। এটি গতিশীল স্থবির নয়। ব্যক্তিত্ব একটি একসূত্রে বাঁধা সমগ্র হিসাবে কাজ করে। একট বংশগতি ও পরিবেশের যৌথ অবদান। ব্যক্তিত্বের বহু তত্ত্ব আছে। যা ব্যক্তিত্বের বিকাশের কথা বলে। এর আবার গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগত নিহিতার্থ প্রকাশকে। শিশুর নিজেকে বোঝা তার আচরণ, প্রেষণা, মূল্যবোধ যা সে বিকশিত করে, এই সবকিছুই তার ব্যক্তিসত্ত্বা বিকাশে সাহায্য করে। শিক্ষক শিশুর ব্যক্তিসত্ত্বা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ব্যক্তিসত্ত্বার পরিমাপ করা যায় নৈর্ব্যক্তিক, বিষয়বাদী এবং প্রতিফলন বা অভিক্ষেপন পদ্ধতির দ্বারা।

3.9 অগ্রগতি পরীক্ষার উত্তরাবলী

অগ্রগতির পরীক্ষা—1.

(i) প্রতি ব্যক্তির ব্যক্তিসত্ত্বা হল অনন্য

(ii) ব্যক্তিসত্ত্বা গতিশীল এটি স্থবির নয়

অগ্রগতির পরীক্ষা—2.

ব্যক্তিসত্ত্বার সংলক্ষণ তত্ত্ব এবং মনঃসমীক্ষণ বিষয়কী তত্ত্ব।

অগ্রগতির পরীক্ষা—3.

আত্মধারণা, প্রেষণা, মনোভাব ও মূল্যবোধ

অগ্রগতির পরীক্ষা—4.

(i) নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি (ii) বিষয়বাদী পদ্ধতি ও (iii) প্রতিফলন বা অভিক্ষেপণ পদ্ধতি

নোট

অগ্রগতির পরীক্ষা—5.

হ্যাঁ, শিক্ষক শিশুর প্রতি মনোযোগ দেবেন। ভালবাসা, বোঝাপড়া এবং প্রশংসা করবেন যাতে শিশুর একটা ভাল ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে।

3.10 প্রস্তাবিত সহায়ক পাঠ

- Aggarwal J.C., Child development and process of learning, ... publications. New Delhi 2003.
- Bany A. Mary and Johnson V. Lois. "Classroom Group Behaviour" ... Dynamics in Education. The Macmillan Company, New York, 1968.
- Dandapani. S., "Advanced Educational Psychology", Anmol Publications Pvt. Ltd., New Delhi, 2000.
- Hurlock E. B., Development Psychology, A Lite-Span Approach., ... Tata McGraw Hill Publishing Co. Ltd. New Delhi, 1980.
- John M. Stephens., "The Psychology of Classroom Learning, ... Rinehart and Winston. .....
- Kavyakishore P.B., Fundamentals of Education Psychology: Learning and Instruction. Anmol Publications. New Delhi ...
- John Mander M.A., Classroom Teaching. New Educationa; Publishing Company. London. 1950.
- Skinner C.E., Educational Psychology ... House, New Delhi, 1962.

3.11 একক সমাপ্তির অনুশীলন

1. ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিসত্তাকে বর্ণনা কর।

2. ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য কি?

3. ব্যক্তিত্বের পরিমাপ করার বিভিন্ন উপায়গুলি কি কি?

4. ব্যক্তিত্বের যে কোন একটি তত্ত্বের ব্যাখ্যা কর।

নোট

একক —4 : চিন্তনশক্তির দক্ষতার বিকাশ

গঠন

4.1 – ভূমিকা

4.2 – শিখন উদ্দেশ্য

4.3 – শিশুর মধ্যে চিন্তন দক্ষতার বিকাশ কেন?

4.3.1 – চিন্তন দক্ষতা কি কি?

4.3.2 – শিশুর মধ্যে চিন্তন দক্ষতা বিকাশের প্রয়োজনীয় ও গুরুত্ব

4.4 – চিন্তনের সুবিধার স্তর, ধরণ এবং উদাহরণ

4.4.1 – চিন্তনের স্তর

4.4.1.1 – পিয়াজের তত্ত্ব

4.4.1.2 – ব্রুনারের তত্ত্ব

4.4.1.3 – তথ্য প্রক্রিয়াকরণের তত্ত্ব

4.4.2 – চিন্তনের ধরণ

4.4.3 – চিন্তনের হাতিয়ার

4.4.3.1 – প্রশ্ন করা

4.4.3.2 – ধারণা

4.4.3.3 – মনের ম্যাপ (MAP)

4.4.3.4 – কগ্‌নিটিভ রিসার্চ ট্রাস্ট (CORT)

4.5 – জটিল, অভিসারী (Convergent) ও অপসারী চিন্তনের বিকাশ

4.5.1 – সমালোচনামূলক চিন্তন

4.5.1.1 – সমালোচনামূলক চিন্তনের বিভিন্ন স্তরের বিকাশ

4.5.1.2 – সমালোচনামূলক চিন্তনের বৈশিষ্ট্য

4.5.2 – অভিসারী চিন্তন

4.5.2.1 – শ্রেণিকক্ষে অভিসারী চিন্তন

4.5.3 – অপসারী চিন্তন

4.5.3.1 – অপসারী চিন্তনের উদ্দীপনকারী পদ্ধতি

4.5.3.2 – সৃষ্টিশীল চিন্তনের স্তর

4.5.3.3 – সৃষ্টিশীল চিন্তনের বৈশিষ্ট্য

নোট

4.5.3.4 – সৃষ্টিশীল চিন্তনের বাধা

4.5.3.5 – সৃষ্টিশীল চিন্তন প্রতিপালনের উপায়

4.6 – শিশুকে চিন্তনের ওপর ভিত্তি করে যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ক্ষমতাধর করে তোলা

4.6.1 – সিদ্ধান্ত গঠন

4.6.2 – সিদ্ধান্ত গঠনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান

4.6.3 – সিদ্ধান্ত গঠনের দুটি স্তরের প্রক্রিয়া

4.6.4 – কেমনভাবে শিশুকে সুসিদ্ধান্ত নিতে চিন্তন সাহায্য করে

4.7 – শ্রেণিকক্ষে শিশুর প্রশ্ন গঠনের দক্ষতার সহায়তাদান

4.7.1 – প্রশ্ন তৈরির দক্ষতা কি?

4.7.2 – শিশুর মধ্যে প্রশ্ন তৈরির দক্ষতা সৃষ্টি করা

4.7.3 – শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রশ্ন করার কৌশল ব্যবহার

4.7.4 – প্রশ্ন করার সুবিধা

4.7.5 – শ্রেণিকক্ষে শিশুর প্রশ্ন করার দক্ষতা বৃদ্ধির গাইডলাইন/নির্দেশিকা

4.8 – চিন্তন দক্ষতা বিকাশে স্কুল শিক্ষকের ভূমিকা

4.8.1 – কিভাবে শিক্ষক শিশুর মধ্যে চিন্তন দক্ষতার প্রেরণা জোগাবেন

4.8.2 – শিশুর চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শ্রেণিতে ব্যবহৃত কৌশল

4.9 – সংক্ষিপ্তকরণ

4.10 – অগ্রগতি পরীক্ষার উত্তরাবলী

4.11 – প্রস্তাবিত সহায়ক পাঠ

4.12 – একক সমাপ্তির অনুশীলনী

4.1 সূচনা :

''চিন্তন হল সবচেয়ে কঠিন কাজ, সেটাই সম্ভবত এত কম লোকের এর সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণ''—হেনরি কোর্ড

গ্যাবেটের মতে চিন্তন হল একটা আচরণ যা প্রায়ই পরোক্ষ ও লুক্কায়িত অবস্থায় থাকে। এর মধ্যে কিছু সংকেত (ধারণা, প্রতিচ্ছবি/সংকেত বা ইমেজ, অনুমান) সাধারণভাবে কাজ করে।

তত্ত্বের ওপর নির্ভরকরে চিন্তনকে বুঝতে হবে। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের বাহ্যিক ঘটনা অভ্যন্তরীণভাবে উপস্থাপিত হয় এতে এমন বিষয় বা ঘটনার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যেটি প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তি দেখেন নি। অন্য একটি সংজ্ঞা হল আচরণগত দিক দিয়ে চিন্তন-সিদ্ধান্ত, আসন্ন সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে সাহায্য করে।

নোট

চিন্তন প্রক্রিয়ার নানাবিধ উপাদান হল—সংকেত, ধারণা, অঙ্গসঞ্চালনমূলক ক্রিয়া, ভাষা, প্রতিচ্ছবি/ইমেজ অভিজ্ঞতা একাত্মতা ও মানসিক কার্যকলাপ। ব্যক্তির চিন্তন নানাবিধ উপাদানের দ্বারা প্রভাবিত হয়। বুদ্ধির প্রকৃতি, মানসিক গঠন, মনোভাব ও মূল্যবোধ, আগ্রহ ও প্রয়োজন, অভ্যাস ও উপযোজন (adjustment), পরিবার ও স্কুলের পরিবেশ, বড় হওয়ার স্তর ও বিকাশ, ব্যক্তিত্বের উপাদান, মানসিক স্বাস্থ্য, উদ্দেশ্য (motive) এবং সর্বোপরি ব্যক্তির আবেগ। এই এককে আলোচিত হয়েছে চিন্তন দক্ষতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এই বিষয়গুলি। যেমন শিশুর চিন্তন দক্ষতা বাড়ানোর প্রয়োজন ও গুরুত্ব; বিভিন্ন ধরনের চিন্তন, জটিল এবং সৃষ্টিশীল চিন্তনের প্রধান তফাৎ, যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত গঠনের স্তর এবং কিভাবে শিশুর প্রশ্ন করার দক্ষতা বাড়াতে উৎসাহ দেওয়া যায়।

4.2 শিখন উদ্দেশ্য

এই একক পাঠের পর আপনি যা জানতে পারবেন তা হল

- শিশুর চিন্তন দক্ষতা বিকাশের প্রয়োজনীয়তার বর্ণনা
- অভিসারী (convergent) ও অপসারী চিন্তনের তফাৎ
- সমালোচনামূলক (critical) চিন্তনের গুরুত্ব—শিক্ষায়তনিক (academic) সাফল্যের জন্য
- যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত গঠনের বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা
- শিশুর প্রশ্ন করার দক্ষতা বাড়ানোর জন্য সহায়ক পরিবেশ দান
- শিক্ষণ-শিখন উপাদান (Teaching Learning Material TLM) তৈরি ও শ্রেণিতে শিশুর চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধিতে তার ব্যবহার করা

4.3 শিশুর মধ্যে চিন্তন দক্ষতার বিকাশের কারণ কি?

'ভাল হওয়ার জন্য ভাল চিন্তা কর'

মানবিক ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য, কাজের জগতের সব চাহিদা পূরণের জন্য বা দেশের সুনাগরিক হবার জন্য শিক্ষিত হওয়া একমাত্র বিষয় নয়, শিশুকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মোকাবিলা করার জন্য নানা ধরনের বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে হয়। বর্তমান সময়ে মানুষকে তার সারা জীবনে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। এখন কাজের বাজারে এবং সমাজে সেইসব মানুষকেই চাওয়া হয় যারা বুঝদার বিচক্ষণ এবং নতুন জ্ঞান ও প্রক্রিয়ার উদ্ভাবনে অংশ নিতে পারে। উন্নতিশীল দেশগুলিতে সেই ধরনের নাগরিকের প্রয়োজন যারা বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সমাবেশ করতে পারে তার সত্যতা যাচাই করে একটা দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে পারে। শিক্ষাবিদ্‌দের তাই একজন সত্যিকারের চ্যালেঞ্জ হল শিক্ষার প্রোগ্রামকে এমনভাবে বিকশিত করতে হবে যাতে ব্যক্তি একজন উপযুক্তভাবে চিন্তাশীল হয়ে উঠতে পারে।

নোট

4.3.1 চিন্তন দক্ষতা কি?

চিন্তন দক্ষতা হল একটা মানসিক প্রক্রিয়া। যখনই অভিজ্ঞতার অর্থ বুঝতে চাওয়া হয়, তখনই এর প্রয়োগ ঘটে। এটি কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষের সচেতনভাবে চিন্তার ক্ষমতাকে নির্দেশ করে। এই পদ্ধতিগুলি হল স্মরণ করা, প্রশ্ন করা, ধারণা করা, পরিকল্পনা করা, যুক্তি গঠন করা, কল্পনা করা, সমস্যার সমাধান করা, সিদ্ধান্ত নেওয়া, বিচার করা, চিন্তাকে কার্যে পরিণত করা ইত্যাদি। চিন্তন দক্ষতা হল চিন্তা করার ব্যবহারিক ক্ষমতা এটি এমনভাবে করা হয় যাতে তা সবচেয়ে কাজের বা দক্ষতাপূর্ণ বলে বিচার্য হয়। বুদ্ধিদীপ্ত আচরণের স্বভাবকে অভ্যাসের মাধ্যমে আয়ত্ব করতে হয়। যেমন শিশু যত বেশী অভ্যাস করবে তত সে কারণ দর্শানো বা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারবে।

বহু গবেষক চেষ্টা করেছেন মানুষের চিন্তনের মূল দক্ষতা চিহ্নিত করতে। এর মধ্যে সবথেকে বেসী বিখ্যাত হল Bloom's Taxonomy. জ্ঞান, বোধ, প্রয়োগ এটাই হল চিন্তনের নিম্নস্তরের মূল ক্রম। বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন হল চিন্তন দক্ষতার উচ্চস্তরের ক্রম।

4.3.2 শিশুর মধ্যে চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

চিন্তন দক্ষতা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে এবং বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগাতে সাহায্য করে। তাই চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধির গুণ সরাসরি সু-শিখনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এভাবেই সমাজের উন্নতির জন্য ক্ষমতাকে সর্বাধিক ব্যবহার করা যায়।

(Mike Fleetham) মাইক ফ্লিটহ্যামের মতে বিবর্ধিত পৃথিবীতে (evolving world) দ্রুত চিন্তা করার ক্ষমতাই অন্যান্য জ্ঞান বা নির্দিষ্ট দক্ষতা অর্জনের থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের প্রয়োজন সমস্যার সমাধানকারী, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এবং উদ্ভাবকের। এদের উদ্ভাবনের জন্য আমাদের শিক্ষণ ও শিখনের নতুন পথ খুঁজে বার করতে হবে। শিশুদের অতীতের জন্য নয় ভবিষ্যতের জন্য তৈরী করতে হবে। ব্যক্তি ক্রমশঃ দক্ষ হয়ে উঠছে চিন্তাবিদ্‌রা শুধুমাত্র তথ্য গ্রহীতার বদলে তথ্যের পরিচালক ও বিচারক হয়ে উঠে শেষ পর্যন্ত নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছেন।

শৈশবস্থার প্রথমদিকেই মানবমস্তিষ্কের বেশীরভাগ বিকাশ সম্পন্ন হয় 6 বছর বয়সী বেশির ভাগ শিশুরই মস্তিষ্কের আকার প্রায় 90% বড়দের মত হয়ে যায়। এর থেকে বোঝা যায় পরিণত বয়সের থেকে অল্প বয়সে যখন মস্তিষ্ক বৃদ্ধি শিশুর চিন্তন ও শিখন দক্ষতা বাড়িয়ে তোলে, এর ফলে বোঝা যায় কেমন করে মস্তিষ্ক কাজ করছে, কেমন করে মানুষ শিখছে, বা নির্দিষ্ট হস্তক্ষেপের ফলে শিশু কেমনভাবে চিন্তনশক্তি ও বুদ্ধিমত্তাকে উন্নত করছে। চিন্তন যদি শিশুকে শিখনের অর্থ বুঝতে সাহায্য করে তাহলে চিন্তন দক্ষতার বিকাশ তাকে জীবনকে জানতে বা শিখতে আরও ভালোভাবে সাহায্য করবে। চিন্তন দক্ষতার প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থী আরও সচেতনভাবে নিজেকে চিন্তাবিদ ও শিক্ষার্থী হিসাবে গড়ে তুলবে। যথাযথ চিন্তনের জন্য কৌশল অভ্যাস করবে এবং বুদ্ধিমানের মত আচরণ করার অভ্যাস গড়ে তুলবে, এটি তার সারা জীবনের শিখনের জন্য প্রয়োজনীয় হবে।

নোট

অগ্রগতির পরীক্ষা—1

1. Bloom's taxonomy অনুযায়ী চিন্তন দক্ষতার নিম্নক্রম ও উচ্চক্রম উল্লেখ করুন।

4.4 সহায়ক চিন্তনের স্তর, ধরন ও হাতিয়ার

4.4.1 চিন্তনের স্তর

গবেষণা ইঙ্গিত করছে ব্যক্তির বৃদ্ধি এবং বিকাশের সঙ্গে চিন্তার ক্ষমতা জড়িয়ে রয়েছে। শিশু কিছুটা বিমূর্ত চিন্তন দক্ষতাকে ব্যবহার করে আর পূর্ণবয়স্ক মানুষ বিমূর্ত ভাবনা ভাবতে পারে। জ্যাঁ পিয়াঁজের, ব্রুনারের তত্ত্ব তথ্যের প্রক্রিয়াকরণ স্তর অনুযায়ী সঠিক চিন্তন বিকাশকে ব্যাখ্যা করে।

4.4.1.1 পিয়াঁজের তত্ত্ব

পিয়াঁজে ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন সচিন্তন বিকাশের একটি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পেরেছেন। এটি প্রজ্ঞামূলক বিকাশের স্তরের মধ্যে দিয়ে ঘটে। পিয়াঁজের (Piaget) মতে অভিযোজন (adaptation) প্রজ্ঞামূলক বিকাশের মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে। অভিযোজন হল এমন একটি মানসিক প্রতিনিধিত্বকরণ প্রক্রিয়া যা পৃথিবীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ মিথক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে থাকে। অভিযোজন দুটি প্রক্রিয়ার সমন্বয়। আত্তীকরণ (assimilation) ও সহযোজন (accomodation) উপস্থিত ধারণা স্কিমা ও চিন্তার ধরন দিয়ে পৃথিবীকে বোঝবার জন্য আত্তীকরণ হল একটি প্রক্রিয়া যা চেষ্টা করে উপস্থিত মানসিক (ফ্রেমওয়ার্কের) ধাঁচের মধ্যে নতুন জ্ঞানকে প্রবেশ করাতে। সহযোজন হল এমন একটি প্রকবণতা যা মানসিক কাঠামোয় বর্তমান ধারণাকে প্রয়োজনমত পরিবর্তন করে যুক্ত করে। যেমন, কঠিন কোনো ধারণা বুঝতে অসুবিধে হলে উদাহরণের সাহায্যে তাকে বোঝা। পিয়াঁজে নির্দেশ করেছেন এই দুই উপাদানের মধ্যে টানাপোড়েনই অভিযোজন ও প্রজ্ঞামূলক বিকাশকে পালন করে।

প্রজ্ঞামূলক বিকাশের স্তর :

সংবেদন-চালকমূলক স্তর (sensory motor stage) :

শিশু ক্রমশ শেখে যে তাদের ক্রিয়ার সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্ক রয়েছে। তারা আবিষ্কার করে তারা বস্তুকে ব্যবহার করে তার প্রভাব উৎপাদন করতে পারে, তারা পৃথিবীকে দেহসঞ্চালন এবং ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারের মাধ্যমে চেনে। দেহসঞ্চালন পর্যায়ের শেষে শিশুর এই বোধ জাগে যে বস্তু চোখের আড়ালে থাকলেও তার অস্তিত্ব রয়েছে।

নোট

প্রাক্ সক্রিয়তার স্তর (Pre-operational stage) :

এই স্তরে শিশু বাইরের জগৎ, বস্তু ও ঘটনার একটা গঠন বুঝতে পারে। তারা ভাবনার জন্য মৌলিক সংকেত ব্যবহার শুরু করে। আগের স্তরের থেকে তাদের চিন্তন প্রক্রিয়া উন্নত হলেও তবুও তার অহম-মধ্যবাদ (ego-centrism) দ্বারা সেটি কিছুটা সীমাবদ্ধও থাকে। তাদের বুঝতে অসুবিধা হয় কারণ তারা যেভাবে পৃথিবীকে দেখে অপরের সম্পর্কেই ধারণা কিছুটা অন্যরকম। তাদের বিষয়কে ক্রমিকভাবে সাজানোর ক্ষমতা থাকে না। এমনকি তাদের সংরক্ষণের (Conservation) জ্ঞান থাকে না কোন বস্তুর বাহ্যিক পরিবর্তন হলেও বস্তু অপরিবর্তিত থাকে এই বোধই হল সংরক্ষণ।

মূর্ত সক্রিয়তার স্তর (Concrete operations state) :

সংরক্ষণে পারদর্শিতা অর্জন করলে মূর্ত সক্রিয়তার স্তরে প্রবেশ করা যায়। এই স্তরে শিশু আগের স্তরের শিশুসুলভ চিন্তার তুলনায় পূর্ণবয়স্কদের মত চিন্তা করে। তারা আপেক্ষিকতা ও ক্রমপর্যায় সম্পর্কে বুঝতে পারে। তারা পুনরাবর্তন বুঝতে পারে, বাহ্যিক পরিবর্তনকে বদলে ফেলে পুরোনো আসল অবস্থায় যে ফেরা যায় তা বুঝতে পারে। তারা বাহ্যিক পৃথিবীর বর্ণনা ও তার সম্পর্কে চিন্তনের ধারণাকে ব্যবহার করতে শুরু করে। শিশু এই স্তরে যুক্তিসংগত চিন্তনের সঙ্গে যুক্ত হতে শুরু করে।

যৌক্তিক সক্রিয়তার স্তর (Formal operations stage) :

এই স্তরে শিশু বিমূর্ত ধারণা করতে সক্ষম হয়। তারা পিয়াঁজের মতানুযায়ী Hypothetico-deductive অনুমান প্রক্রিয়া করতে পারে, অর্থাৎ বক্তব্য একত্রিত করে তারা একটা সাধারণ তত্ত্ব তৈরী করে এবং তার থেকে নির্দিষ্ট কিছু অনুমান তারা বাদ দিয়ে দেয়। তারা প্রস্তাবিত অনুমান প্রক্রিয়ার মধ্যেও নিয়োজিত হতে পারে। এটি হল সেই অনুমান প্রক্রিয়া যেখানে ব্যক্তি মৌখিক কথনের সারবত্তা ধারণা করতে পারে। এমনকি তখনও যখন এটি সত্যি ঘটনার পরিবর্তে সম্ভাবনাগুলি উল্লেখ করে।

4.4.1.2 ব্রুনারের তত্ত্ব

ব্রুনারের মতে একজনের চিন্তন প্রক্রিয়া তার পরিণত্ব, ট্রেনিং এবং অভিজ্ঞতার অনুক্রমিক স্তরের মধ্যে দিয়ে হয়। এই স্তরগুলি হল ক্রিয়ানুষ্ঠানের উপস্থাপন, দৃশ্যরূপ উপস্থাপন ও সংকেতভিত্তিক উপস্থাপন।

ক্রিয়া অনুষ্ঠানের স্তর (Enactive stage) :

শিশু বিষয় ও ঘটনাকে অঙ্গ সঞ্চালন করে বলে তার চিন্তন প্রক্রিয়া উপস্থাপিত হয় অ-বাচনিক কাজের মধ্যে দিয়ে

নোট

দৃশ্যরূপ স্তর : এখানে শিশু বস্তু বা ঘটনাকে সংবেদনী (sensory) প্রতিচ্ছবি বা মানসিক ছবি দ্বারা উপস্থাপন করে। সাংকেতিক উপস্থাপন স্তরে শিশু ঘটনা বা বস্তুকে শব্দ, সংকেত বা অন্যান্য বিমূর্ত ধারণার দ্বারা উপস্থাপন করতে পারে।

4.4.1.3 তথ্য প্রক্রিয়া তত্ত্ব

এই তত্ত্ব অনুযায়ী চিন্তন, তথ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই তথ্য ব্যক্তি জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করে চিন্তন প্রক্রিয়ার প্রকৃতি নির্ভর করে ব্যক্তি কিভাবে এটিকে ব্যবহার করবে তার ওপর। যখন সে তথ্য সংগ্রহ করে ছিল তখন থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে নিমেষে তার সমস্যা সমাধানের জন্য একটা পরিকল্পনা স্থির করে। এই স্তরগুলি হল সংবেদনমূলক প্রক্রিয়াকরণ (sensory processing) ও স্মৃতি থেকে আনুষঙ্গিক তথ্য উদ্ধার করে তার নিপুণ প্রয়োগ ঘটানো।

4.4.2 চিন্তনের বিভিন্ন টাইপ (ধরন) :

এই অংশে চিন্তনের বিভিন্ন ধরনের ওপর আলোকপাত করা হবে।

অভিসারী চিন্তন : এটির দ্বারা সমস্যার সমাধানে একটি ও একমাত্র প্রতিষ্ঠিত উত্তর তৈরী হয়। এটি সর্বোত্তম একক উত্তর বা প্রায়শই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে থাকে।

অপসারী চিন্তন : এটি বিষয়বস্তুকে নানা ছোটভাবে ভেঙে ফেলে বিষয়বস্তুর বিভিন্ন দিকের ওপর অন্তর্দৃষ্টি ফেলে।

বিমূর্ত চিন্তন : এটির বৈশিষ্ট্য হল এটি ধারণাকে ব্যবহার করে একটা সাধারণীকরণ করে বুঝতে পারে।

মূর্ত চিন্তন : এর বৈশিষ্ট্য হল এখানে যথার্থ বস্তু ও ঘটনারই প্রাধান্য থাকে। ধারণা বা সাধারণীকরণ অনুপস্থিত থাকে।

প্রতিফলিত চিন্তন : এটি সমালোচনামূলক চিন্তন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। যা কিছু ঘটছে তার বিশ্লেষণ করে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া এর বৈশিষ্ট্য। ডিউই (Dewey 1933) বলেছিলেন প্রতিফলিত চিন্তন হল জ্ঞান ও বিশ্বাসের একটি সক্রিয়, স্থায়ী এবং সাবধানী দিক। কিংবা বলা যায় এটি জ্ঞান ও ঐ জ্ঞানকে সহায়তাকারী ভিত্তির একটি অনুমিত রূপ। এই চিন্তন আবার ঐ নির্দিষ্ট জ্ঞানের সুদূরপ্রসারী ফল বা সিদ্ধান্ত রূপেও ধরা দেয়।

আরোহনমূলক চিন্তন : একে সাধারণীকরণ বলা যায়। কারণ এখানে একজন একটা বিশেষ নির্দিষ্ট ঘটনা দিয়ে শুরু করে তার থেকে সাধারণ সূত্রে বা সিদ্ধান্তের দিকে পৌঁছে যায়। এটি অনুমানভিত্তিক নিশ্চয়তাভিত্তিক নয়।

অবরোহনমূলক চিন্তন : এটি দাবী করে যুক্তিসংগত পূর্বানুমান যদি সঠিক হয় তবে সিদ্ধান্তও সঠিক হবে। যদি অবরোহী যুক্তি সঠিকভাবে সঠিক পয়েন্টে আলোচিত হয় তবে তা সঠিক ফলাফলের দিকে নিয়ে যাবে।

যুক্তিপূর্ণ চিন্তন : এই প্রক্রিয়ায় একজন যুক্তিকে পর পর সাজিয়ে সিদ্ধান্তে আসেন। সমস্যা অথবা পরিস্থিতি যা যুক্তিপূর্ণ চিন্তনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তা গঠন, তথ্যের সঙ্গে সম্পর্ক এবং অনুমান প্রক্রিয়াকে অর্থবোধক করে তোলে।

নোট

4.4.3 চিন্তনের হাতিয়ার

এটি আমাদের মনকে যথাযথভাবে এবং নিয়মানুগভাবে ব্যবহার করতে সাহায্য করে। চিন্তনের হাতিয়ার ব্যবহার করে অভিপ্রেত ধারণাকে আরও নিয়মানুগভাবে সাজানো যায় এবং তাকে সোজাভাবে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। প্রশ্নকরণ, ধারণা মানসিক গঠন (mind map) কগ্‌নিটিভ রিসার্চ ট্রাস্ট (CoRT) এগুলি হল চিন্তনকে সুগম করার কতগুলি হাতিয়ার।

4.4.3.1 প্রশ্নকরণ

যে মানুষ চিন্তা করে সে মানুষই প্রশ্ন করে—উইলিয়াম উইলেন। শিশুর মধ্যে চিন্তন দক্ষতা বাড়াবার সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হল তাকে সঠিক পথে প্রশ্ন করতে শেখানো যখন শিক্ষক এবং অভিভাবক শিশুর চিন্তন প্রক্রিয়ার উদ্দীপক প্রশ্ন করতে শেখেন, তখন সব বয়সী শিশুর কাছে শিখন আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে। প্রশ্ন করা এমন একটি ভঙ্গী যা অন্যদের তথ্য পেতে, অভীক্ষা অনুধাবন করতে, আগ্রহ বিকাশ ঘটাতে এবং ব্যক্তিক্ষমতা যাচাই করে কিছু বুঝতে সাহায্য করে। A-W-H প্রশ্ন হল একটি ক্ষমতাধর, অনুপ্রেরণাকারী ও আনুমানিক চেকলিস্ট যা সৃষ্টি করে :

তথ্য সংগ্রহ করার প্রশ্ন — সমস্যা সমাধানের প্রাথমিক স্তরে যখন আপনি তথ্য সংগ্রহ করছেন।

ধারণাকে উস্কানিমূলক প্রশ্ন (যেমন যখন ব্রেন স্টর্মিং পদ্ধতি হচ্ছে) অপশনগুলিকে পরীক্ষা করবার মত নির্ণায়ক

Bloom এর টাক্সোনমি অনুযায়ী চিন্তনের বিভিন্ন স্তরের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন দরকার। জ্ঞান, বোধ ও প্রয়োগ হল দৃঢ় চিন্তন দক্ষতা, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ (Synthesis) এবং মূল্যায়ন-এর জন্য কিছুটা বিমূর্ত ধারণার দরকার। এগুলিকে সমালোচনামূলক চিন্তন দক্ষতার মধ্যে ফেলা যায়। একজনের জ্ঞান দক্ষতা যাচাই এর জন্য কতগুলি কখন, কোথায় তালিকা, বর্ণনা, বল, ব্যাখ্যা চিহ্নিত কর এই শব্দগুলি ব্যবহার করা উচিত। এর মধ্যে দিয়ে শিশুর মনে করা এবং পরিচিতির দক্ষতা যাচাই করা যায়। বোধ দক্ষতার জন্য বর্ণনা, ব্যাখ্যা, মূল্যায়ন অনুমান, চিহ্নিত এবং তুলনা কর এই শব্দগুলি ব্যবহার করা দরকার। এগুলি শিশুকে রূপান্তর, মন্তব্যকরণ, ও জানা থেকে অজানাকে অনুমান করতে শেখাবে, প্রয়োগ দক্ষতার জন্য ব্যাখ্যা কর, প্রয়োগ, বর্ণনা, দেখাও প্রমাণ কর পরীক্ষা কর শ্রেণিকরণ ও পরীক্ষা কর এই শব্দগুলি ব্যবহার করা যায়, এগুলির দ্বারা শিশু তার জ্ঞানকে নতুন ও অজানা পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারে। বিশ্লেষণ দক্ষতার জন্য যে শব্দ/বাক্য ব্যবহার করা উচিত তা হল এদের মধ্যে তফাৎ কি? ব্যাখ্যা কর, তুলনা কর, পৃথক কর, শ্রেণিকরণ, সাজাও ইত্যাদি। এগুলি শিশুকে উৎসাহিতকালে তথ্যকে অংশে ভাগ করতে। সংশ্লেষণ দক্ষতায় ব্যবহার করা উচিৎ যুক্ত কর, পুনর্গঠন কর, পরিবর্ত, নির্মাণ, নকশা, আবিষ্কার, যদি এটা হত ইত্যাদি বাক্য বা শব্দ, এর দ্বারা শিশু ধারণার উপাদানকে বিন্যস্ত ও সমন্বিত করবে, যা তার কাছে নতুন মূল্যায়ন দক্ষতা দেখবার জন্য মূল্যায়ন, নির্ণয়, পরিমাণ বাছাই, সিদ্ধান্ত, তুলনা এবং সংক্ষিপ্ত কর ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা উচিৎ। এগুলি শিশুকে একগুচ্ছ নির্ণায়কের ওপর ভিত্তি করে মূল্যমান বিবেচনা করতে শেখায়।

নোট

4.4.3.2 ধারণা

ধারণা হল একটি সাধারণ ধারণা যা আমরা আমাদের অভিজ্ঞতাকে চিহ্নিত করতে ও গুছিয়ে উঠতে ব্যবহার করি। যদি শব্দ হয় ভাষার শব্দভাণ্ডার, তবে ধারণা হল চিন্তার শব্দভাণ্ডার। অ্যারিস্টটল একবার বলেছিলেন একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি হল 'ধারণার রাজা'।

ধারণার গঠনের মধ্যে রয়েছে—

সংকেত—শব্দ/সংকেত, যা ধারণাকে ব্যক্ত করে

দিগ্‌দর্শন (referents) — ধারণার উদাহরণ

ধর্ম (properties) — ধারণার সব উদাহরণের সাধারণ গুণাবলী

ধারণা তৈরী হয় ব্যাখ্যা ও সাধারণীকরণ এই মিথষ্ক্রিয়া প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, ব্যাখ্যা করা একটি প্রক্রিয়া যেখানে ধারণার উদাহরণগুলিকে খুঁজে বার করা হয়। অন্যদিকে সাধারণীকরণ (generalizing) হল সেই প্রক্রিয়া যেখানে অনেকগুলি বস্তুর মধ্যে কমন বা সাধারণ ধর্মের ওপর আলোকপাত করা হয়।

4.4.3.3 মনের মানচিত্র

মনের মানচিত্র হল যে পথে ধারণাগুলি একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয় তারই দৃশ্যরূপ উপস্থাপন। এটি হল শিখনের চূড়ান্ত হাতিয়ার। যেহেতু এটি শুধুমাত্র 'কী-ওয়ার্ড' (বা ধারণা) ব্যবহার করে তার ফলে সময় সংক্ষেপ করা যায়, ভালভাবে বোঝার জন্য, মনে রাখার ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য সুপার মেমরির 7টি নীতি ব্যবহার করা যায়—কল্পদর্শন (visualization) অনুষঙ্গ (Association) বস্তুকে অসাধারণ করা কল্পনা, রঙ, ছন্দ ও পবিত্রতা (Holism)

মনঃমানচিত্র নোট নেবার ক্ষেত্রে (শোনা) বক্তব্য পেশ (কথা বলা) ও লিখন ক্ষেত্রেও উপকারী। মনঃচিত্রকরণের জন্য যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়—

কেন্দ্রে বিষয়টির চিত্র রাখুন

উপ-শিরোনাম যুক্ত করুন

প্রত্যেকটা উপশিরোনামে মূল পয়েন্ট ও তার সাহায্যকারী বিস্তৃত বিষয় যোগ করুন

আপনার কল্পনা (ছবি/ইমেজ (প্রতিরূপ)কে ব্যবহার করুন একে অসাধারণ ও স্মৃতিযোগ্য করার জন্য।

4.4.3.4 কগ্‌ন্যাটিভ রিসার্চ ট্রাস্ট (CoRT)

CoRT-র চিন্তন পদ্ধতির মূল কথা হল মনোযোগকে সরাসরি চিন্তার বিভিন্ন দিকের ওপর নিক্ষেপ করা এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গী নির্দিষ্ট ধারণা ও হাতিয়ার হিসাবে দানা বাঁধলে তাকে সুচিন্তিত উপায়ে ব্যবহার করা। এটি এমনভাবে করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীদের চিন্তন তখনও বিস্তৃত করা যায়। CoRT চিন্তন হাতিয়ার হল C & S : কনসিকোয়েন্স ও সিকোয়েন্স, AGO (এইম) লক্ষ্য, (গোল) লক্ষ্য বস্তু ও (অবজেকটিভ) উদ্দেশ্য। OPV—আদার পিপ্‌লস ভিউস। APC—

অলটারনেটিভ পসিবিলিটিস্ ও চয়েসেস PMI—প্লাস মাইনাস ইন্টারেস্টিং আইডিয়াস। FIP—ফার্স্ট ইম্পর্ট্যান্টি প্রায়োরিটিস ও CAF—কনসিডার অল ফ্যাকটারস।

CAF— ব্যক্তি সব কারণগুলি তালিকাভুক্ত করে প্রতিটি কারণকে যাচাই করবেন।

FIP — ব্যক্তিকে বিভিন্ন সম্ভাবনা ও পরিবর্তনগুলি থেকে বাছাই করতে হবে।

PMI—ব্যক্তি সব সদর্থক পয়েন্ট ও নঙ্র্থক পয়েন্ট ও আকর্ষণীয় পয়েন্টগুলি তালিকাভুক্ত করবেন।

APC—ব্যক্তি নতুন পরিবর্ত ও পছন্দ তৈরী করবেন। শুধুমাত্র অবশ্যম্ভাবীতেই নিজেকে আবদ্ধ রাখবেন না।

OPV — ব্যক্তি নিজস্ব মতামতের বাইরে গিয়ে যারা ঐ অবস্থার সঙ্গে যুক্ত তাদের সকলের দৃষ্টিভঙ্গীকে গ্রাহ্য করবেন।

AGO— ব্যক্তি বাছাই করে নিয়ে তার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করবেন, যাতে একজন তার নিজস্ব লক্ষ্য ও অন্যদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারে।

C & S — ব্যক্তি তাৎক্ষণিক ছোট (যথা-১-২ বছর) মাঝারি (২-৫ বছর) এবং দীর্ঘস্থায়ী (যথা ৫ বছরের বেশী) পরিণতি বিবেচনা করবেন।

অগ্রগতির পরীক্ষা-2

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন—2

পিয়াঁজের জ্ঞানমূলক বিকাশ তত্ত্বের বিভিন্ন স্তর গণনা করুন।

CORT চিন্তন হাতিয়ারগুলি কি কি লিখুন।

4.5 সমালোচনামূলক, অভিসারী ও অপসারী চিন্তরের বিকাশ :

প্রযুক্তির বিকাশের যুগে আমরা বিভিন্ন ঘরানার তথ্যের সম্মুখীন হই, আন্তর্জাতিক এইসব চ্যালেঞ্জ ও সমস্যার মুখোমুখি হবার জন্য ব্যক্তিকে এই সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

- স্বাধীনভাবে চিন্তা করা
- সংশ্লেষ (Relate) করা
- মূল্যায়ন করা
- প্রশ্ন করা
- বিশ্লেষণ করা

নোট

- সৃষ্টিশীল উপায়ে চিন্তা করা

4.5.1 সমলোচনামূলক চিন্তন :

সমালোচনামূলক চিন্তন প্রক্রিয়া ব্যক্তিকে সংগত এবং যুক্তিপূর্ণ চিন্তার দ্বারা তথ্য সংগ্রহ করে ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়।

সব শিক্ষারই চূড়ান্ত লক্ষ্যবস্তু হল সমালোচনামূলক চিন্তন। জন ডিইই বলেছেন সমালোচনামূলক চিন্তন হল 'চিন্তাশীল চিন্তা' এটি নিয়মবাঁধা চিন্তা হয়। এই পদ্ধতি হল সেই আনুমানিক জ্ঞান বা তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা বা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য ক্রিয়াশীল, স্থায়ী ও বিবেচনাকারী পদ্ধতি। শিক্ষকরা এই ধরনের, তথ্যের সঙ্গে সমালোচনামূলক মিথক্রিয়ার জন্য মনকে শিক্ষাদানের মাধ্যমে পারদর্শী করে তুলবেন। সমালোচনামূলক চিন্তনের জন্য শিক্ষার্থীকে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, যুক্তি ও মূল্যায়ন এই দক্ষতাগুলি অর্জন করতে হবে। যে শিক্ষার্থীরা সমালোচনামূলক চিন্তন দক্ষতা অর্জন করেছে তারা ভাল নম্বর পেতে পারবে, পাঠ্যবই বা শিক্ষকের ওপর কম নির্ভরশীল হবে। জ্ঞান তৈরী করে মূল্যায়ন করতে পারবে ও সমাজের কাঠামাকে চ্যালেঞ্জ করে তাকে বদলাতে পারবে।

সমালোচনামূলক চিন্তনের জন্য প্রশ্ন করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে, এডওয়ার্ড গ্লেসারের সবে সমালোচনামূলক চিন্তনের মধ্যে অবস্থান করে কিছু ক্ষমতা। সেগুলি হল—

ও সমস্যার মুখোমুখি হবার জন্য ব্যক্তিকে এই সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

- সমস্যাকে চিনতে হবে।
- ঐ সমস্যার মুখোমুখি হবার জন্য কার্যকরা উপায় খোঁজা।
- প্রাসঙ্গিক তথ্যকে জড়ো করে শ্রেণীবদ্ধ করা।
- অনুল্লোখিত অনুবাচক ও মূল্যবোধকে চেনা।
- ভাষাকে নিঁখুত ভাবে স্বচ্ছতার সঙ্গে এবং বাছাই করে বোঝা।
- তথ্যের ব্যাখ্যা।
- সাক্ষ্যের মূল্যনির্ধারণ করে বক্তব্যকে মূল্যায়ন করা।
- বক্তব্যের মধ্যে যুক্তিসংগত সংযোগকে চেনা।
- সিদ্ধান্ত ও সাধারনীকরণের প্রমাণ পত্র তৈরী করা।
- উপনীত সিদ্ধান্ত ও সাধারণীকরণকে পরীক্ষা করা।

4.5.1.1 সমালোচনামূলক চিন্তন বিকাশের বিভিন্ন স্তর 6 টি স্তরের মধ্যে দিয়ে সমালোচনামূলক চিন্তনের বিকাশ ঘটে।

- **প্রথম স্তর :** অ-চিন্তাশীল চিন্তক (ব্যক্তি চিন্তনের উল্লেখযোগ্য সমস্যার প্রতি অ-সচেতন ছিল।
- **দ্বিতীয় স্তর :** সন্দেহকারী-চিন্তক (challerged thinket) (ব্যক্তি, চিন্তনের ক্ষেত্রে সমস্যা সম্পর্কে সজাগ থাকেন)

নোট

- **তৃতীয় স্তর :** প্রাথমিক স্তরের চিন্তক (ব্যক্তি উন্নতি করতে চেষ্টা করছে কিন্তু নিয়মিত অভ্যাস ছাড়া)
- **চতুর্থ স্তর :** অভ্যাসকারী চিন্তক (ব্যক্তি নিয়মিত অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে)
- **পঞ্চম স্তর :** উন্নক চিন্তক (ব্যক্তি অভ্যাস অনুসারে এগিয়ে থাকে)
- **ষষ্ঠ স্তর :** প্রধান চিন্তক (দক্ষতা ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন চিন্তা তার দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়)

সমালোচনামূলক চিন্তনের বিকাশ সম্ভব যদি একজন—

1. এটা মেনে নেয় যে চিন্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাই আছে এবং
2. নিয়মিত অভ্যাস করা শুরু করে।

4.5.1.2 সমালোচনামূলক চিন্তনের বৈশিষ্ট্য :

স্যার ফ্রান্সিস বার্টন দেখেছেন, যারা সমালোচনামূলক চিন্তক হয় তারা অবশ্যই

- অনুসন্ধিৎসু
- বস্তুর মধ্যে বৈষম্য বা সম্পর্ক দেখতে পায়
- প্রশ্ন করে
- প্রতিফলন ঘটায়
- অনেকগুলি মতকে বিচার করে
- তাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে সমর্থন করে সাক্ষ্য ও প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে তর্ক করে।
- তথ্যের উৎস সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাই করে তার সম্পর্কে স্বাধীন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে।
- সবরকম প্রতারণা সম্পর্কে সচেতন হতে পারে।

4.5.2 অভিসারী চিন্তন :

এই শব্দটি প্রথমু ব্যবহার করেন হয় পল গিলকোর্ড, অপসারী চিন্তনের বিপরীত কাজ হিসাবে। সাধারণভাবে এটি আদর্শায়িত প্রশ্নের সঠিক উত্তরদানের ক্ষমতাকে বোঝায়, যেখানে কোন উল্লেখযোগ্য সৃজনশীলতার প্রশ্ন থাকে না। উদাহরণস্বরূপ স্কুলে বুদ্ধিমত্তার বিচারের জন্য মাল্টিপল চয়েস (আদর্শায়িত) প্রশ্ন দেওয়া হয়ে থাকে।

অভিসারী চিন্তন সাধারণত সমস্যার একটিমাত্র সুন্দর উত্তর দিয়ে থাকে। এটি সর্বোত্তম এবং বেশীর ভাগ সময় প্রশ্নের সঠিক উত্তরই দিয়ে থাকে। অভিসারী চিন্তন জোর দেয় গতি, সঠিকত্ব এবং যুক্তির ওপর। এটি একই ধরণকে চিনতে, বারবার একই পদ্ধতি অবলম্বন করতে এবং তথ্যকে জড়ো করার ওপর আলোকপাত করে। এটা অনেক বেশী কার্যকরী হয়, সেই পরিস্থিতিকে যেখানে উত্তর তৈরী করা থাকে, যেখানে শুধুমাত্র মনে করা অথবা সিদ্ধান্তে তৈরী কৌশলের মধ্যে দিয়ে এটি কাজ করে। অভিসারী চিন্তনের সমালোচনা মূলক দিক হল এটা একটা এক নং সর্বোত্তম উত্তর বার করে, যেখানে সংশয়ের কোন স্থান থাকে না। এই ভাবনায় উত্তরগুলি হয় ঠিক নয় ভুল হবে।

নোট

অভিসারী চিন্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শেষে যে সমাধান বেরিয়ে আসে তাই হয় বেশীরভাগের সবচেয়ে বেশী সম্ভাবনাময় উত্তর অভিসারী চিন্তন জ্ঞানের সঙ্গেও যুক্ত। কারণ এটি আদর্শ পদ্ধতির দ্বারা উপস্থিত জ্ঞানকে কাজে লাগায়। সৃজনশীলতার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল হতাশ, এটি যেমন আইডিয়ার উৎস, সমস্যার সমাধানের পথ সম্পর্কে ধারণা দেয়, এবং অনন্যতা ও কার্যকারিতার নীতি সরবরাহ করে। অভিসারী চিন্তন সৃষ্টিশীল সমস্যা সমাধানের অন্যতম হাতিয়ার। যখন কোন ব্যক্তি সমালোচনামূলক চিন্তন ব্যবহার করে সমস্যার সমাধান করতে চায়, যে সচেতন ভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হওযার আদর্শ সম্ভাবনাকে ব্যবহার করে।

4.5.2.1 শ্রেণিকক্ষে অভিসারী চিন্তন

- অভিসারী চিন্তনকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা যায়। এর সবচেয়ে বেশী ব্যবহার হয় যখন পরীক্ষার মাল্টিপল চয়েস প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। এখন ছাত্র সম্ভাবনাময় সব উত্তরের সম্পর্কে চিন্তা করে, তখন তারা একটা নির্মিতির মধ্যে বিভিন্ন পরিবর্ত (alternative) গুলিকে অভিসারী চিন্তনের দ্বারাই পরিমাপ করে। এটা ব্যক্তিকে পরিমাপযোগ্য সর্বোত্তম একটি উত্তরকে খুঁজে বার করতে সাহায্য করে। অভিসারী চিন্তক সম্ভাব্য উত্তরগুলিকে মূল্যায়ন করে, একে অন্যের সঙ্গে তুলনা করে সম্ভাবনার ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ করে আনতে আনতে সর্বোত্তম একটি সমাধানকে চিহ্নিত করে।

অভিসারী চিন্তন শিশু শিক্ষার প্রাথমিক হাতিয়ার। বর্তমানে বেশীরভাগ শিক্ষাগত যোগ্যতা একজনের, কোন একটি আদর্শায়িত অভীক্ষার তার পারফরমেন্সের ওপর নির্ভর করে, এই পরীক্ষাগুলি বেশীর ভাগ সময়ে মাল্টিপল্ চয়েস এই চরিত্রের হয়। তাই অল্পবয়স থেকেই অভিসারী চিন্তনকে কাজে লাগাতে উৎসাহ দেওয়া উচিৎ। যার মাধ্যমে শিশু একটা উত্তরকে সব সম্ভাবনা থেকে বেছে নিতে পারবে। শিশুদের মধ্যে এইভাবে অভিসারী চিন্তনের বৃদ্ধির জন্য, জিগ্‌জ-পাজ্‌ল খেলা করানো বা সোজা অঙ্কের প্রশ্নোত্তর, যাতে কিনা একটাই মাত্র উত্তর আসে এগুলি করানো দরকার। এটা শিশুকে অঙ্ক বা মাল্টিপাল্ চয়েসের প্রশ্ন আছে এমন বিষয়ে অভিসারী চিন্তনের সাহায্যে সঠিক উত্তরকে বার করে নিয়ে আসতে সাহায্য করে।

4.5.3 অপসারী চিন্তন :

অভিসারী চিন্তনের লক্ষ্যে হচ্ছে অল্প সময়ের মধ্যে একটা বিষয় সম্পর্কে নানা ধরনের আইরিশ তৈরী করা। এটি বিষয়কে ছোট ছোট অংশে ভেঙে নিয়ে তার মধ্যে থেকে সূক্ষ্মদৃষ্টি অর্জন করতে শেখায়। এই চিন্তন স্বতঃস্ফূর্ত ও স্তঃ প্রবাহিত। তাই উদ্ভুত ধারনা এলোমেলো ও অসংগঠিত ধরনের হয়। অপসারী চিন্তনকে অনুসরণ করে ধারণা ও তথ্য অভিসারী চিন্তন দ্বারা সংগঠিত হয়, অর্থাৎ বিভিন্ন ধারণাকে সংগঠিত ও কাঠামোগত ভাবে জড়ো করা হয়।

4.5.3.1 অপসারী চিন্তনকে উদ্দীপনকারী পদ্ধতি

- ব্রেন স্টর্মিং (মাথা ঘামানো) এই পদ্ধতিতে ধারণাকে সৃষ্টিশীল ও অসংগতভাবে তালিকাভুক্ত

নোট

করা হয়, মাথা ঘামানোর লক্ষ্য অল্প সময়ের মধ্যে যতটা বেশী সম্ভব ধারণাকে তৈরী করতে হবে। Piggy backing হল এর প্রধান অস্ত্র। অর্থাৎ এই সময়ে একটি ধারণা অন্য একটি ধারণার উদ্দীপক হয়, সবগুলি ধারণাই গ্রহণ করা হয়। কোনোটিকে সমালোচনা বা বাদ দেওয়া হয় না। বিভিন্ন ধারণার লম্বা তালিকা হলে একজন পিছু ফিরে সেই ধারণাকে পর্যালোচনা করে তার মূল্য ও গুণমান স্থির করতে পারে।

- **জার্নাল রাখা :** একজনের স্বতঃস্ফূর্ত চিন্তা জার্নালে রেকর্ড করা হল একটা উপকারী পদ্ধতি, এখানে বিভিন্ন বিষয়ের যে সংগ্রহ থাকে, তার মধ্যে থেকেই পরে ধারণার বেছে নেবার জন্য একে উৎস গ্রন্থ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। মানুষের কোনে অসাধারণ সময় ও স্থানের বিষয়ে সূক্ষ্ম দৃষ্টি থাকতে পারে জার্নাল থেকে কেউ সেই ধারণাগুলোকে নিয়ে তাকে লেখার আগের াবস্থায় গোছাতে বা বিকশিত করতে পারে।
- **মুক্ত লেখা :** মুক্ত লেখার ক্ষেত্রে ব্যক্তি কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর দৃষ্টিপাত করে সে বিষয়ে অল্প সময়ের জন্য অনর্গল লিখতে পারে। সেই বিষয়ের ওপর পুনর্বিচার বা সংশোধনের জন্য একবারও না থেকে তার মনে যা আসে তা লিখতে পারে। এটা তাকে অল্প সময়ের মধ্যে একটা বিষয়ের ওপরে বিভিন্ন চিন্তার উদ্রেক করতে সাহায্য করে, এটাই আবার পরে সাজানো কিছু নক্শা অনুসরণ করে পুনর্গঠন বা সাজানো যেতে পারে।
- **মন অথবা বিষয়ের মানচিত্র করা :** চিন্তার আলোড়নের ফলে যে ধারণা তৈরী হল মন বা বিষয়ের মানচিত্র করণে এর একটা দৃশ্যরূপ তৈরী হয় যাতে এই সমস্ত ধারণার মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে তা দেখার, একজন কেন্দ্রীয় বিষয়/ধারণা থেকে শুরু করে মূল বিষয় থেকে বের হওয়া বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার ছবি তৈরী করেন, যেগুলি মূল বিষয়ের বিভিন্ন অংশের প্রতিভূ। এইটিই এই বিষয়ের একটা দৃশ্যগত মানচিত্র তৈরী করে যার ওপর নির্ভর করে লেখক পরবর্তীকালে বিষয়টিকে পরিবর্দ্ধন করতে পারেন।
- **চিন্তনের ছয়টি শিরস্ত্রাণ :** মানব মস্তিষ্ক অনেকগুলি স্পষ্ট পথে চিন্তা করে এগুলি আবার ভাবনা চিন্তার মধ্যে দিয়ে চ্যালেঞ্জ করা যায়। কোন একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর চিন্তনের জন্য কৌশল অবলম্বন করতে হয়। এর জন্য কাঠামোবদ্ধ ভাবে পরিকল্পনা করা দরকার। এডওয়ার্ড ডি বোনো 6টি পরিস্কার দিশা দিয়েছেন, যেখানে মস্তিষ্ককে চ্যালেঞ্জ নিতে হল এর প্রত্যেকটি দিশায় মস্তিষ্ক চিহ্নিত করে এবং সচেতন চিন্তার স্তরে ধারণাকে নিয়ে আসে, ছয়টি নির্দিষ্ট দিশাকে রঙের দ্বারা নির্ধারিত করা যায়।
- সাদা— তথ্য ও উপাত্ত (data)র প্রতি দৃষ্টি দেয়
- লাল— অনুভূতি, অনুমান ও আবেগের প্রতি দৃষ্টি দেয়
- হলুদ— আশাবাদ ও লাভের ওপর দৃষ্টি দেয়
- কাল — সাবধানতা ও সমালোচনামূলক সিদ্ধান্তের ওপর দৃষ্টি দেয়
- সবুজ — সৃজনশীল চিন্তনের দিকে দৃষ্টি দেয়
- নীল — প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ, চিন্তনের প্রতি চিন্তা (meta cognition)এর প্রতি দৃষ্টি দেয়

নোট

4.5.3.2 সৃজনশীল চিন্তনের স্তর

গ্রাহাম ওয়ালাস (Graham Wallas) দেখেছেন যদিও সৃজনশীল ব্যক্তিদের মধ্যে ব্যক্তিগত তফাৎ থাকে, তবুও তাদের মধ্যে পুনরাবর্তনমূলক কিছু ছাঁদ থাকে। সৃজনশীল চিন্তন পাঁচটি স্তরে এগোয়।

- **১ম স্তর : প্রস্তুতি**—যে মানুষ একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সৃষ্টিশীল সমাধান বার করেন তিনি সাধারণত ঐ সমস্যার বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ ডুবে থাকেন এর সম্পর্কে যুক্ত এমন জ্ঞান আহরণ করেন এবং সে বিষয়ে কাজ করেন।
- **২য় স্তর : ইনকিউবেশন সুপ্ত পর্ব** — সৃষ্টিশীল সমাধান কখনো কখনো দীর্ঘসময় পরে উঠে আসে। ইনকিউবেশন সুপ্ত অর্থ হল, যখন ব্যক্তি সক্রিয়ভাবে সমস্যার বিষয়ে কাজ করা বন্ধ করে অন্য বিষয়ে মন দেয় এই অন্তর্বর্তী বিরতির সময়।
- **৩য় স্তর : উদ্ভাবন (ইল্যুমিনেশন)**— সৃজনশীলতায় কখনো কখনো হঠাৎ অন্তর্দৃষ্টি জেগে ওঠে যেন হঠাৎ আলো জ্বলে ওঠে। এই সময়ে ব্যক্তি যে সমাধান বহু মাস বা বছর ধরে খুঁজছিলেন, যেখানে যেন তিনি হঠাৎই আলোর আভাস দেখতে পান।
- **৪র্থ স্তর : মূল্যায়ন (ইভাল্যুয়েশন)** — অন্তর্দৃষ্টি জাগরণের পরেই হয় পরিশোধন প্রতিটি ধারণাকে নিয়ে পরিক্ষণযোগ্য উপায়ে রূপান্তর করানো যায়, তার পরেই তার সত্যিকারের পরীক্ষা গ্রহণ পর্ব। যখন প্রমাণ ইঙ্গিত দেয় যে এটি কাজ করবে তখনই সৃষ্টিশীল সমাধান চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিকে এগোয়।
- **৫ম স্তর : সংস্করণ (রিভিশন)** — কখনো অন্তর্দৃষ্টি অসন্তোষজনক হলে চিন্তক সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়ার একেবারে গোড়ায় আবার ফিরে যায়। অন্তর্দৃষ্টি সাধারণত সন্তোষজনক হলেও কোথাও কোথাও তাকে কিছুটা অদলবদল করতে হয়।

4.5.3.3. সৃজনশীল চিন্তকের বৈশিষ্ট্য :

যারা সৃজনশীল উপায়ে চিন্তা করেন সেই সব ব্যক্তির কতগুলি সাধারণ ব্যক্তিসত্ত্বার রূপ আছে। নৈর্ব্যক্তিক ও বিষয়বাদী পরীক্ষার প্রমাণাদি ইঙ্গিত করে সৃজনশীল ব্যক্তিদের নিম্নলিখিত সংলক্ষণ গুলি দেখা যায়।

- তারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে কিছু মাত্রায় অসন্তুলন এবং জটিলতা পছন্দ করে।
- তারা জটিল মনোগতিবিদ্যা সম্পন্ন এবং বেশী ব্যক্তিগত সুযোগ সম্পন্ন।
- স্বীয় বিচারের ক্ষেত্রে তারা অনেকটাই স্বাধীন।
- তারা অনেকটাই আত্ম-প্রাধান্যকারী (Self assertive) ও প্রভাববিস্তারকারী হন।
- তারা আবেগের নিয়ন্ত্রক হিসাবে অবদমন এই মনোকৌশলকে অস্বীকার করেন। ব্যক্তিত্বের মাত্রার সঙ্গে সৃজনশীলতার সম্পর্ক আছে।
- যাদের এই মাত্রাটি বেশী তারা অন্যের ঠিক করে দেওয়া গতানুগতিক ধরণ পছন্দ করে না

নোট

বরং সে নিজে কিছু করতে চায় যদিও সেটা অপ্রচলিত, প্রতিবাদী বা অসমর্থিত হয়।

সৃজনশীল চিন্তকরা

- উৎসুক
- সমস্যামুখী
- চ্যালেঞ্জ ভালোবাসে
- আশাবাদী
- বিচারকে বিলম্বিত করতে পারে
- কল্পনায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ
- সুযোগকে সমস্যা বলে ভাবে
- সমস্যাকে আকর্ষণীয় ভাবে
- আবেগজনিত ক্ষেত্রে সমস্যাকে মেনে নেয়
- অনুমানকে চ্যালেঞ্জ জানায়
- সহজে হাল ছাড়ে না, ধরে রাখে এবং কঠিন পরিশ্রমী।

4.5.3.4. সৃজনশীল চিন্তার বাধা :

বিনা প্রশ্নে ঐক্যমত্যে পৌঁছনো ব্যক্তির স্বাভাবিক সৃষ্টিশীল ক্ষমতাকে দমন করে। সৃজনশীলতাকে অনুপ্রাণিত করার বদলে একজন শুধু সত্যকে অনুভব করে। প্রত্যেক ব্যক্তি সবসময় সৃষ্টিশীল চিন্তা করতে পারে তবে তাকে কাল্পনিক মানসিক বাধা ঝেড়ে ফেলতে হবে, যে বাধাগুলি সে এতদিনের চলার পথে সংগ্রহ করেছে। এ ধরণের কিছু বাধা হল পক্ষপাত (prejudies)। কার্যিক আবদ্ধতা (functional fixedness) অসহায়তা ঠিক উত্তর খুঁজে বার করার প্রবণতা যুক্তিসংগত চিন্তা, নিয়মমানা বাস্তবধর্মী হওয়া, কোন খেলা নাা শুধু কাজ এই ধারণা। অন্য কোন কাজ বা দায়িত্ব নিতে অনাগ্রহী, সিরিয়াস ব্যক্তি হওয়া, অস্পষ্টতা এড়ানো, ভুল হল খারাপ এই ধারণা থাকা ও সৃষ্টিশীল হওয়া সম্ভব এই বিশ্বাস না থাকা।

একজনের সৃষ্টিশীলতাকে দুর্বল করার পথ হল ঐ একই পথ বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জনকারীরা দেখিয়েছেন। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বভাবতই সৃষ্টিশীল কিন্তু তাদের ত্রুটি দেখার জন্য সব অপভ্রান্তি (delusion) দূর করতে হবে।

4.5.3.5. সৃজনশীল চিন্তনের প্রতিপালনের উপায় :

শিক্ষক এবং অন্যান্য ব্যক্তি যারা শিশুর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ তারা সৃজনশীল চিন্তাকে লালন করতে তাদের সাহায্য করতে পারেন, এই উপায়গুলি সৃষ্টিশীলতাকে জাগাতে পারে।

- বিস্তৃত গভীর জ্ঞানের ধারণা তৈরী
- স্বাধীনতা ধারণা আনা
- সাদৃশ্য খুঁজে পেতে উৎসাহ দেওয়া

নোট

- ঔৎসুক্য বাড়াতে উৎসাহদান
- সদর্থক অনুভূতি বাড়ানো

অগ্রগতির পরীক্ষা—3

4. এডওয়ার্ড ডি-বোনোর 6টি চিন্তন শিরস্ত্রাণের মধ্যে নীল রং কি নির্দেশ করে?

---

5. সৃজনশীল চিন্তনের স্তরগুলি উল্লেখ করো।

4.6 চিন্তনের ওপর নির্ভর করে শিশুকে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে ক্ষমতাশালী করা :

পৃথিবীর প্রত্যেক প্রাণী সিদ্ধান্ত নেয়, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কি পরব, কি কিনব, কি খাব, কি বলব, কি নেব বা নেব না-কি ব্যবহার করব কি দেখব—এর প্রত্যেকটি উত্তর সিদ্ধান্তের ফসল। সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা তার গুণবত্তা স্থির করে। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সঠিক সিদ্ধান্ত জীবনকে মসৃণ ও সার্থক করে তোলে।

4.6.1 সিদ্ধান্ত তৈরী করা :

নানা কাজ বা বিকল্পের মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়াই হল সিদ্ধান্ত নেওয়া। অন্যভাবে বলতে গেলে এটা হল এক ধরণের সমস্যার সমাধান, যেখানে বিভিন্ন বিকল্পের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হয়। একজন নিখুঁত যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এইগুলি বিবেচনা করবেন।

- প্রতি বিকল্প থেকে উৎপন্ন ফলের মূল্য বা প্রয়োজনীয়তা
- ফলের থেকে বাস্তবিকভাবে উৎপন্ন সম্ভাবনা

সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিৎ কাব্য প্রয়োজনীয়তার ওপর, ফলের মূল্য এবং সম্ভাব্য প্রতিটি ফলাফলের সম্ভাবনার ওপর ভিত্তি করে।

4.6.2 সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান :

সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রধান প্রভাববিস্তারকারী উপাদান হল অনুসন্ধানী, কাঠামোবদ্ধতা, প্রতিশ্রুতিকে ধাপে ধাপে বৃদ্ধি করা।

Heuristas বা অনুসন্ধানী :

এটি বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা মানসিক নিয়ম যা আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে এবং দ্রুত ও সঠিকভাবে বিচার করতে সাহায্য করে। অনুসন্ধানী পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে

নোট

আহরিত হয় এবং দ্রুত ঠিকভাবে ও যুক্তিসংগতভাবে পছন্দ করার সাধারণ নীতি নির্দেশিকা হিসাবে বিবেচিত হয়। এটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত অনুসন্ধান হল লভ্যতার অনুসন্ধান (availabilities heuristic) স্থিরীকরণ ও সমন্বয়করণ অনুসন্ধান (anchoring and adjustment heuristic)।

কাঠামোবদ্ধতা (Framing) এটিও ব্যক্তিকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। কাঠামোবদ্ধতা হল তথ্যের উপস্থাপনা যা কিনা লাভ ক্ষতির নিরিখে সম্ভাব্য ফলাফল যাচাই করে। যদি তথ্য-এর ক্ষতির দিকে জোর দেয় তবে ব্যক্তি একে সম্ভাবনা হিসাবে ভাবে না। মানুষের সদর্থক তথ্যকে আঁকড়ে ধরার একটা সাধারণ প্রবণতা আছে। তাই কাঠামোবদ্ধতার সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব আছে।

প্রতিশ্রুতির ধাপে ধাপে বৃদ্ধি (Escatation of commitment) :

এটি হল এমন এক প্রবণতা যা ক্রমাগত বেড়ে, ভুল সিদ্ধান্ত নিতে উৎসাহ দেয়। যদিও তার সঙ্গে ক্ষতির সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়।

4.6.3 সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার ছয়টি ধাপ :

এই ছয়টি ধাপ হল যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া। এটি এই বিষয়ে চিন্তন, তুলনা ও বিভিন্ন বিকল্পের মূল্যায়নের ওপর নির্ভরশীল।

- পরিস্থিতি ও কাম্য ফলকে ব্যাখ্যা করা।
- বিকল্পগুলির অনুসন্ধান ও চিহ্নিতকরণ।
- প্রতিটি বিকল্প ও তার ফলাফলের তুলনা ও বৈপরীত্য দেখা।
- সিদ্ধান্ত নেওয়া বা বিকল্প পছন্দ করা।
- কার্যকরী পরিকল্পনার নক্শা করা ও প্রয়োগ করা।
- ফলাফলের মূল্যায়ন।

স্কুলে ছাত্রদের এভাবেই কি করে সিদ্ধান্ত নিতে হয় তা শেখানো হয়। এই ছয়টি সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়া অন্যান্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ মডেলের নীতির তুলনায় অনেক সহজ। এই মডেলটা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়, যেখানে কর্মচারীরা তাদের পদ ও দায়িত্ব অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে।

4.6.4 কিভাবে চিন্তন শিশুকে ভাল সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে :

সিদ্ধান্ত গ্রহণ সব সময়ে সঠিক এবং নিখুঁত হবে এই সম্ভাবনা একটা মরীচিকা মাত্র। তবে এই নির্দেশিকা বেশী সংখ্যায় ভাল সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

- প্রাপ্ত তথ্য বা যে তথ্য সহজেই মনে আসে তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত সব সময়ে সঠিক হয় না। তাই অল্পভাবে স্মৃতির ওপর বিশ্বাস করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিৎ নয়। একজনকে সম্ভাব্যতা এবং প্রাপ্ততার বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে। সমালোচনামূলক ও সৃজনশীল চিন্তন মোটামুটি

নোট

সঠিক তথ্য দিকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

● পরিস্থিতিকে কখনো আক্ষরিক অর্থে বিকার করা উচিৎ নয়। সবসময় বিভিন্ন সম্ভাবনাকে প্রশ্ন করে সন্দেহ দূর করা উচিৎ সমালোচনামূলক চিন্তনের ফলে আপনার নেওয়া সিদ্ধান্ত আপনার সপক্ষে কাজ করবে।

● নমনীয়তা মূলমন্ত্র হওয়া উচিৎ। সেহেতু সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনেক প্রচেষ্টার ওপর নির্ভর করে সেজন্য সে তার সিদ্ধান্তের প্রতি অনড় থাকবে এ সম্ভাবনাও থেকে যায়। যদি আপনার সিদ্ধান্ত আরও ভাল ফলাফলের জন্য পরিবর্তন করতে হয় তবে তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সমালোচনামূলক চিন্তন ব্যক্তিকে সাহায্য করতে গোড়ায় নেওয়া সিদ্ধান্তে বাঁধা না পড়েছে এবং তারজন্য উদ্ভুত ভয়ংকর পরিণতিকে এড়াতে।

● সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময় সর্বদা প্রাপ্ত সবরকম সম্ভাবনাকে বিচার করতে হবে। কেউ যেন এই অনুমান না করে যে তার জানা সম্ভাবনাগুলিই একমাত্র সম্ভাবনা। সমালোচনামূলক চিন্তন এবং সৃজনশীল চিন্তন এই পরিস্থিতিতে খুবই কাজের হয়।

অগ্রগতির পরীক্ষা—4

6. যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত গঠন প্রক্রিয়ার ধাপগুলি বর্ণনা করুন :

4.7 শ্রেণিকক্ষে শিশুর প্রশ্ন করার দক্ষতার সহায়তা দান

আমরা সবাই আমাদের চাহিদা মেটাতে প্রশ্ন করি। মানুষের মধ্যে সংযোগ ব্যবস্থার অন্যতম অংশ হল প্রশ্ন করা। এটি আমাদের মত যূথচর প্রাণীদের যেখানে বেঁচে থাকবার জন্য তথ্য বিনিময়ের প্রয়োজন হয় সেখানে খুবই উপযোগী।

'শিশুকে উত্তর শেখানোর বদলে আমরা ওদের কিভাবে প্রশ্ন করতে হয় তা দেখাব তবে তারা নিজেরাই উত্তর খুঁজে বার করবে।

4.7.1 প্রশ্ন করার দক্ষতা কি?

এটি হল পরিস্থিতি, বিষয়, ধারণা, আইডিয়া বা ভাব এই বিষয়গুলির ওপর ব্যক্তির তৈরী করা বা উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা। প্রশ্ন নিজের থেকে অন্য ব্যক্তির থেকেও উদ্ভুত হতে পারে। প্রশ্ন দু-ধরণের হয় নিম্ন স্তরের প্রশ্ন এবং উচ্চ স্তরের প্রশ্ন। নিম্নস্তরের প্রশ্নে একজনের তার স্মৃতিতে থাকা তথ্যকে মনে করার দরকার হয়। তারা বিষয়ের ওপরে ব্যক্তিগত স্তরের জ্ঞানকে পরিচালনা করে। উচ্চস্তরের প্রশ্নে শুধুমাত্র মনে করার বদলে তথ্যকে প্রক্রিয়াকরণ করার দরকার হয়। এটি একজনের বোঝা, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ সংশ্লেষণ এবং তথ্যের মূল্যায়ন এই ক্ষমতাগুলিকে পরিচালনা

নোট

করে। উচ্চস্তরের প্রশ্ন দুই ধরণের : বর্ণনামূলক ও তুলনামূলক। বর্ণনামূলক প্রশ্নে বস্তুকে পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনা করতে হয়। এটি ব্যক্তি চিত্রের সাহায্যে, প্রদর্শনের মাধ্যমে ম্যাপ গ্রাফ অথবা সারণী ব্যবহার দ্বারা করে থাকে। তুলনামূলক প্রশ্নে ব্যক্তি দুটি অথবা একাধিক বস্তু বা ধারণার পরীক্ষা করে সাদৃশ্য অথবা বৈসাদৃশ্যের বক্তব্য ব্যাখ্যাকরণ করে থাকে।

এগুলি হল অভিসারী প্রশ্ন বা বহুমুখী প্রশ্ন। প্রথমটিতে একটিমাত্র সঠিক উত্তর আসে কিন্তু বহুমুখী প্রশ্নে একাধিক সঠিক উত্তর আসতে পারে।

4.7.2 শিশুর মধ্যে প্রশ্ন করার দক্ষতার বিকাশ

প্রশ্ন হচ্ছে বলা ও শোনার একটা প্রয়োজনীয় অংশ। এটি তাই একেবারে প্রাথমিক বয়স থেকেই শুরু করা উচিৎ। প্রাক্ স্কুল বা স্কুলে এই দক্ষতা ক্রমাগত বিকশিত হতে থাকে খুব ছোট শিশু 'এটা কি' এই প্রশ্নের মৌলিক উত্তর দিতে পারে। যখন কেউ তার সঙ্গে খেলা করবার সময় বল অথবা রংকে দেখিয়ে এই প্রশ্ন করে তারা সেটি ছুঁয়ে বা দেখিয়ে দিতে পারে। যখন জিজ্ঞাসা করা হয় বালি কোথায়? তখন একটা সমন্বয়ের দরকার হয় কাজটা শোনা এবং বালি এই শব্দের মধ্যে এবং এই বোধেরও দরকার হয় একটা প্রশ্ন করা হয়েছে এবং তার উত্তর দরকার। শিশুর সংযোগ স্থাপনের দক্ষতার গুণমান অবশ্যই তার পূর্বের সংযোগ এবং যে পরিবেশে সে বড় হয়েছে তার গুণমানের ওপর নির্ভর করে। শিশুর সমালোচনা মূলক চিন্তনের বিকাশের জন্য তাই প্রশ্নের প্রবণতা থাকা এবং সন্দেহ করা প্রাথমিক বিষয় হিসাবে থাকা উচিৎ।

4.7.3 শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রশ্ন কৌশলের ব্যবহার

প্রশ্ন কৌশলের ব্যবহার প্রশিক্ষককে যথাযথভাবে শ্রেণীতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ, বাড়ীর কাজের নকশা তৈরী করা এবং পরীক্ষায় লেখার পরিকল্পনা করতে সাহায্য করে। এটা তাদের বিষয়গত লক্ষ্যবস্তুর সঙ্গে বাস্তব উপাদানের মিল ঘটাতে সাহায্য করে। প্রশ্ন কৌশলের অন্য কাজ হল প্রেষণা, আগ্রহ জাগানো, পূর্বের ভুল ধারণাকে প্রকাশ করা, মূল্যায়ন করা চিন্তনকে গাইড করা, নিয়মানুবর্তী হওয়া, ঠিকমত গোছানো নিয়ন্ত্রণ, নিষ্ক্রিয় শিক্ষার্থীকে যুক্ত করা, সবলতা ও দূর্বলতা নির্ণয় করা। ছাত্ররা কিভাবে ধারণা গঠন করবে তা বোঝা প্রতিফলনের অভ্যাস গড়তে ছাত্রদের সাহায্য করা ছাত্রদের আগ্রহ সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা। ছাত্রদের জানবার আগ্রহকে বাড়ানো তাদের কোন অর্থ গঠন করতে সাহায্য করা ছাত্রদের বাস্তবে সম্পন্ন চাহিদা তৈরী করতে সাহায্য করা তথ্য সংক্ষিপ্তকরণ করা ধারণাকে সংযুক্ত করা, ছাত্রদের ফিডব্যাক দেওয়া এবং শোনার জন্য সংকেত দেওয়া।

ছাত্রদের জন্য প্রশ্ন করার কৌশল তাদের পরীক্ষার প্রশ্ন সম্পর্কে শ্রেণীকরণ ও অনুমান করতে সাহায্য করে, তাদের আরও সকলভাবে তৈরী হতে সাহায্য করে। এগুলি দলগত পঠনের সময় অপরের বিষয়গত জ্ঞানের পরিধি জানতে এবং নির্দিষ্ট টপিকের ওপর আলোচনা করতে সাহায্য করে। এগুলি ছাত্রদের বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছতা আনতে পুনর্গঠন করতে, এবং নতুন তথ্যকে

নোট

সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। প্রশ্ন করার অভ্যাস আত্মবিশ্লেষণ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও খুব কার্যকরী।

4.7.4 প্রশ্ন করার সুবিধা

প্রশ্ন এবং প্রশ্ন করার কৌশল শিক্ষার্থীকে সাফল্য পেতে দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে এবং তার চিন্তন দক্ষতাকে প্রভাবিত করে। প্রশ্নের উচ্চতা একই উচ্চতার উত্তরের দিকে নিয়ে যায়। সাফল্য আদ্দরও উন্নত হতে পারে যদি অপেক্ষার সময়, পুনর্দিক নির্দেশনা এবং অনুসন্ধান কৌশল সহকারে উচ্চমানের প্রশ্ন করা যায়। প্রশ্ন করার কৌশলের একটি বড় সুবিধা হল এগুলি নমনীয় এবং ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। তারা বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন বিষয়ের তথ্যের ও বিভিন্ন মানের দক্ষতার চাহিদার প্রেক্ষিতে যেন মাপে মাপে তৈরী। প্রশিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়েই সমভাবে প্রশ্ন করার কৌশল ব্যবহার করবে। শিক্ষার্থীরা হয় এই কৌশলকে সহায়তাকারীর সাহায্যে অথবা নিজে নিজেই বিকশিত করবে।

4.7.5 শ্রেণিকক্ষে শিশুর প্রশ্ন করার দক্ষতা বৃদ্ধির গাইডলাইন

- বিশ্বাসের পরিবেশ তৈরী ও প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে উৎসাহ দান।
- অপসারী (divergent) প্রশ্নের জন্য উৎসাহ দান।
- হ্যাঁ অথবা না এই উত্তর আসে এমন প্রশ্নের সংখ্যা কমানো।
- প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যে অপেক্ষার সময় (wait-line) অন্ততঃ পাঁচ সেকেন্ড পর্যন্ত বাড়ানো
- যথেষ্ট পরিমানে বিরতির সময় দান
- নৈশব্দ সময় (silent line) এর বিকাশ
- বিকাশ স্তরের উপযুক্ত প্রশ্নকে বাহবা দেওয়া
- ভাল প্রশ্ন করার কৌশলের মডেল
- পাঠ্যবিষয়ে, কুইজ অথবা নির্দিষ্ট কাজের জন্য ছাত্রদের নিজস্ব প্রশ্ন নিয়ে আসতে বলা
- উৎসাহদানের ভঙ্গীতে সাড়া দেওয়া
- আলোচনার জন্য আকর্ষণীয় বিষয় বাছা

4.8 চিন্তন দক্ষতা বাড়ানোর জন্য স্কুল ও শিক্ষকের ভূমিকা

শিক্ষা হল মানুষের বিকাশের এক প্রক্রিয়া। বুদ্ধিমত্তা বা মানসিক বিকাশ সম্ভব চিন্তন শক্তির উন্নতির দ্বারা চিন্তন প্রক্রিয়ার উন্নতির জন্য শিক্ষককে তার ছাত্রদের ও উপকরণকে বোঝবার চেষ্টা করতে হবে। চিন্তনের বিকাশের জন্য শিক্ষণ ও নির্দেশগুলিকে আরও পরিকল্পিত ও গোছানো হতে হবে। নিম্নলিখিত উপকরণকে চিন্তন শক্তির জন্য ব্যবহার করতে হবে

- শিক্ষণ ও নির্দেশনার উদ্দেশ্য
- পাঠ্যক্রমের বিকাশ

নোট

- পাঠ্যবই তৈরী ও নির্দেশনার উপকরণ তৈরী
- শিক্ষণের পদ্ধতি ও কৌশল
- শিক্ষণের মডেল
- লক্ষণ ও মূল্যায়ন
- রেমেডিয়াল টিচিং ও নির্দেশদান

4.8.1 কিভাবে শিক্ষকরা শিশুর মধ্যে চিন্তন দক্ষতার প্রেষণা জাগাবেন

- এমন শিক্ষণ কৌশল নিতে হবে যাতে চিন্তন দক্ষতার বিকাশ এবং বিষয়বস্তু ওপর প্রভুত্ব দুইই দেখে।
- যখন শিক্ষার্থী যেকোন রকম কাজে সাফল্য লাভ করে, তাদের মনোযোগের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে চিন্তন শক্তির মান বুঝতে হবে যাতে সেটি তাদের সাফল্য অর্জনে সাহায্য করতে পারে।
- ছাত্রদের উৎসাহ দিতে হবে যাতে তাদের মধ্যে প্রতিফলিত হয় যে, তারা যা করছে তা খুবই কার্যকর এবং এই প্রক্রিয়ার নামকরণ করুন।
- আদর্শ কৌশলের মত জোরে চিন্তা করতে বলুন বা ছাত্রদের এই জিজ্ঞাসা করুন যে কেন তারা কিছু করেছে? কখন তুমি তোমার জন্য একটা সঠিক চিন্তন দক্ষতার ব্যবহার করবে?
- ছাত্রদের উৎসাহিত করুন যখন তারা চিন্তা করবে তখন যেন তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলে। প্রাথমিক স্তরে তাদের জোরে কথা বলার দরকার হতে পারে কমে আসে তারা নিঃশব্দে তাদের মধ্যে তারা কি করছে সে বিষয়ে কথা বলতে পারবে।
- প্রাথমিক দক্ষতা অর্জনে ছাত্রদের সাহায্য করতে হবে যাতে তারা অবসর সময়কেও কিভাবে তারা চিন্তন করবে সে কাজে লাগাতে পারে। তাদের হাতে যে কাজ আছে তোর করার সাধারণ দক্ষতায় তারা যেন বিহ্বল হয়ে না পড়ে।
- বহুবিধ চিন্তন দক্ষতার সাপেক্ষ (conditional) চরিত্রকে চিনতে হবে। ছাত্রকে সাহায্য করান অনুধাবন করতে যে এই দক্ষতাগুলি ব্যবহারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হল কখন তাকে ব্যবহার করতে হবে তা জানা, শুধুমাত্র কিভাবে তা নয়।
- তাদের উৎসাহ দিন ঐ পাঠ্য বিষয়ের মধ্যের বা বাইরের যোগসাজসের ওপর জোর দিতে বা তা হস্তান্তর করতে। বিভিন্ন অবস্থায় পাওয়া টুকরো টুকরো জ্ঞানের ঐক্য বুঝতে উৎসাহ দিন
- শিক্ষার্থীদের দীশক্তির সঠিক মূল্যায়নের মাত্রার বিষয় তাকে ফিডব্যাক দেয়। শুধুমাত্র তার সঠিকভাবে পাঠ বুঝবার মাত্রার ওপর নয়।
- গুরুত্ব দিন শুধুমাত্র কৌশলের জ্ঞানের ওপর নয়, এর সঙ্গে কেস এই কৌশল গুরুত্বপূর্ণ এবং কিভাবে তাদের ব্যবহার করা হবে এই বিষয়ের ওপর।
- সচেতন থাকতে হবে যাতে ছাত্ররা মূল সেটিং অবস্থা থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে 'চিন্তন কৌশলের সঞ্চালন না ঘটায়। (যদি না অবশ্য তাদের একাজের জন্য গাইড করা হয়।

- মনে কর যখন ..... এস নিয়মগুলি দেখি। এটি এই ধরণের দক্ষতাকে আয়ত্তযোগ্য করার জন্য সহায়ক হল পূর্বস্তান থেকে সাধারণীকরণ করতে পারা।
- শিক্ষার্থীকে পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ এবং যে গভীরতায় গিয়ে তথ্যের প্রক্রিয়াকরণ হয়, সেখানে সাহায্য দেওয়া দরকার এই প্রম্পট্‌গুলি একেবারে সোজ মনে রাখাবার মত থেকে বিস্তৃত পরিসরে নির্দেশনা প্রোগ্রাম হওয়া উচিৎ।
- বাহ্যিক প্রদানের (prompting) ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা বর্জন করা উচিৎ। যদিও চিন্তন দক্ষতা বিকাশের প্রাথমিক স্তরে প্রম্পটিং জরুরী। এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হল আত্ম-নিয়ন্ত্রণ
- চিন্তন দক্ষতার ওপর মনোযোগের বিষয়ে সচেতন থাকা উচিৎ এটি যেন শিখনকে খর্ব না করে।
- ছাত্রদের উৎসাহ দেওয়া উচিৎ উচ্চস্তরের সক্রিয়তার জন্য যাতে তারা চিন্তন দক্ষতার প্রতিরূপ একে অপরকে দেখাতে পারে এবং বিভিন্ন চিন্তন কৌশলের তুলনামূলক কার্যকারিতার মূল্যায়ন করতে পারে।

4.8.2 শিশুর চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শ্রেণিতে ব্যবহৃত কৌশল :

শিশুর চিন্তন দক্ষতা বাড়ানোর জন্য শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত কৌশল প্রমাণাদি দেখায় মস্তিকের ব্যায়াম, চিন্তন শক্তির বিকাশের প্রয়োজনীয় ভিত্তি। এই ধরনের কাজগুলি স্কুলে ঢোকার সময়, একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকেই শিশুর শুরু করা উচিৎ। এই ধরনের ক্রিয়া শিক্ষার্থীকে বহুমুখী পথে চিন্তনে উৎসাহ দেয়।

ছাত্রদের বাচনিক হাতিয়ার অভ্যন্তরগত মানসিক প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণের জন্য তাদের চিন্তন শক্তির বিকাশের জন্য তাদের হাতে তুলে দেওয়া উচিৎ। প্রাথমিক স্কুলের দিনগুলিতেই শিক্ষকের উচিৎ ছাত্রদের বাচনিক ক্রিয়াভিত্তিক কাজের উৎসাহ দেওয়া। এটাই তাদের চিন্তন দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করে।

ছাত্ররা যখন নিজস্ব মতামত প্রকাশে বেশ আত্মবিশ্বাসী হয় শিক্ষকরা তখন তান্দের চিন্তন দক্ষতা বাড়াতে প্রশ্ন করার কৌশলের ব্যবহার করবেন।

চিন্তন শিরস্ত্রাণ (hat) শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারের একটা উপযোগী ধারণা এটি একটা বিষয়ের ওপর নানা ধরণের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে।

বিভিন্ন বিষয়ে শিশুর চিন্তনকে প্রেষণা যোগাতে বহু সংখ্যক শিক্ষণ কৌশলকে চিহ্নিত করা হয়েছে। যথা বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীর মূল ধারণা কতটা হয়েছে তা বোঝার জন্য অড্ ওয়ান আউট এই শিক্ষণ কৌশল ব্যবহার করা এই কৌশলের দ্বারা তার অধীত বিষয়ে জ্ঞানের মধ্যে এবং জ্ঞান ও শব্দভাণ্ডার যা শিশু ব্যবহার করতে পারে তার মধ্যে ফাঁক টুকু ধরিয়ে দিতে পারে। এই ধরণটি চিন্তন ও যুক্তিপ্রয়োগকে প্রক্ষেপ করতে উৎসাহ দেয়। ধারণাকে মানচিত্রকরণও চিন্তনকে মূর্ত হতে ও লিখে ফেলতে সাহায্য করে। একটা কেন্দ্রীয় ধারণার ছবি তৈরী করে

নোট

একটা নতুন ভাবনা ও তার সঙ্গে সম্পর্কিত অন্য ভাবনাগুলি ভাবতে সাহায্য করে।

শিক্ষামূলক সফ্টওয়ার শিক্ষকের মত আচরণ করতে পারে, কারণ এটি প্রশ্ন করার মধ্য দিয়ে সরাসরি অনুসন্ধান, সূত্র দেওয়া এবং অনুসন্ধানের নানা পথ সম্পর্কে পরামর্শ দিতে পারে। যখন শিক্ষার্থীরা আলোচনা করে কোনা নতুন ধারণা খুঁজে পায়, প্রেষণাকে দিয়ে প্রতিফলন ঘটাতে পারে। তখন এটি 'সম্পদ' হিসাবে কাজ করে। কম্প্যুটর শিশুর চিন্তন দক্ষতা বাড়াতে পারে। যখন এটি চিন্তন ও শিখনের একটা অংশ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। শিক্ষকের কাছে শিশুর মধ্যে চিন্তন ও আলোচনার উৎসাহ বাড়ানোর জন্য কম্প্যুটার ব্যবহারের পথ খোঁজাই একটা বড় চ্যালেঞ্জ।

যখন শিশুরা প্রয়োগক্ষম চিন্তন করতে অভ্যস্ত হয় তখন তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস দেখা যায়, এর ফলে শিখনও সমৃদ্ধ হয় এবং শিশুরাও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জন্য সক্ষম হয়।

4.9 সংক্ষিপ্তকরণ

সমগ্র বিজ্ঞান হল আর কিছু নয়, প্রাত্যহিক চিন্তনের পরিশোধিত রূপ—এলবার্ট আইনষ্টাইন চিন্তন ক্ষমতা বাড়ানোর অনেক ধরণের উপকারিতা রয়েছে। এটি বিকাশের সঙ্গে ব্যক্তি উন্নতি করতে পারে সাফল্য অর্জন করতে পারে। সামাজিক জীবনে উন্নতি করতে পারে আবেগজনিত সামাজিক ও আর্থিক পরিপক্কতা অর্জন করতে পরে। চিন্তন ক্ষমতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি তার আক্রমণধর্মীতা, বদরাগী মনোভাব, ও অন্যান্য নঙর্থক প্রবণতাকে সৃজনশীল দিকে এবং সদর্থক দিকে পরিচালিত করতে পারে। ড. এডওয়ার্ড ডি কেনো দেখেছেন যখন স্কুল ছাত্রদের যথোপযুক্ত ভাবে চিন্তা করতে শেখানো হয় তখন তারা উল্লেখযোগ্য ভাবে বদরাগী মেজাজ বা আক্রমণাত্মক মেজাজকে বদলাতে পারে। ক্লিনিকাল মনোবিদ্রা দেখেছেন বাতিকগ্রস্ত (নিউরোটিক) ব্যক্তিদের যথোপযুক্ত ভাবে চিন্তা করতে শেখালে, তাদের ঐ বাতিকগ্রস্ততার অনেকখানি কমে যায়। গবেষকরা প্রমাণ করেছেন চিন্তন দক্ষতা অনুশীলন ও অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে বাড়ানো যায়। সেইজন্য বড়দের এবং শিক্ষকদের উচিৎ শিশুর মধ্যে চিন্তন দক্ষতা বাড়াবার জন্য সব রকম সম্ভাব্য উপায় অবলম্বন করা, যাতে ভবিষ্যত পৃথিবী মহান চিন্তাবিদদের দেখতে পায়।

4.10 অগ্রগতি পরীক্ষার উত্তরাবলী

1. জ্ঞান, বোধ, প্রয়োগ এগুলি হল নিম্ন পর্যায়ের চিন্তা দক্ষতা অন্যদিকে বিশ্লেষণ সংশ্লেষণ, মূল্যায়ন উচ্চ পর্যায়ের চিন্তন দক্ষতা।
2. অঙ্গ সঞ্চালনামূলক ক্রিয়া পর্যায়, প্রাক সক্রিয়তা (operational) পর্যায়, দৃঢ় সক্রিয়তা পর্যায় এবং আনুষ্ঠানিক সক্রিয়কতা পর্যায়।
3. CORT চিন্তন হাতিয়ারগুলি হল C & S. : Consequence and Beqnet. AGO Aims Goals Objecting (Purpose) OPV : outer views. A PC Alternatives, possibilities

নোট

choices. PMI : Plus Minus Interesting (icleas). FIP. First Important Priortities এবং CAF - Consider All Factors.

4. নীল রঙের টুপি নির্দেশ করে প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ, ও চিন্তনের বিষয়ে চিন্তন (সেটা কগনিশন)
5. প্রস্তুতি পর্যায়, সুপ্ত পর্ব, উদ্ভাবন পর্ব, মূল্যায়ন ও সংস্করণ পর্ব।
6. কোনো পরিস্থিতি বর্ণনা এবং তার প্রার্থিত ফলাফল, গবেষণা করা এবং সম্ভাবনাকে চিহ্নিত করা, তুলনা এবং বিভিন্ন বিকল্পের বৈপরীত্য ও তার ফলাফল বিচার, বিকল্প থেকে বাছা, নক্শা করা ও কার্যকরী পরিকল্পনাকে প্রয়োগ ও সর্বশেষে ফলাফলের মূল্যায়ন করা।

4.11 একক সমাপ্তির অনুশীলনের উত্তর

1. ব্রেন স্টর্মিং পদ্ধতি দ্বারা ইঁটের ব্যবহার খোঁজ।
2. আপনার প্রশ্নপত্রে অবশ্যই নিম্ন পর্যায়ের চিন্তন দক্ষতা মূল্যায়ণের জন্য জ্ঞান বোধ, দক্ষতা এবং উচ্চ পর্যায়ের চিন্তন দক্ষতার জন্য বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়নের প্রশ্ন থাকবে।
3. ক ও খ শ্রেণিতে কোন একটি বিষয়ে প্রাক্-নির্বাচনী করুন। এবং শিশুদের যোগ্যতার স্তর নজর করুন। ক শ্রেণিতে বিষয়গত ম্যাপিং ও মাননচিত্র পদ্ধতি নিন। খ শ্রেণিতে কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করবেন না। একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর ক ও খ শ্রেণিতে পরীক্ষা পরবর্তী মূল্যায়ন করুন এবং দেখুন দুই ক্লাসেই কোনো উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে কি না।

4.12 প্রস্তাবিত সহায়ক পাঠ

Fleetham Mike; How to create and develop a thinking classroom.

Caviglioli Oliver and Harris Ian; Reaching out to all Thinkers, Network Press.

Caviglioli Oliver, Harris Ian, and Tindall Bill; Thinking Skills and Eye Q, Network Press.

Morgan T Clifford, King A Richard, Weiz R John, and Schopler John; Introduction to Psychology 7thedn, (1993), Tata Megraw hill Edition.

Baron R A; Psychology 3redn, (1996), Prentice Hall of India Pvt Ltd

Sharma R A; Fundamentals of Educational Psychology, (2002), Surya publication Meerut

Fleetham Mike; How to create and develop a thinking classroom.

Caviglioli Oliver and Harris Ian; Reaching out to all Thinkers, Network Press.

Caviglioli Oliver, Harris Ian, and Tindall Bill; Thinking Skills and Eye Q, Network Press.

Morgan T Clofford, King A Richard, Weiz R John, and Schopler John; Introduction to psychology 7thedn, (1993), Tata McGraw hill Edition.

নোট

Baron R A; Psychology 3rdedn, (1996), Prentice Hall of India Pvt Ltd

Sharma R A; Fundamentals of Educatonal Psychology, (2002), Surya publication Meerut

Adey, P. adn Shayer, M. (2002) Learning Intelligence Buckingham: Open University Press

Bloom, B. & Krathwohl, D.R. (1956) Taxnomy of Educational Objectives, handbook 1 : Cognitive Domain New York: David Mekay

Buzan, T. (1974/1993) Use your head, London: BBC Publications, See also www.iMindMap.com

CaviglioniO. & Harrisl. (2000) Mapwise: acelerated learning through visible thinking, Network Educational Press.

Claxton G. (2002) Building Learning Power: helping young people become better learners, TLO, Bristol

Coffield, F., Moseley, D., Hall, E. & Ecelestone, K. (2004) Should we be using learning styles. What research has to say to practice, London: Learning Skills and Development Agency de Bono, E. (1999) Six Thinking Hats, London: Penguin;

DfEE (1999) The National Curriculum: Handbook for primary teachers in England, London: QCA (www.ne.uk.net)

DfES (2004) Primary National Strategy (www.standards.dfes.gov.uk)

Fisher R. Stories for Thinking (1996), Games for Thinking (1997) Poems for Thinking 91997) First Stories for Thinking (1999), First Poems for Thinking (2000) Values for Thinking (2001) Oxford: Nash Pollock;

Fisher R. (2003) Teaching Thinking: Philosophical Enquiry in the Classroom, London: Continuum

Fisher R. (2005) (2nded) Teaching Children to Think, Cheltenham: Stanley Thornes

Fisher R. (2005) (2nded) Teaching Children to Learn, Cheltenham: Stanley Thornes

Goleman D (1995) Emotional Intelligence New York: Bantam

Garden H (1993): Multiple Intelligences: The theory in pratice Basic Books New York:

Higgins, S. Baumfield, V. & Leat, D (2001) Thinking Primary Teaching Cambridge: Chris Kington.

Lipman, M. (2003) (2nd Ed.) Thinking in Education Cambridge: Cambridge University Press

McGuinness, C. (1999) From Thinking Skills to thinking classrooms: a review and evaluation of approaches for developing pupils' thinking. London: DfEE,

নোট

(Research Report RR115).

Piaget J. (1953) The Origins of Intelligence in Children London: Routledge & Kegan Paul

Smith, A. (2002) The Brain's Behind It, Stafford: Network Education Press

Wegerif, R. (2002) Literature review in thinking skills, technology and learning www.nestafuturelab.org

Fisher R. 'Thinking Skills', in Arthur, J, Grainger T & Wray D (eds) Learning to teach in primary school, Routledge Falmer

"Uncovering Students' Thinking about Thinking Using Concept Maps"-a paper prepared for the AERA Conference, March 2008.

Cultivating a Culture of Thinking in Museums Ron Ritchhart, "Cultivating a Culture of Thinking in Museums," Journal of Museum Education 32, no. 2 (Summer 2007): 137-54.

Schools Need to Pay More Attention to "Intelligence in the Wild" David N. Perkins. Harvard Education Letter (May/June 2000)

David N. Perkins and others, "Intelligence in the Wild: A Dispositional View of Intellectual Traits, "Educational Psychology Review 12, No. 3 (2000): 269-93.

Shari Tishman, "Why Teach Habits of Mind?" in Discovering and Exploring Habits of Mind, ed. Arthur L. Costa and BenaKallick (Alexandria, VA: ASCD, 2000), 41-52.

Ron Ritchhart and David N. Perkins, "Life in the Mindful Classroom: Nurturing the Disposition of Mindfulness, "Journal of Social Issues 56, no. 1 (2000), 27-47.

Shari Tishman & Patricia Palmer. "Works of art are a goodthing to think about: A study of the impact of the Artful Thinking program on students' concepts of thinking. In Evaluating the Impact of Arts and Cultural Education. Paris: Centre Pompidou, 89-101.

Shari Tishman. "The object of their attention". Education Leadership, February 2008, 65 (5) pp. 44-46

Susan Barahal. "Thinking about Thinking: Preservice teachers stregthen their thinking artfully", Phi Delta Kappan, 90(4). pp. 298-302

David N. Perkins, Smart Schools: Better Thinking and Learning for Every Child (New York: The Free Press, 1995).

David N. Perkins, The Intelligent Eye: Learning to Think by Looking at Art (Santa Monica, CA: The Getty Center for Education in the Arts, 1994).

নোট

Ron Titchhart, Intellectual Character: What it is, Why it Matters, and How to Get it (San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2002).

Shari Tishman, David N. Perkins, Eileen Jay, The Thinking Classroom: Teaching and learning in a Culture of Thinking (Needham, MA: Allyn & Bacon, 1995).

Tina Grotzer, Laura Howick, Shari Tishman and Debra Wise, Art Works for Schools: A Curriculum for Teaching Thinking in an Through the Arts. (Lincoln, MA: DeCordova Museum and Sculpture Park, 2002).

http://www.simerr.educ.utas.edu.au/numeracy/thinking_strategies/thinking_strategies.htm

http://johnkapeleris.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/Six-Thinking-Hats1.jpg

http://medical-dictionary.thefreedictionary.com

http://www.houstnisd.org/Student Support Services/Home/Safe & Drug Free School/Anti Bully/Reflective Thinking.pdf

http://www.liberty.edu/media/2030/WritingwithInductive Strategy.pdf

http://www.audiblox2000.com/logical-thinking.htm

http://www.liberty.edu/media/2030/Writing% 20with % 20 Deductive% 20 Strategy.pdf

http://www.positiveheath.com/prmit/Articles/Mind_Matters/mapp18b.jpg

http://school.familyeducaton.com/gifted-education/cognitive-psychology/38660.html

http://www.criticalthinking.org/

http://www.teachingthinking.net/thinking/web%20resources/robert_fisher_thinkingskills.htm

http://school.familyeducation.com/gifted-education/cognitive-psychology/38660.html

http://www.pbs.org/wholechild/abe/cognitive.html

http://www.teachingexpertise.com/articles/fostering-young-childrens-thinking-skills-3193

http://education.calumet.purdue.edu/vockell/edPsycok/Edpsy7/edpsy7_development.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Convergent_thinking

http://www.wisegeek.com/what-is-convergent-thinking.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_thinking

http://www.criticalthinking.org/pages/critical-thinking-in-everyday.life...

download.microsoft.com/dowload/A/6/4/.../Critical Thinking.pd

http://tweenparenting.about.com/od/educationissues/a/Convergent-Thin

http://eziнearticles.com/?How-To-Develop-Your-Critical-Thinking-Ski

www.sydney.edu.au/stuserv/documents/learning_centre/critical.pdf

নোট

http://www.decision-making-confidence.com/six-step-decision-making...
http://www.psychology4all.com/Thinking.htm
http://www.muskingum.edu/-cal/database/general/questioning.html
http://www.teachingexpertise.com/articles/higher-level-questioning-skil
http://www.best-personal-growth-resources.com/divergent-thinking.html
http://faculty.washington.edu/ezent/imdt.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Divergent_thinking
http://www.copylogger.com/mental-blocks-creative-thinking
http://www.virtualsalt.com/crebook.htm
http://www.learner.org/workshos/socialstudies/pdf/session6/6.Classroom Questioning.pdf
www.slideshare.net/zaid/thinking-tools-231143
http://www.muskingum.edu/~cal/database/general/problem.html

4.13 একক শেষের অনুশীলনী

1. আপনার শ্রেণির সৃজনশীলতার স্তর পরীক্ষার জন্য যে কোন একটি সৃজনশীল চিন্তন কৌশল ব্যবহার করুন।
2. Bloom's Taxonomy ওপর নির্ভর করে একটি বিষয়ের প্রশ্নপত্র তৈরী করুন ও শ্রেণিতে আলোচনা করুন।
3. একটা প্রাক্ পরীক্ষা শ্রেণিতে চিন্তন দক্ষতার প্রেষণা বৃদ্ধির কৌশল অবলম্বন করুন। বেশ কিছু সময় পরে পরবর্তী পরীক্ষা করুন, দেখুন তাদের চিন্তনের উন্নতির ফলে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে শিশুদের উন্নতির স্তরে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এল কি না।

   শিক্ষকের শুধুমাত্র পাঠদানই কাজ নয়, তিনি হবেন পথ প্রদর্শক, আদর্শ, একজন সঠিক মানুষ যিনি ভাল মূল্যবোধ এবং সত্যকারের চেতনা শিশুর মধ্যে জাগিয়ে তুলবেন শিক্ষক একজন শিশুর মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে ভবিষ্যতের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে পারেন। শিক্ষক যাঁরা সহানুভূতিশীল, ভালবাসতে পারেন, বুঝতে পারেন এবং প্রেষণা জাগিয়ে ছাত্রদের মধ্যে থেকে সর্বোত্তমটুকু বার করে আনতে পারেন। তাদের দ্বারাই শিশুকে ক্ষমতাধর করা সম্ভব।

একক —5 : আত্মবিকাশ

নোট

গঠন

5.0 – ভূমিকা

5.1 – শিখন উদ্দেশ্য

5.2 – শিশুর আত্মধারণার বিকাশ

5.2.1 – কিভাবে আত্মধারণা গড়ে ওঠে তার ধারণা

5.2.2 – আত্মবিকাশের প্রভাবশালী উপাদান

5.3 – শিশুর মনে মূল্যবোধের বিকাশ

5.3.1 – মূল্যবোধের বিকাশে শৃঙ্খলাবোধের ভূমিকা

5.4 – শিশুর আচরণের (attitude) বিকাশ

5.4.1 – আচরণ বা মনোভাবের অর্থ

5.4.2 – আচরণের উপাদান

5.4.3 – শিশুর আচরণের বিকাশ

5.4.4 – শিশুর সু আচরণের বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা

5.4.5 – শিক্ষকের পাঁচটি প্রভাবশালী মনোভাব

5.5 – ধারণার গুরুত্ব এবং শিশুর মধ্যে তার বিকাশ

5.5.1 – শিশুর মধ্যে ধারণার বিকাশ

5.5.2 – শিশুর বিকাশে ধারণার গুরুত্ব

5.5.3 – জ্ঞান, স্মৃতি ও ধারণা

5.5.4 – ধারণার বিকাশে খেলার গুরুত্ব

5.6 – প্রেষণা

5.6.1 – কৈশোরে প্রেষণার বৈশিষ্ট্য

5.6.2 – প্রেষণার গঠন

5.6.3 – প্রেষণার বৃদ্ধি

5.7 – সংক্ষিপ্তকরণ

5.8 – অগ্রগতির পরীক্ষার উত্তরাবলী

5.9 – প্রস্তাবিত সহায়ক পাঠ

5.10 – একক সমাপ্তির অনুশীলন

নোট

5.0 ভূমিকা

শিশু যখন জন্মায়, সে কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নিয়ে জন্মায় না, এটা সকলেই জানে, যখন সে একটু একটু করে বড় হয় সে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করে। দুই ধরনের বৃদ্ধি রয়েছে—শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বৃদ্ধি। দিন যেমন যায় তেমনি শারীরিক বৃদ্ধি হয়। সুখাদ্য পুষ্টি ইত্যাদির ওপরে নির্ভর করে তার উচ্চতা ওজন বৃদ্ধি পায়। ভালবাসা, স্নেহ, শৃঙ্খলা এগুলি তার মানসিক গঠনে সাহায্য করে। এগুলি পরবর্তীকালে আত্মধারণার বিকাশ ঘটায়। শিক্ষক হিসাবে আপনি ব্যক্তিগত তফাৎযুক্ত শিশুর মুখোমুখি হন। যাদের এই তফাৎ হয়েছে তাদের আত্মবোধের স্তর অনুযায়ী, আপনাদের এটি বুঝতে হবে এবং সেইভাবে শিশুদের আত্মবোধের বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করতে হবে। এই অংশে আমরা পড়ব সেই সব নানা উপাদানের কথা যা শিশুর আত্মবোধ বিকাশ প্রভাব বিস্তার করেছে।

5.1 শিখন উদ্দেশ্য

এই একক শেষে আপনি যা জানতে পারবেন তা হল—

- কিভাবে আত্মবোধ তৈরী হয় তা বর্ণনা করতে
- আত্মবোধ বিকাশের পরিবেশ ব্যক্ত করতে
- আত্মবোধ বিকাশে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানকে প্রকাশ করতে
- শিশুর নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিকাশকে বর্ণনা করতে
- মূল্যবোধ বিকাশে শৃঙ্খলার ভূমিকা বর্ণনা করতে
- আচরণের বিকাশের এবং শিশুর সু আচরণের বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা বর্ণনা করতে
- শিশুর ধারণার গুরুত্ব ও বিকাশকে ব্যাখ্যা করতে
- শিশুর প্রেষণা বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে যথা আভ্যন্তরীণ (intrinsic) প্রেষণা, স্থায়ীত্ব, পছন্দের চ্যালেঞ্জ ও নির্ভরশীলতা
- প্রেষণার বৃদ্ধি ও বিকাশের পদ্ধতি বর্ণনা করতে

5.2 শিশুর আত্মবোধের বিকাশ

5.2.1 ধারণা এবং কিভাবে আত্মবোধের গঠন হয় :

ধারণা আমাদের মনের আয়না। তারা শিশুকে এই পৃথিবীকে ক্রিয়ামূলক এককে বুঝতে সাহায্য করে সকল শিখনের মূল একক হল ধারণা। মানুষ তার শৈশবাবস্থা থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত নতুন ধারণা শেখে এবং প্রাত্যহিক জীবনে পুরোনো ধারণাকে নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করে। প্রত্যেকেই তার বয়স, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, ধারণা গঠনের বিভিন্ন স্তরে দাঁড়িয়ে অন্যের থেকে আলাদা হন। ধারণা তৈরীর প্রক্রিয়া উদ্ভুত হয় বৃহৎ, শব্দময়, দীপ্ত বিভ্রান্তি যার মধ্যে শিশু জন্মায়, তার থেকে। শিশু কিছু জৈবিক উত্তরাধিকার নিয়েই জন্মায় এবং তার অনুভূতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের

নোট

সাহায্যে বহির্জগত সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এটি তার জ্ঞানের দরজা খুলে দেয় কোনো কোনো শিশুর ক্ষেত্রে ধারণা পূর্ণভাবে বিকশিত হয় কারো ক্ষেত্রে আংশিকভাবে, এবং কারো কারো ক্ষেত্রে প্রায় ভুলভাবেই জন্মায়। কিছু দক্ষতার বিকাশে সংস্কৃতি প্রভাবিত করে। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র ব্যক্তিগত তফাৎ তৈরী করে, প্রাথমিক বয়স ধারণা গঠনের ক্ষেত্রে খুবই সংকটপূর্ণ সময়, কারণ এই সময় প্রেষণামূলক পরিবেশের দরকার হয়, যদি শিশুর অভিভাবক অ-শিক্ষিত হন, সেই কারণে তাদের পক্ষে শিশুর সঙ্গে শিশু যে ভাবে বুঝতে চায় সেভাবে মিথষ্ক্রিয়া করা সম্ভব হয় না। বাড়ীর পরিবেশ স্কুল এবং আশেপাশের পরিবেশ সবই শিশুর বিকাশের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু শিশু তার চারপাশের পৃথিবীকে বুঝতে শুরু করে, ক্রমে ক্রমে তারা বিভিন্ন ধারণাও তৈরী করে। যে সমস্ত বিষয়ে শিশুর ধারণা গড়ে ওঠে তা হল জন্ম, মৃত্যু, শরীরের কাজ, স্থান, ওজন, সংখ্যা, সময়, লিঙ্গভূমিকা, সামাজিক সচেতনতা, সৌন্দর্য নিজের সম্বন্ধে ইত্যাদি।

শিশু তার শৈশবে যে প্রেষণা ও সুযোগ পেয়ে থাকে তার ওপরে ধারণার বিকাশ নির্ভর করে। যে শিশু ছোটবেলায় নানা দেশে ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছে, তার মধ্যে এই বোধ থাকে যে পৃথিবীর নানা দেশে নানা প্রান্তে মানুষ বসবাস করে এবং তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রয়েছে। এই জ্ঞান ছাড়া শিশুর পক্ষে এই ধারণা করা কঠিন। এছাড়া সব শিশু সব ধারণাকে বুঝতে বা তার বিকাশ ঘটাতে পারে না। বিভিন্ন ধরনের ধারণা বোঝার স্তর বা মাত্রারও তফাৎ থাকতে পাবে। অন্য ভাষায় বলা যায়, শিশুর ধারণা গঠনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত তফাৎ থাকে, কারণ বিভিন্ন বয়সে তারা যে ধারণা তৈরী করে বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে তার মাত্রায়ও হেরফের হতে পারে। যখন তারা বড় হয়ে স্কুলে যায়, তখন তাদের ঐ তফাৎগুলি কমে আসতে থাকে, কারণ তারা তখন একই ধরনের শিখন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়।

শারীরিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিত্বের ও বিকাশ ঘটে। শিশু অবস্থায় যার ভিত প্রতিষ্ঠা হয়েছিল শিশুর বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশী সংখ্যক মানুষের সঙ্গে তাদের মিথষ্ক্রিয়ার ফলে সেটি বিস্তৃত হয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। অভিভাবক, ভাইবোন এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন দ্বারা শিশুর প্রাথমিক সামাজিক পৃথিবী গঠিত হয়। ওর সম্পর্কে তারা কি ভাবছে এবং কিভাবে তারা তার সঙ্গে ব্যবহার করছে এই সবকিছুই আত্মবোধকে আকার দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এটিই ব্যক্তিত্বের ছাঁদের প্রধান উপাদান যখন শিশু বড় হয়, প্রতিবেশী বা স্কুলে আরও বেশী সংখ্যক (peer) সমকক্ষ দলের সঙ্গে পরিচিত হয়, তা শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে। শিশুর সঙ্গে এইসব ব্যক্তিবর্গের ব্যবহার তার আত্মবোধের ওপর প্রভাব ফেলে। এটা তার বাড়ীর পরিবেশে পাওয়া ধারণার সঙ্গে একাত্ম হতে পারে বা আলাদাও হতে পারে।

সমকক্ষ দলের আচরণ এবং পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের আচরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ একবার আত্মবোধের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হলে তা সাধারণ আর পরিবর্তিত হয় না। এছাড়া সমকক্ষ দল (peer group) বা পরিবারের সদস্যরাও যখন একটি ছোট শিশুর সম্পর্কে সে সাহায্যকারী ঝামেলাজনক,

নোট

দুষ্টু, পাজী ইত্যাদি ধারণা করতে শুরু করে, তারা সেটা চালিয়েই যায় এবং ভাবনার এই শৃঙ্খল কখনোই ভাঙতে চায় না।

যেহেতু বেশীর ভাগ প্রাথমিক শিক্ষা বৃহত্তর পরিসরে বাড়ীর পরিবেশে শুরু হয়, সেইজন্য শিশুর আত্মবোধ, তার অতি শৈশবেই জাগিয়ে তুলবার জন্য দায়ী থাকে তার পরিবারের পরিবেশ। শিশুর সঙ্গে তার পরিবারের সাধারণ সম্পর্ক বিশেষতঃ তার বাবা মায়ের আচরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অভিভাবকের শিশুর প্রতি মনোভাব চামন শিশুর উপস্থিতি, ক্ষমতা তাদের সাফল্য ইত্যাদির শিশু কিভাবে নিজের সম্পর্কে অনুভব করবে তাকে প্রভাবিত করে।

শিশুর আত্মবোধের বিকাশের ক্ষেত্রে তাকে তার বাড়ীতে অভ্যাস করানোর জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাও খুব জরুরী। কঠিন অনুশাসন, শৃঙ্খলা, প্রায়শই শাস্তিদান, পরবর্তীকালে কর্তৃত্বকারী ব্যক্তিদের প্রতি বিরক্তিভাব নিয়ে আসে। শিশুর জন্য অভিভাবকদের আশাও তাদের আত্মবোধকে প্রভাবিত করে। যদি অভিভাবকদের আশা অতিরিক্ত বা অস্বাভাবিক বেশী হয়, শিশু ব্যর্থতার অন্ধকারে ডুবে যেতে থাকে। এটি তাদের মধ্যে হীনমন্যতা এবং অপূর্ণাংগতা বোধ জাগিয়ে তোলে। তারা অনুভব করতে শুরু করে তারা অপদার্থ এবং কিছুই করার যোগ্যতা তাদের নেই।

পরিবারে শিশুর ক্রমিক অবস্থান ব্যক্তিত্ব বিকাশে প্রভাব ফেলে যেমন শিশুর প্রথম সন্তান, দ্বিতীয় সন্তান বা অন্য কোন স্থানাংশের শিশু হিসাবে অবস্থান, তার আত্মবোধ বিকাশে সাহায্য করে। একটা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে তার জন্মগত অবস্থানের ভিত্তিতে আচরণ করবে এই আশা করা হয়। এটা প্রায়ই দেখা যায় বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে তাদের জন্মগত ক্রমিক অবস্থানের হিসাবে তাদের সঙ্গে অনুশীলনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে আরও একটি জিনিস প্রভাবিত করে তা হল সাফল্য বা ব্যর্থতার ক্ষেত্রে শিশুকে তার ভাইবোনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়।

শৈশবে শিশু জাতি, ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন থাকে না যত তারা বড় হয়, তাদের জীবনে এগুলি উঠে আসতে থাকে, যত তারা সমাজে মানুষের সঙ্গে মেশে, তত বিষয়টি প্রকট হতে থাকে। পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরী শিশুর প্রেক্ষাপটের (background) এর নির্ভর করে তাকে অনুকূল অথবা প্রতিকূল অভিজ্ঞতার দিকে এগিয়ে দেয়। যদি তা অনুকূল হয় তবে তা সদর্থক আত্মবোধ গড়ে তোলে, যদি সমকক্ষদল তাকে অবহেলা বা বাতিল করে তবে তার মধ্যে নঙর্থক আত্মবোধ গড়ে ওঠে। এখান থেকেই শিশুর নিজের কম্যুনিটি বা সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যেই স্বাচ্ছন্দ্য অনুভবের ক্ষেত্র তৈরী করার প্রবণতা জন্মায়। এই সময়েই বৈষম্যমূলক অনুভূতি জন্মাতে পারে। শিক্ষক হিসাবে আপনি শিশুকে সঠিক দিশায় চলবার পথ নির্দেশ করবেন। তার জন্য সংশোধনী কৌশল ব্যবহার করবেন যাতে শিশুর মধ্যে বৈষম্যভাব জেগে না ওঠে।

শৈশবাবস্থার শেষভাগে শিশু লিঙ্গ উপযোগিতা বুঝতে শেখে। যখন তারা লিঙ্গ উপযুক্ত আচরণ গড়ে তোলে, তারা অন্যের দ্বারা পছন্দসই হয় এবং তারা সে সময় উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ছেলেরা ছেলেদের মত মেয়েরা মেয়েদের মত আচরণ করে। যদি তারা সেটা না করে তবে তা অনুপযুক্ত বলে ভাবা হয়। বিশেষত মেয়েদের ক্ষেত্রে।

পরিবেশগত নিরাপত্তাহীনতা যেমনও মৃত্যু, বিচ্ছেদ, ডিভোর্স, বা অন্যান্য সামাজিক গতিশীলতা,

নোট

শিশুর আত্মবোধে অনেকটাই অস্বাচ্ছন্দ্যকর প্রভাব সৃষ্টি করে। এইসব কারণে তারা তাদের সমকক্ষ দল থেকে নিজেদের আলাদা ভাবতে শুরু করে। অভিভাবকের উঁচুর দিকে অথবা নিচুর দিকে গতি আলাদাভাবে আত্মবোধ বিকাশে প্রভাব ফেলে। সেইজন্য বিকাশ হচ্ছে এমন শিশুর জন্য নিরাপত্তা দানকারী পরিবেশ খুবই জরুরী।

প্রতিকূল বা অনুকূল আত্মবোধ শৈশবে তার জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনার ওপর নির্ভর করে। প্রতিকূল ধারণা তৈরী হয় যখন শিশুরা বোঝে অভিভাবক তার কাছে অস্বাভাবিক কিছু আশা করছেন, যখন সমকক্ষ সঙ্গীরা একসঙ্গে সামাজিক হয় (Socialire) তখনও সে নিজেকে ঘিরেই থাকে বা যখন সামাজিক আচরণ তার প্রতি প্রতিকূল হয় ইত্যাদি। এইসব কারণে শিশুর আত্মবোধ প্রতিকূল হয়। অভিভাবক মনে করেন তাদের সন্তানরা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এইসব খামতি দূর করে দেবে, কিন্তু সত্য হল এই যে শিশু যত বড় হয় আত্মবোধ ততই প্রতিকূল ভাবে বড় হতে থাকে এবং এই আত্মবোধই স্থায়ী হয়ে যায়। এই ধরনের প্রতিকূলতার যাই কারণ হোক না কেন তা খুব ছোটবেলা থেকেই গড়ে ওঠে, শৈশবের আনন্দমুখরতা অনুকূল আত্মবোধ জাগাতে সাহায্য করে। যেহেতু তারা সে সময় বেশিরভাগটাই বাড়ীতে কাটায় তার আনন্দময়তা নির্ভর করে শিশুর সঙ্গে পরিবারের সদস্যরা কেমন আচরণ করেছেন তার ওপর। আনন্দিত থাকবার জন্য 'A'র দরকার Acceptance (অন্যদের দ্বারা গৃহীত হওয়া) Affection (স্নেহ) ও Achievement (সাফল্য)। আনন্দে রাখবার জন্য শিশুর কিছু মৌলিক চাহিদার পূরণ হওয়া দরকার। যেগুলি পরবর্তীকালে অনুকূল আত্মবোধ গঠনে সাহায্য করবে।

5.2.2 আত্মবোধ বিকাশের প্রভাবশালী উপাদান

1. **শারীরিক অবস্থা :** সুস্বাস্থ্য সর্বদাই সঠিক ও স্বাস্থ্যবান বৃদ্ধি দান করে। ভগ্নস্বাস্থ্য বা শারীরিক ত্রুটি শিশুকে তার সমকক্ষ দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে, অসহায়তা এবং দলের সঙ্গে তার এই তফাৎগুলি তার মধ্যে হীনমন্যতা বোধ জন্মায়।
2. **দেহগঠন :** যখন শিশু স্বাভাবিক আকারে না বাড়ে তখনও সে তার বয়সী সমকক্ষ দলের সঙ্গে তাল মেলাতে পারে না। যেমন যেসব বাচ্চারা অতিরিক্ত মোটা হয় তাদের ক্ষেত্রে এমন হতে পারে। এই আলাদা হবার অনুভূতি তাকে হীনমন্যতা বোধ দান করে।
3. **নাম এবং ডাকনাম :** মজা করে এই ডাক নামে ডাকা শুরু হয়। কখনো কখনো এটা থেকে যায় এবং শিশু তাতে উপহাসিত বোধ করে। যদি সেই ডাক নাম, শারীরিক বা ব্যক্তিত্বের কোন সংলক্ষণ (trait)কে ইঙ্গিত করে তবে শিশুর হীনমন্যতা বোধ জাগতে পারে।
4. **স্কুল পরিবেশ :** বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীর সঙ্গে ভাল বোঝাপড়ায় আসতে চান। তবে যদি শিক্ষক এমন কিছু শৃঙ্খলা বোধ জাগাতে চান যা শিশু ঠিক বলে মনে করে না, তবে শিক্ষকের প্রতি যেমন অশ্রদ্ধার বোধ জাগে তেমনি নিজের প্রতিও জাগে।
5. **সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা :** সমকক্ষ দলের দ্বারা শিশুর গ্রহণযোগ্যতা বা তাকে অস্বীকার শিশুর ব্যক্তিত্বে প্রভাব ফেলে এবং এটি আত্মবোধেও প্রভাব ফেলে। ছোটরা যারা বেশী জনপ্রিয় অথবা যারা খুব কম জনপ্রিয়, উভয়েই, যারা মাঝামাঝি অবস্থান করছে তাদের তুলনায় বেশী প্রভাবিত হয়।

নোট

6. **সাফল্য অথবা ব্যর্থতা :** শিশু তার বয়স অনুযায়ী কিছু কাজ করবে এটা ধরে নেওয়া হয়, এই ধরনের কাজ সাধারণত ঐ বয়সের বাচ্চারা করে ফেলতে পারে, কিন্তু যদি কোন কারণে কিছু বাচ্চা ঐ কাজ না করতে পারে তবে সেই ব্যর্থতা তার মধ্যে অপূর্ণতা এই বোধ জন্মায়। সাফল্য তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং স্বগ্রহণযোগ্যতা বাড়ায়। যখন সাফল্যের অঙ্ক খুব বেশী হয় এবং মর্যাদাসূচক হয় সেটিও আত্মবোধে প্রভাব ফেলে। বারংবার ব্যর্থতা আবার অপরদিকে শিশুর মনে হতাশা এনে তার ব্যক্তিত্বের ক্ষতি করে।

7. **লিঙ্গ :** আমাদের দেশে মেয়েরা দ্রুত তাদের যে ভূমিকায় ঠেলে দেওয়া হয় তাতে হীনমন্যতা বোধপ্রাপ্ত হয়। এটির ফলাফল হল আত্মসমীক্ষায় নিম্নগতি। আমাদের সমাজও এতে ইন্ধন দেয়। তাই শিক্ষকের ওপর নির্ভর করে শিশুদের মধ্যে সেই বোধ জাগানো যে বাস্তবে এরকম কোনো বৈষম্য নেই। সর্বক্ষেত্রে সর্বদিকে ছেলেরা ও মেয়েরা সমান।

8. **বুদ্ধিমত্তা :** যদি শিশুর বুদ্ধিমত্তা স্বাভাবিকের থেকে অন্যরকম হয়, তবে তাদের ব্যক্তিত্বের ওপরেও তা খারাপ প্রভাব ফেলে, অল্প সময়ের মধ্যেই যখন বোঝা যায় তারা অন্যদের তুলনায় কিছুটা কম তাদের মধ্যে হীনমন্যতা বোধ জেগে ওঠে, এই কারণে তারা লজ্জিত হয় এবং নিজের মধ্যেই গুটিয়ে থাকে। অথবা তারা আক্রমণকারী হয়ে উঠতেও পারে।

9. **অন্যান্য কারণ :** পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্ক, তাই বোনেদের মধ্যে ক্রমিক অবস্থান, শিশু অনুশীলন পদ্ধতি, যে গোষ্ঠীতে সে অবস্থান করে, পরিবেশের গতিশীলতা, সবকিছুই ধারণা সংগঠনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষককে শ্রেণীকক্ষে এইসব বিষয়গুলি খেয়াল রাখতে হবে এবং বুঝতে হবে তিনি কিভাবে শিশুর মধ্যে সুষ্ঠ ও ভাল আত্মচেতনা গড়ে তুলবেন। সুস্বাস্থ্য গড়ে তোলার জন্য তিনি ছাত্রদের সুঅভ্যাস যেমন হাতধোওয়া, স্বাস্থ্যবিধি মানা, চুল আচড়ানো, দিনে দুবার দাঁত মাজা এগুলি গনে তোলর ওপরে জোর দেবেন। এগুলি স্বাস্থ্যে পরিবর্তন আসতে সাহায্য করে। শিক্ষার্থীর খাদ্যাভাসে নজর রাখবেন তারা যাতে জাঙ্কফুট না খায় তা বোঝাবেন। তিনি ডাক নাম ব্যবহার করতে দেবন না তাদের মধ্যে ভাল বোঝাপড়া ও ঐক্য গড়ে তুলবেন, এবং শ্রেণিতে বা বাইরে তাদের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বাড়াবেন। যখন তারা পরীক্ষায় ফেল করবে তিনি তার প্রতি ব্যক্তিগত নজর দিয়ে ফেলের কারণ খুঁজে বার করবেন। বেশীর ভাগ সময় দেখা যায় ফেলের কারণ হল শিখন সহায়ক হিসাবে বাড়ীর সঙ্গে সমন্বয়ের অভাব। শিক্ষক যদি স্নেহপ্রবণ, বুঝবার এবং ভালবাসা প্রবণ হন তবে তার অর্ধেক কাজই হয়ে যায়। বাকী অর্ধেকের জন্য তাকে কিছুটা প্রচেষ্টা করতে হবে। এই প্রচেষ্টার মধ্যে তিনি লিঙ্গ বৈষম্য না করে তার মধ্যে ব্যালান্স আনবেন এবং অতি সাধারণ বা নিম্ন মেধার বাচ্চাদের সামনে উচ্চমেধার প্রদর্শন কমিয়ে আনবেন। যদি সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার করা যায়, তবে মধ্য ও নিম্ন মেধাসম্পন্ন শিশুরা দ্রুত বিষয়টি শিখবে। যদি শিক্ষক তাদের মধ্যে বৈষম্য করেন, অন্য শিশুর সামনে তার পাস না করার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন, তাহলে তার ফল হবে নিম্নমানের আত্মসম্মান বোধ গড়ে ওঠা। যা মোটেও সুখকর নয়।

নোট

অগ্রগতির পরীক্ষা—1

1. কিভাবে আত্মবোধ গঠিত হয় ব্যাখ্যা কর।

---

2. কি কি উপাদান আত্মবোধকে প্রভাবিত করে? শিক্ষক কিভাবে শিশুর মধ্যে আত্ম ধারণা বিকাশে সহায়তা করতে পারেন?

5.3 শিশুর মধ্যে মূল্যবোধের বিকাশ :

জার্মান দার্শনিক ফ্রেডরিক নীৎসো 1880 সালে প্রথম মূল্যবোধ শব্দ ব্যবহার করেন। এই শব্দ দিয়ে তিনি বোঝাতে চান নৈতিক বিশ্বাস এবং আচরণ যা কিনা ব্যক্তিগত এবং বিষয়বাদী। প্রতিটি সমাজে কিছু সুষ্ঠ ভাবে প্রকাশিত গ্রন্থিবদ্ধ মূল্যবোধ বৈশিষ্ট্য থাকে যা সেই সমাজের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়। কিছু মানুষ মনে করে জীবনে গুরুত্বপূর্ণ বা মূল্যযোগ্য তাকেই বলা হয় মূল্যবোধ। এগুলি মূলত জীবনে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা অর্জিত হয়। এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে মূল্যবোধ ব্যবস্থার তফাৎ হয়। এই মূল্যবোধগুলি সাধারণত এটা করো বা কোরো না। ঠিক ও ভুল এই জাতীয় ভাবনা দিয়ে তৈরী। বহুবিধ পর্যায়ের মূল্যবোধ আছে। এগুলি হল

- ব্যক্তিগত মূল্যবোধ
- সামাজিক মূল্যবোধ
- নৈতিক মূল্যবোধ
- আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ
- বিশ্বজনীন মূল্যবোধ

শিশু যখন জন্মায় তখন তার কোনো নৈতিক বা অনৈতিক বোধ থাকে না। যত তারা বড় হয় তত তাদের অভিভাবক, একটু পরে শিক্ষক এবং সহপাঠী, -- সর্বোপরি সমাজ তাকে আশার নীতি অনুযায়ী চলবার শিক্ষা পায়। নৈতিকতা বিকাশের ভিত স্থাপিত হয় শিশু অবস্থায় প্রথম দিকে, যত তারা বড় হয় ততই তাদের ঐ বোধ তাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। কেউ বিশ্বাস করে না যে শিশু কোন আদর্শানুযায়ী আচরণ করবে। কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল শিশু খুব তাড়াতাড়ি বুঝে ফেলে তাদের বিরক্তি উৎপাদনকারী কাজগুলি, অন্যের মনোযোগী খুব তাড়াতাড়ি আকর্ষণ করে।

নোট

শৈশবাবস্থার প্রথমদিকে নৈতিক বিশ্বাস নিম্নস্তরের হয়। কারণ তাদের বৌদ্ধিক বিকাশ তখনও সেই বিন্দু পর্যন্ত পৌঁছয় না বা সে ঠিক ভুলের বিমূর্ত ধারণাকে প্রয়োগ করতে পারে না। তারা ধীরে ধীরে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিস্থিতি থেকে শিখতে থাকে। যখন শিশুদের বলা হয় এটা করো অথবা কোরো না, তখন তাদের আচরণ কিন্তু ঠিক বা ভুল কাজের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ না হয় বরং তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের দাবীর চাহিদা মেটাবার জন্য হয়। শিশুরা যা করেছে সেটি ভুল হল কিনা তা বুঝতে পারে যদি তারা একই ভুল বারবার করে এবং তার জন্য শাস্তি পায়। অন্য একটি বোঝার উপায় হল—সামাজিক চাহিদার অনুরূপ কাজ শিশু করে, তাদের ভাল কাজের জন্য তারা পুরস্কার পায় এই আশায়। তাই পুরস্কার ও তিরস্কার এই দুটি নীতি শিশুকে নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষা দেয়।

কখনো কখনো বিভিন্ন মানুষের একই আচরণের সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের নীতি প্রয়োগ করা হয়। যেমন ভাই, বোনকে মারলে মা হয়ত তাকে শাস্তি দিলেন, বিষয়টা বোঝা গেল যে এই আচরণটি ভুল। অথচ বাবা যদি একই ঘটনায় হাসেন তাহলে শিশু বুঝবে এই কাজটা খুব মজার। এবারে শিশু ধন্দে পড়ে যাবে, এবং ক্রমে শিশু তার বাবার উপস্থিতিতেই বোনের পেছনে লাগবে এবং মায়ের উপস্থিতিতে চুপ করে থাকবে।

পাঁচ থেকে বারো বছরের মধ্যে ঠিক ভুলের কঠিন ধারণা বাবামায়ের কাছ থেকে যা তারা পেয়েছিল তা কিছুটা পরিবর্তিত হতে শুরু করে। শিশুরা নৈতিক চ্যুতি আছে এমন নির্দিষ্ট পরিবেশের দিকে দৃষ্টিপাত করে। ক্রমে যখন তারা বড় হয়, একটা চ্যুতি আসে, তখন তারা তাদের থেকে বয়সে একটু বড়দের গ্রুপের আদর্শে প্রভাবিত হতে থাকে। তারা ঐ দলের আদর্শকেই অনুসরণ করে যতক্ষণ না তাদের বয়ঃসন্ধিকাল পেরোয়। এরপর ক্রমে তারা প্রাপ্তবয়স্কদের মত আদর্শ গঠন করে।

5.3.1 মূল্যবোধ গঠনে শঙ্খলার ভূমিকা

শৃঙ্খলা শিশুকে শেখায় তার বয়সের চাহিদানুযায়ী আচরণ করতে। শিশু অবস্থায় সে বাড়ী বা প্রতিবেশীদের সঙ্গে সঠিক পরিস্থিতিতে সঠিক ও নির্দিষ্ট ভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়। যখন কড়া শৃঙ্খলা মানা হয়, এবং তার জন্য ভুল কাজের ক্ষেত্রে শাস্তির ওপর জোর দেওয়া হয়, তখন ছোটরা একটা নির্দিষ্ট আচরণের ছাঁদে প্রায় জোর করেই অনুসরণ করতে অভ্যস্থ হয়। খারাপ আচরণে শাস্তি এবং সঠিক আচরণের জন্য অনুমোদন ও স্নেহ শিশুকাল থেকেই তাকে নৈতিক আদর্শ ও মূল্যবোধের শিক্ষাদান শুরু করে।

শিশুকে সামাজিক দলের অনুশোসিত নৈতিক আচরণ শেখানোর অন্যতম উপায় হল শৃঙ্খলাপরায়ণ করা। এর লক্ষ্য হল শিশুকে জানানো কোন্‌টা সঠিক এবং কোন্‌টা অনুমোদিত নয়, বেং সেই আদর্শানুযায়ী তাদের আচরণে প্রেষণা যোগানো। শৈশবের প্রাথমিক অবস্থায় শিশু যে ভুল কাজ ইচ্ছে করে করে তাদের শাস্তি দেওয়া হয় এটা বোঝাতে যে তাদের কাছে থেকে কি চাওয়া হচ্ছে এবং তারা সেটা ইচ্ছে করে করেনি, অল্পবয়সী শিশুদের মধ্যে সামাজিক ভাবে অনুমোদিত আচরণের প্রেষণা যোগাতে পুরস্কার নীতি নতুন শক্তি যোগানোর প্রেষণা হিসাবে কাজ করে। এর

নোট

জন্য তিন ধরণের শৃঙ্খলা কাজ করে। এগুলি হল—

- কর্তৃত্বমূলক শৃঙ্খলা এই কথাটি মনে করায়— প্রয়োগ না হলে ছেলে মানুষ হয় না। এখানে অভিভাবক, বাবা-মা, শিক্ষক সকলেই শিশুকে মনে করান যে শিশুর জন্য এই আচরণীয় বিয়মগুলি রাখা হয়েছে সেগুলি পালিত হবে বলে।

  কেন এই নিয়ম তৈরী হয়েছে বা কেন শিশুরা এটি মানবে তার কোনো ব্যাখ্যার দরকার নেই। যদি শিশু এগুলি না মানে তাবে তাকে শাস্তি পেতে হবে।

  অনুমোদিত শৃঙ্খলা—এটা তৈরী হয়েছে কর্তৃত্বমূলক শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ থেকে। বহু প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তাদের ছোটবেলায় এটি করেছেন। এর দর্শন হল শিশুরা তাদের কাজের ফলাফল থেকে সমাজ অনুমোদিত আচরণ সম্পর্কে বুঝতে পারেন। অতএব তাদের নিয়ম শেখানো হবে না, তিরস্কারও করা হবে না ইচ্ছাকৃত ভাবে নিয়ম ভাঙার জন্য বা সমাজ অনুমোদিত পথে চলবার জন্য পুরস্কৃতও করা হবে না।

  গণতান্ত্রিক শৃঙ্খলা : এখানে প্রাথমিক ভাবে জোর দেওয়া হয় শিশুর ওই অধিকারের ওপর যে কেন নিয়মগুলি তৈরী হয়েছে তা জানা এবং এর সম্পর্কে তাদের মতামত জানানোর সুযোগ দানের ওপর। শিশুরা এর ফলে নিজেরাই তা বুঝে তাকে জানবে। এখানে শাস্তিদান করা হবে এই অর্থে যে এটি খারাপ আচরণের সঙ্গে যুক্ত। একই ভাবে পুরস্কার দেওয়া হবে প্রশংসা এবং সমাজ অনুমোদনের ছলে।

বৈজ্ঞানিক ভাবে এটি প্রমাণিত যে নানা ধরণের শৃঙ্খলাবোধ শিশুর ওপর বিভিন্ন ধরণের প্রভাব ফেলে। আচরণ অথবা ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে এর জন্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

অগ্রগতির পরীক্ষা—2

1. বিভিন্ন স্তরের মূল্যবোধকে ব্যাখ্যা করুন।

---

2. মূল্যবোধের বিকাশে শৃঙ্খলার ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

5.4 শিশুর মধ্যে মনোভাবের বিকাশ :

5.4.1 মনোভাবের অর্থ

মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের প্রত্যেকের জীবনে প্রচুর পার্থক্য এনে দিয়েছে। কাজ ও তার

নোট

ক্ষমতার প্রতি আমাদের মনোভাবের ওপরে নির্ভর করে সাফল্য অথবা ব্যর্থতা। মনোভাব মানে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি, দল বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যক্তির সমন্বয়সাধন। পরিবেশের কিছু বিষয়ের প্রতি মনোভাব গনে তোলার ক্ষেত্রে ব্যক্তি, সাড়া দেওযার জন্য তৈরী থাকেন। তাই মনোভাব কিছুটা প্রস্তুত থাকা বোঝায়, অথবা নির্দিষ্ট পরিবেশে নির্দিষ্ট ভাবে সাড়া দেওয়ার প্রস্তুতি পর্ব। ফ্রিম্যান একে বর্ণনা করেছেন, একটি স্বভাবগত প্রস্তুতি বলে যা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ব্যক্তি বস্তু অথবা ধারণার স্থায়ী রূপের ক্ষেত্রে সাড়া দেয়। এগুলি আবার শেখা যায় এবং তারা একজনের সাড়া দেওয়ার একটি নির্দিষ্ট রূপে পরিণত হয়। মনোভাব কখনো দেখা যায় না, তা শুধু প্রত্যক্ষ আচরণ দ্বারা অনুমতি হয়।

5.4.2 মনোভাবের উপাদান

1. আচরণে এই উপাদানগুলি প্রতিফলিত হয়। আচরণের তিনটি উপাদান আছে। এটি হল জ্ঞানমূলক উপাদান বা জ্ঞান ও বিশ্বাস দ্বারা তৈরী। প্রথমটি হল—আমাদের আচরণ জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল যেটি যুক্তিসংগত।
2. মনোভাবের দ্বিতীয় উপাদান হল অনুভবের বিষয়। মনোভাব সবসময়ই একজনের অনুভূতি বা আবেগকে উদ্দীপ্ত করে, কোন মানুষকে ভাল লাগে বা খারাপ লাগার এই আবেগ আমাদের অনুভূতির ওপর নির্ভরশীল। যা একসূত্রে বাঁধে তার থেকে সদর্থক অনুভূতি এবং যার দ্বারা অনৈক্য অধিক তার থেকে নঙর্থক অনুভূতি তৈরী হয়। জ্ঞান ও অনুভূতি একজনকে কাজে প্রবৃত্ত করে।
3. আচরণ অথবা কাজ হল মনোভাবের তৃতীয় উপাদান। এটি অপরকে অনুভূতি দিতে সাহায্য করে।

5.4.3 শিশুর মধ্যে মনোভাবের বিকাশ

শিশুর মধ্যে মনোভাবের বিকাশ হয় প্রথমে বাড়ী থেকে তারপর স্কুল এবং সমকক্ষ গোষ্ঠীর মধ্য থেকে। সমাজের সঙ্গে মিথাষ্ক্রিয়ার প্রাপ্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও তার মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করে। যত শিশু বড় হয় তত তারা তথ্যের প্রকাশ করতে চায় ও তৃপ্তি অর্জন করতে চায়। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি বা অবস্থার সম্পর্কে তথ্য অর্জনের ওপর নির্ভর করে সুখকর অথবা অ-সুখকর মনোভাব গঠন। অপ্রতুল তথ্যের ওপর গড়ে ওটা মনোভাব এই বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধির ওপর ভিত্তি করে পরিবর্তিত হতে পারে। সবকিছুই আবার দলগত সংখ্যার ওপর নির্ভরশীল। শিশুরা এরকম বহু ধরণের দলের সঙ্গে যুক্ত যেমন পরিবার সমকক্ষ দল (peer group) ধর্মীয়, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও শ্রেণিভিত্তিক দল প্রাথমিক দলগুলি যেমন পারিবারিক বা স্কুলের সহপাঠীর দল বা বন্ধুরা তার মনোভাব বিকাশে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এটা হয় কারণ প্রাথমিক দলই কিছু সদস্যকে তথ্যের উৎস প্রকাশ করে, এবং তার সদস্যদের দলের নিয়ম মানতে সম্মত করানোর জন্য চাপ তৈরী করে। সেইজন্যই দলের সদস্যরা বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি একই ধরনের মনোভাব গড়ে তোলে। একবার এই মনোভাব তৈরী হয়ে গেলে তা দৃঢ়ভাবে বসে যায় এবং কোনো পরিবর্তন মানতে চায় না।

নোট

5.4.4 শিশুর ভাল মনোভাব পাঠনে শিক্ষকের ভূমিকা

শিক্ষকের প্রভাবশালী মনোভাব ও কাজ অবশেষে তার ছাত্রদের জীবনে সদর্থক পরিবর্তন আনতে সাহায্য করে। পূর্বের শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা বিস্তার করে শিক্ষক বোঝাতে পারেন ছাত্রদের সকলের সঙ্গে কি করা উচিত আর কি করা উচিত নয়। যে পাঁচটি মনোভাব ও কাজ প্রায়শই আলোকিত হয় তারা হল—শিক্ষকের প্রকৃত দয়াশীলতা যত্নশীল মনোভাব, স্বেচ্ছায় শ্রেণিতে কোন দায়িত্ব নেওয়ার মনোভাব। ছাত্রদের বৈষম্য সম্পর্কে দায়িত্ববান ও অনুভূতিশীল মনোভাব সকল ছাত্রের জন্য অর্থপূর্ণ শিখন অভিজ্ঞতার প্রেষণা দানের মনোভাব, এবং শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার উদ্দীপনা জাগানোর জন্য উৎসাহী মনোভাব উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক শিক্ষণ প্রোগ্রাম নেওয়া উচিৎ। স্নাতক স্তরের ছাত্ররা যারা শিক্ষণ কোর্সের প্রস্তাবনায় যুক্ত হয়েছে, তারা ইতিমধ্যেই বহু শিক্ষকের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন যেহেতু এরা শিক্ষার সুবিধা অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করেছে, তাই পূর্বের শ্রেণিতে তাদের প্রভাবশালী শিক্ষকদের মনোভাব ও কাজ চিহ্নিত করতে পেরেছে। শিক্ষকরাই পারেন ছাত্রদের জীবনে একটা দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলতে, স্কুলের অভিনবতা তাকে গড়ে পিটে একটা আকার দিতে সাহায্য করবে যাতে স্কুলের ভেতরে বা বাইরে কিভাবে তারা নিজেদের দেখবে তা বুঝতে পারে। একটি ছাত্রের মনে স্কুলের স্মৃতি সারাজীবন থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এটি তাই তার বর্তমান ও ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ছাত্রদের এটা বুঝতে বেশীক্ষণ সময় লাগে না, যে একজন শিক্ষকই দীর্ঘ একঘেয়ে স্কুল জীবনের সময়ের সঙ্গে উত্তেজনাপূর্ণ চ্যালেঞ্জিং সময়ের পার্থক্য গড়ে দিতে পারেন। সত্যিকারের প্রভাবদায়ী মনোভাব ও কাজই শেষ পর্যন্ত তার শিক্ষার্থীর জীবনের ক্ষেত্রে সদর্থক পরিবর্তন আনতে পারে। বিগত শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা পরীক্ষা করে শিক্ষকরা আলোচনা করতে পারেন শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তারা কি করবেন বা কি করবেন না।

5.4.5 শিক্ষকের পাঁচটি প্রভাবদায়ী মনোভাব :

প্রথম মনোভাব : যত্নশীলতা এবং দয়ালু মনোভাব প্রদর্শন

এটা শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। একজন ভাল শিক্ষক তার ছাত্রদের সঙ্গে উৎসাহ, স্নেহ, ধৈর্য, দুঃখ, অসমর্থন ইত্যাদি আবেগ ও অনুভূতি ভাগ করে নিতে প্রস্তুত থাকেন। এছাড়া তিনি শিক্ষার্থীদের সত্যিকারের আগ্রহকে ভাগ করে নিতে ইচ্ছুক হবেন। তিনি শিক্ষার্থীর প্রতি যত্নশীল হবেন এবং তার সঙ্গে স্বচ্ছ সংযোগ বজায় রাখবেন।

দ্বিতীয় মনোভাব : দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া

শিক্ষক কখনোই অনমনীয় হবেন না। শিক্ষক যেহেতু দায়িত্ব নেবার সবচেয়ে বেশী সুযোগ করতে পারেন। তিনি একই সঙ্গে অবশ্যই সমান স্বাধীনতাও দেবেন। তিনি শুধু নিয়মে বাঁধা থাকবেন না। এই নমনীয়তা ও দায়িত্বশীলতা ভাগ করে নিলে উভয়ের জন্যই একটা সদর্থক পরিবেশের সৃষ্টি হয় যার মধ্যে দিয়ে উভয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরী হয়।

নোট

তৃতীয় মনোভাব : বৈচিত্রকে অনুভূতিশীল হয়ে গ্রহণ করা

শিক্ষক ছাত্রকে বোঝার মত সহানুভূতিশীল হবেন বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক প্রেক্ষাপট থেকে আগত ছাত্রদের সঙ্গে ব্যবহার করার সময় তাকে অনুভূতি গ্রহণযোগ্যতা ও উৎসাহকে বেছে নিতে হবে। যিনি ভাল শিক্ষক হবেন তিনি একটু ছাত্রের জন্য একই বিচারে আবদ্ধ না থেকে তাকে বিশ্লেষণ করে বোঝবার চেষ্টা করবেন। শিক্ষক তার ছাত্রদের মধ্য থেকে সবথেকে ভালটা বার করে আনবেন ও শ্রেণিতে অন্যের সামনে ব্যক্তিগতভাবে প্রশংসা করবেন। তিনি কতক্ষণ তার ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলে বা তাদের কথা শুনে সময় কাটালেন তার রেকর্ড রাখবেন। এই কাজগুলি ছাত্রদের মনে তারা কত গুরুত্বপূর্ণ বা মূল্যবান এই মনোভাব জাগাবে।

চতুর্থ মনোভাব : ব্যক্তিগত স্তরে নির্দেশদান

শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রকে সুযোগ করে দেবেন। যা তাদের কাছে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। শিক্ষক তাঁর সময়ের কথা মনে করে বলবেন ছাত্রাবস্থায় কোন জিনিসটা তাদের সাফল্য পেতে সাহায্য করেছে, তাঁদের শিক্ষকরাই বা কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে তাদের ভাল ফল করতে সাহায্য করেছেন যা তাঁরা আজ কাজে লাগাচ্ছেন। তাঁরা তাঁদের শিক্ষকদের মনোভাব স্মরণ করবেন যা তাঁদের কোন কিছুতে যোগদান করতে বা ঐ জাতীয় মনোভাব থেকে দূরে থাকতে বলত। শিক্ষকদের জন্য সবসময় তার ছাত্রদের শক্তির দিকগুলিই দেখা উচিৎ দুর্বলতার দিক নয়। প্রধান শিক্ষকও অন্য শিক্ষকদের উৎসাহিত করবেন ছাত্রদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা জাগাবার জন্য।

পঞ্চম মনোভাব : সৃজনশীলতাকে উৎসাহদান

এই মনোভাবে ছাত্রদের সৃজনশীলতাকে উদ্দীপনা জোগানোর ওপর জোর দিতে হবে। শিক্ষককে পাঠ্য একক ও তার কাজের জন্য ধারণা ও পরামর্শ শুনতে হবে। যথার্থ শিক্ষক সবসময়ই ছাত্রদের দিক থেকে আসা কল্পনাগুলির দিকে খোলা মনে থাকবেন এবং শিখনের বিভিন্ন উপায়গুলি ব্যবহার করবেন। ছাত্ররা ব্যক্তিগত ভাবে উদ্বুদ্ধ হয় বা প্রশংসিত হয় যখন দেখে শিক্ষকরা তাদের আগ্রহ দক্ষতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী পাঠ্যবিষয়কে সাজিয়েছেন। শিখন প্রক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায় যদি গ্রেড দেওয়ার ওপর অতিরিক্ত জোর পড়ে বা একটি মাত্র ঠিক উত্তরের ওপর জোর পড়ে। ছাত্ররা এর ফলে একটিমাত্র সঠিক উত্তর খোঁজায় ব্যস্ত হয়ে ওঠে বা শিক্ষকের মন পনে নিয়ে বুঝতে চায় যে তিনি ঠিক কি চাইছেন। সৃজনশীলতার সুযোগ কমে যাওয়ায় ছাত্র শিখন প্রক্রিয়াতে উৎসাহ হারায়। প্রতিযোগিতা, শিখনের ক্ষেত্রে ভার হয়ে ওঠে যখন ছাত্র শুধুমাত্র নম্বর/গ্রেড পাওয়া এবং শিক্ষকের প্রশংসা পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কোনো কোনো শিক্ষক অনাবশ্যক উদ্দীপক বা প্রতীকী পুরস্কার দেন যেটি শিক্ষার্থীর শিখন ইচ্ছাকে কমিয়ে দেয়, এমনকি এটি তাদের কৃতিত্বের স্তরেরও অবনমন ঘটায়, বহু শিক্ষক মনে করেন শিক্ষার্থীর আবশ্যক প্রেষণা গঠনের কার্যকরী পদ্ধতি হল করেন শিক্ষার্থীর আবশ্যক প্রেষণা গঠনের কার্যকরী পদ্ধতি হল শ্রেণিতে একটা মজার পরিবেশ গড়ে তোলা (fun environment)।

শিক্ষণ হল একটা গভীর মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া এবং বিশ্বাস করা হয় শিক্ষকের ব্যক্তিগত গুণাবলী এবং

নোট

তার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করার ব্যক্তিগত দক্ষতার ওপরেই নির্ভর করে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশকে উৎপাদনমূলক তৈরী করে শিক্ষার্থীকে প্রেষণা দান করে সিদ্ধান্ত গঠনে সাহায্য করা। শিক্ষকের এইসব কার্যকরী মনোভাব এবং কাজ অবশেষে তার শিক্ষার্থীদের জীবনে একটি সদর্থক পার্থক্য গড়ে দেয়। এটা জানাই আছে যে শিক্ষকের আচরণ ও অভ্যাসের ওপর তার মনোভাবের একটা বড় প্রভাব রয়েছে। মনোভাব ও বিশ্বাস, নির্মিতির আনুষঙ্গিক হল নাম ব্যাখ্যা, গঠনের বর্ণনা, মানসিক অবস্থার উপাদান ইত্যাদি। এগুলি মানুষের কাজকে পরিচালনা করে। কার্যকরী মনোভাবের দ্বারাই শিক্ষক ও শিক্ষার্থী মানসিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে তোলে।

5.5 ধারণার গুরুত্ব ও শিশুর মধ্যে তার বিকাশ

'ধারণা' এই শব্দটির অর্থ হল অনুভূতির সাহায্যে পরিবেশকে চেনা। উদ্দীপক আমাদের চারপাশের পরিবেশে অবস্থিত বস্তু থেকে আহরিত হয়। তবে উদ্দীপনা কিন্তু 'বস্তু' নয়। উদ্দীপক ও বস্তু কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আপনি যদি নদীকে উপত্যকার মধ্যে দিয়ে নেমে আসতে দেখেন তবে নদীর নয় বরং তার উপরিতলের আলোড়ন প্রতিফলন আপনার চোখে পড়বে। আলো কাঁপতে শুরু করবে আপনি দেখবেন নদীর উপরিতল হাওয়ায় এলোমেলো হচ্ছে। আবার একটা মৃদু গুঞ্জন যখন ক্রমশ বড় হতে থাকে মনে হবে যেন একটা এরোপ্লেন এগিয়ে আসছে। কিন্তু এরোপ্লেন নিজে গুণগুণ আওয়াজ নয় ঠিক যেমন মৃদুমন্দ বাতাস নিজে কম্পন নয় বা নদী নিজে একটি উজ্জ্বল আলোকবিন্দু নয়, এক্ষেত্রে দ্রষ্টব্য বস্তুগুলি উদ্দীপক দ্বারাই দর্শকের কাছে পরিস্ফুট হয়। কিন্তু তারা উদ্দীপক থেকে একেবারে আলাদা। যেভাবে আমরা তথ্য সংগ্রহ করি, সেই একই ভাবে অনুভূতির দ্বারা তাকে সঞ্চিত ও তার প্রক্রিয়াকরণ করে থাকি। এটা ব্যাখ্যা করা যায় যে ব্যক্তি উদ্দীপকের উপস্থিতি 'অনুভব' করে এবং বোঝে এটি কি।

আশেপাশের পৃথিবী সম্পর্কে ধারণা আমাদের নানাভাবে সাড়া দিতে সাহায্য করে, ধারণা গঠন হল শিশু এবং প্রাপ্ত বয়স্কের আচরণের মূল কারণ।

5.5.1 শিশুর মনে ধারণার বিকাশ

ধারণার ক্ষমতা ছাড়া বিকাশপ্রাপ্ত শিশুর প্রকৃত ধারণা তৈরী হয় না যেমন তারা কারা বা এই পৃথিবীতে তারা কি করে মানিয়ে নেবে। এর একটা উদাহরণ হল শিশুর পক্ষে ট্যারা চোখের এই ধারণা করার জটিল সময় হল ৩ বছর বয়স। এটা দেখা গেছে, ট্যারা চোখের চিকিৎসা যদি শিশুর তিন বছর বয়সের আগে হয় তবে সে দুই চোখের উপযোগী দৃষ্টি ভাল ভাবে ফিরে পেয়েছে। কিন্তু শিশুর বয়স তিনের বেশী হলে সে কখনো সুস্থ দ্বি-নেত্র দৃষ্টি পাবে না।

5.5.2 বিকাশপ্রাপ্ত শিশুর কাছে ধারণার গুরুত্ব

শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে ধারণার গুরুত্ব অপরিসীম। সময় ও অবস্থানের নিরিখে সে কোথায় আছে এটি শিশুর জানা খুব জরুরী। এর দ্বারাই সে জিনিসকে বুঝতে পারেন। বিকাশপ্রাপ্ত শিশুর কেন ধারণা গঠন জরুরী তা নিম্নে বলা হল—

* সামাজিকীকরণ
* জ্ঞানের সঞ্চয়
* ভাষার সঞ্চয়
* আবেগজনিত প্রতিক্রিয়া
* স্মৃতি
* আত্ম-সংরক্ষণ
* হাত ও চোখের সমন্বয়
* আত্ম সচেতনতার অনুভূতি

5.5.3 জ্ঞান, স্মৃতি ও ধারণা

ধারণার বিকাশ না হলে শিশু নতুন জ্ঞান অর্জন করতে পারে না বা যা শিখল তা মনে করতে পারে না। এটা হয় কারণ ধারণাকে শিশুর জ্ঞান সঞ্চয় করার জন্য সবচেয়ে জরুরী বলে মনে করা হয়। তাই ধারণাগত বিকাশ শিশুর বিকাশের মাইলস্টোনগুলো ছোঁওয়ার জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ, এটি তাকে শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য পেতে সাহায্য করবে। বন্ধুত্বের জন্য প্রয়োজন অন্যের জন্য সাড়া দেওয়া। ধারণার সাহায্যেই সম্পর্ক স্থাপন ও রক্ষা সম্ভব হয়।

যা বলা হল তা হল শিশুর হাত ও চোখের সমন্বয়ের বিকাশের জন্য ধারণাগত বিকাশ খুবই জরুরী। এছাড়া সামাজিকীকরণ এবং ভাষা ও জ্ঞানের অর্জনের জন্যও এটি জরুরী। যখন ধারণা, শিশুর বিভিন্ন পরিস্থিতি ও অনুভূতিতে ব্যক্ত প্রতিক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে, এটা স্মৃতি ও আত্মসচেতনতার জন্যও খুব গুরুত্বপূর্ণ।

5.5.4 ধারণার বিকাশে খেলাধূলার ভূমিকা

ছোট শিশুর মধ্যে ধারণার বিকাশের জন্য খেলাধূলার সুযোগ থাকা দরকার। খেলাধূলা শিশুর শিখন ও বিকাশ দুটিকেই বাড়িয়ে তোলে। অভিভাবকের খেলাধূলার গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা উদ্ভুত হয় বা স্থির হয় সামাজিক সাংসআকৃতিক নীতির ওপর। যেমন শিশুকে উদ্দীপনা দানের জন্য খেলা করা উচিৎ অথবা তাকে অস্বীকার করা উচিৎ। আশ্চর্যজনকভাবে প্রথমটা অভিভাবকরা কিন্তু মেনে নেন না খেলতে দিতে রাজী হন না। বেশীর ভাগ ছোট শিশুর কাছে খেলা হল স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিকভাবে উদ্ভুত একটা মজা। খেলা শৈশবের প্রথম শিক্ষার সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। তাই বলা হয় খেলা শিশুর জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। খেলার বিকাশগত তত্ত্ব ও গবেষণার একটা লম্বা ইতিহাস আছে। মনঃসমীক্ষক তাত্ত্বিকরা খেলাকে শিশুর আবেগজনিত সমস্যাকে সামলাবার জন্য ব্যবহার করে থাকেন (প্লে থেরাপী) পিয়াঁজে খেলা এবং বুদ্ধিমত্তার বিকাশের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন খেলা হল শিখনের বাহন। লেভ ভাইগটস্কির (একজন মনোবিদ) মতে শিশুর বিকাশ ও শিখনের জন্য খেলা হল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস। তিনি মনে করেন খেলার সময়ই বিকাশ হওয়া শুরু হয়। কারণ খেলাই একটা সর্বাধিক বিকাশের ক্ষেত্র তৈরী

নোট

করে। বাইগটাস্কির তত্ত্বানুযায়ী শিশু তার থেকে একটু এগিয়ে থাকা কারুর সঙ্গে যেমন কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি, বাবা মা বা বড় শিশুর সঙ্গে খেললে, তারা শিশুর দক্ষতাকে বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং আরও উচ্চমানের খেলার জন্য শিশুর আত্মবিশ্বাসও বাড়াতে পারে। তিনি আরও বলেছেন খেলা ভাষা, স্মৃতি, যুক্তি উচ্চমানের চিন্তন এবং সামাজিক দক্ষতার বিকাশে খুবই উপযোগী হয়।

শিশুর বিকাশে খেলার গুরুত্ব অসীম। আমরা জানি শিশুর মস্তিষ্ক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর বিকাশ এবং শিখনের নানা দিক জড়িত। মস্তিষ্ক বিকাশ ও জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে এটা লক্ষ্য করা গেছে উচ্চমানের খেলা দ্রুত নিউরন যোগাযোগ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বাড়িয়ে তোলে। গীনসবার্গ এবং সংযোগবিষয়ক কমিটি ও শিশু ও পরিবারের স্বাস্থ্য বিষয়ে মনস্তাত্ত্বিক কমিটি এটা নির্দেশ করেছে শিশুরাও খেলার মাধ্যমেই তাদের দুনিয়াকে পুনর্নির্মাণ ও অন্বেষণ করতে পারে। তারা এই যুক্তি দিয়েছেন যে খেলার শিশুর মধ্যে নতুন নতুন দক্ষতা তৈরী করে তাদের আত্মবিশ্বাস ও স্থিতিস্থাপকতা বাড়িয়ে তোলে যা দিয়ে তারা আগামীদিনের চালেঞ্জের মোকাবিলা করতে পারে। তাদের মতে খেলার মাধ্যমে বিশেষতঃ অ-নির্দেশিত খেলার মাধ্যমে বা মুক্ত খেলার মধ্যে দিয়ে শিশু সামাজিকীকরণ দক্ষতা অনুশীলনের সুযোগ (যেমন দলগত কাজ, বিনিময়, মধ্যস্থতা, ঝগড়া প্রশমন এবং আত্মপ্রচার) পায়। তারা আরও বলেছেন খেলা শিশু পরিচালিত হয় তবে ছোটদের জীবনদক্ষতার ও বিকশিত হয় যেটি ভবিষ্যতে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হতো, একজনের উৎসাহের ক্ষেত্র খুঁজে বার করতে সাহায্য করে।

এটা দেখা গেছে খেলা ও বহু ভিত্তিস্তরের দক্ষতার মধ্যে যোগসূত্র আছে। জটিল জ্ঞানমূলক কার্য, শৈশবের প্রাথমিক অবস্থায় বিকাশ ও শিখনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই দক্ষতাগুলি শিশুর জন্য একটি দৃঢ় ভিত্তি তৈরী করে এবং স্কুল ও তার বাইরেও যা কিছু শিক্ষণীয় আছে, তাকে শিখতে সাহায্য করে। অতএব শিশুর বিকাশে এবং তার পঠনপাঠনে সাহায্য করে।

শিশুর বিকাশে অভিভাবকের মিথষ্ক্রিয়া এবং শিশুর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করা, ঐ খেলারই মাধ্যমে, এই বিষয়ে এখন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন দেশে তাদের ECD নীতিতে খেলাকে অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একটা যথোপযুক্ত নীতি নির্ধারণের জন্য সাংস্কৃতিক, প্রাসঙ্গিক, গবেষণা ভিত্তিক প্রমাণের দরকার। এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রোগ্রামও তৈরী করতে হবে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন—3

1. বিকাশপ্রাপ্ত শিশুর ধারণার কি গুরুত্ব রয়েছে?

নোট

2. খেলা কিভাবে ধারণার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ হয় তা ব্যাখ্যা কর।

5.6 প্রেষণা

ছোট শিশুরা তারা যা করে তার থেকেই শেখে। তারা স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহলী। তারা অন্বেষণ করতে চায় আবিষ্কার করতে চায়। যদি তাদের অন্বেষণ থেকে তারা সাফল্য পায় বা আনন্দ পায়, তবে তারা আরও জানতে ইচ্ছুক হয়। এই প্রাথমিক সময়েই শিশুর শিখনের প্রতি মনোভাব তৈরী হয় যা সারাজীবন থাকে। শিশুরা যারা এই সময়ে সঠিক সমর্থন ও উৎসাহ পায়, তারা জীবনে সৃজনশীল, অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় হয়। যারা এ ধরনের সমর্থন বা উৎসাহ পায় না, তাদের শিখন সম্পর্কে অন্যধরনের মনোভাব তৈরী হয়। শিশুর বিকাশে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ নানা কারণ থাকে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আভ্যন্তরীণ বিষয় হল শিশুর প্রেষণা। প্রেষণা আবার দুই ধরনের স্বকীয় (intrinsec) ও বহিঃস্থ (extrinsic) সবাই এটা মেনে নিয়েছেন শিক্ষাক্ষেত্রে স্বকীয় প্রেষণাই হল ভাল।

5.6.1 কৈশোরে প্রেষণার বৈশিষ্ট্য

শিশুরা অনেক কাজ করে যা তারা নিজেরা করতে চায়। একটা খেলনা বা পরবার জন্য সার্ট বাছাই হল স্বকীয় প্রেষণার ফল। শিশু নিজের পছন্দ তৈরী করে এবং খেলনা বা সার্ট বাছাই করার মধ্যে দিয়ে তৃপ্তি পায়। যেহেতু এই কাজ প্রেষণা তৈরী করে সেহেতু এগুলি সাধারণভাবে শিশু যতক্ষণ সেই কাজ চালাতে চায়। ততক্ষণ চালাতে পারে। শিশুরা আবার এমন কিছু কাজ করে যেগুলি বড়রা তাদের বলছে বলে করে অথবা অপরপক্ষকে খুশী করতে তারা তা করে। এই কাজগুলি হল 'বহিঃস্থ প্রেষণাদায়ক'। যখন শিশু বাইরের থেকে প্রেষণা সংগ্রহ করে, পুরস্কার বাইরের থেকে আসে। অন্যরা, শিশুকে এ কাজে লেগে থাকার জন্য সমানেই যথেষ্ট প্রেষণা দান করে চলে।
শিশুর কাছে বহিঃস্থ প্রেষণা দামী কাজে লিপ্ত থাকা খুবই কঠিন হয়ে ওঠে কারণ তাকে কতগুলি বাইরের শক্তির ওপর নির্ভর করতে হয়। যেহেতু স্বকীয় প্রেষণাযুক্ত কাজগুলি বেশি পুরস্কার দেয়, শিশুরা এর থেকে বেশী শেখে, এবং বেশীক্ষণ মনে রাখে। স্বকীয় প্রেষণা যুক্ত শিশুরা স্বশিখনে ও বিকাশে বেশী ব্যাপৃত হয়, অন্যভাবে বলা যায়—শিশু যখন স্বকীয় প্রেষণাযুক্ত হয় তখনই বেশী ভালভাবে শেখে ও তথ্য মনে রাখে। কারণ সে তখন ভাবে সে নিজেকেই খুশী করছে। অভিভাবক এইভাবে তাদের শিশুদের খেলা ও কাজকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়ে তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে পারেন, শিশুর মধ্যে সম্ভাবনার সম্ভার সৃষ্টি করতে পারেন। তাই অগঠিত খেলা হচ্ছে শিশুর প্রেষণা, শিখন ও বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

নোট

5.6.2 প্রেষণার বিকাশ :

আচরণগত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রেষণার উচ্চমাত্রার সূচক। এখানে শিশুর প্রেষণার বৈশিষ্ট্য বিকাশের কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান দেওয়া হল।

দীর্ঘসময় ধরে কোন কাজে লেগে থাকার অধ্যবসায় খুব ছোট শিশুরা সাধারণতঃ এক ঘণ্টা ধরে কোন একটা কাজে লেগে থাকতে পারে না। তবুও কিছু ক্ষেত্রে তাদের কাজে লেগে থাকার সময়ের দীর্ঘতা বিষয়ে অস্বাভাবিক রকম পার্থক্য দেখা যায়। যে শিশুর উচ্চ প্রেষণা রয়েছে সে অনেকক্ষণ যাবৎ কাজে লেগে থাকতে পারে। অন্যদিকে প্রেষণাহীন শিশু তাৎক্ষণিক সাফল্য না পেলেই কাজের ক্ষেত্রে হাল ছেড়ে দেয়। কোন একটা চ্যালেঞ্জিং কাজে সাফল্য পেলে শিশুরা অধ্যাবসায়ের শিক্ষা লাভ করে। তাই অধ্যবসায়ের গুণ গড়ে তুলতে গেলে, এমন একটা কাজ শিশুর জন্য বাছা দরকার যা তাদের কাছে চ্যালেঞ্জিং কিন্তু অসহায়তা সৃষ্টিকারী নয়।

চ্যালেঞ্জ বেছে নেওয়ার প্রেষণার অপর একটি বৈশিষ্ট্য শিশু একটা চ্যালেঞ্জে সাফল্য পেলেই প্রেষণা পাবে, এবং অন্য একটি কাজে উৎসাহ পাবে, তা করতে চাইবে, এই ধরনের প্রেষণাযুক্ত শিশুরা এমন কাজই বেছে নেবে যা তাদের কাছে একটু কঠিন, কিন্তু তাদের সামনে সেটা শেষ করবার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবে। এই ধরনের কাজ সাফল্যের সঙ্গে শেষ করতে পারলে শিশুরা প্রসন্নতা অনুভব করে। প্রেষণাহীন শিশু (যারা আগে কোন কাজে সাফল্য পায় নি) বেছে নেবে খুব সোজা ধরনের কাজ এবং তাৎক্ষণিক সাফল্য আশা করবে। সহজে আসা সাফল্য কিন্তু তাদের উচ্চমাত্রার আনন্দ বা প্রসন্নতা দেবে না। কারণ তারা জানে যে এই কাজটাও তেমন একটা চ্যালেঞ্জ নেই। শিক্ষকদের কাছে শিশুর জন্য সঠিক চ্যালেঞ্জের কাজ খুঁজে দেওয়াটাই একটা চ্যালেঞ্জ। যদিও শিশুকেই তা বেছে নেবার সুযোগ দিতে হবে।

বড়দের ওপর নির্ভরতাও অপর একটি প্রেষণার সূচক। যে সব শিশুর দৃঢ় স্বকীয় প্রেষণা রয়েছে তারা কিন্তু কাজে বড়দের সর্বক্ষণের নজরদারি বা তাদের সাহায্য করা পছন্দ করে না। যে সব শিশুর স্বকীয় প্রেষণা নেই বা নিম্ন শ্রেণির প্রেরণা আছে তারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না এবং সর্বক্ষণ বড়দের মনোযোগ দাবী করে। গুণগত শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা ও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বড়দের ওপরে নির্ভরতা কিন্তু স্কুলে শিশুর সাফল্য লাভের ক্ষমতাকে খর্ব করে। অভিভাবক, শিশুর স্বাধীন প্রেষণা গড়ে তুলতে এমন কাজ বা খেলনা দেবেন যাতে শিশুর স্বাভাবিক সৃজনশীলতা এবং ঔৎসুক্য বাড়তে পারে। এগুলি হল সহজতম এবং খেলার বেসিক খেলনা যেমন ব্লক, ছোট প্লাসটিকের মানুষ, একটা দুটো গাড়ী, রং কাগজ। এইগুলি শিশুকে নিজের জগৎ তৈরী করতে উৎসাহ দেয়। বড়দের সঙ্গদানের ওপর নির্ভরতা থেকে মুক্ত করে।

শেষ সূচক হল আবেগ। শিশুরা যারা স্পষ্টতই প্রেষণাযুক্ত তারা আবেগের সদর্থক প্রদর্শন করে। তাদের কাজে তারা সন্তুষ্ট হয় এবং কাজে আরও আনন্দ প্রকাশ করে। যে সমস্ত শিশুর সঠিক

নোট

প্রেষণা থাকে না তারা শান্ত, অপ্রসন্ন এবং একঘেয়েমিতে ভোগে। তাদের কাজে তারা কোনো উৎসাহ সাধারণত পায় না এবং প্রায়ই অভিযোগ করে। একজন শিক্ষক হিসাবে আপনিই শিশুর মুড বিষয়ে বিচার করতে পারবেন।

5.6.3 প্রেষণা বৃদ্ধি :

ছোট শিশুদের পড়ান একজন শিক্ষকের লক্ষ্য হবে শিশুর সঠিক ভাবে প্রেষণা বিকাশে সাহায্য করা। যাতে তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ শিক্ষাগত বিকাশের সঠিক ভিত রচনাকরা যায়। শিক্ষকদের প্রচুর পরিমাণে অনাবশ্যক (extrinsie) পুরস্কারের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। কারণ এগুলি শিশুর প্রেষণার বিকাশে হস্তক্ষেপ করতে পারে। শিশুর সঠিক গুণপনার জন্য আপনি অবশ্যই তাকে প্রশংসা করুন কিন্তু নিশ্চিত হয়ে নিন যে সে এ কাজটা করতে আনন্দ পায় বলেই করেছে, শুধুমাত্র আপনার প্রশংসা পাবার জন্য নয়।

সমস্যা হয় তখনই যখন শিশুর পরিবেশে যে বড়তা থাকেন, তারা যখন কিছু বাইরে থেকে কিছু দিয়ে আভ্যন্তরীণ পুরস্কার নীতিকে বদলাতে চান যেমন লজেন্স, টাকা, অতিরিক্ত প্রশংসা ইত্যাদি। শিশুরা ভাবতে থাকে তাদের সাফল্য আসবে তখনই যখন তাদের কেউ পুরস্কৃত করবে। শিশুরা স্বকীয় প্রেষণা হারাতে থাকে, মনে করতে থাকে তাদের সাফল্য তখনই হবে যখন বাইরে থেকে কেউ তাদের সফলতা এনেছে বলে বিচার করবে। এই অবস্থায় শিশুদের মধ্যে আত্মযোগ্যতার অনুভূতি জাগ্রত হয় না, তারা অন্যের মূল্যায়নেই নিজের মূল্য বুঝতে চায়। আপনার শিশুর কখনো জিজ্ঞাসা করা উচিৎ নয় যে 'আমি কি ভালো করেছি', সে নিজেই নিজের সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত হবে।

অন্তর্নিহিত প্রেষণা বিকাশের জন্য শিক্ষকরা এই ধরণের নানা রকম পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন। বয়স অনুযায়ী খেলনা বা কাজ দিয়ে শিশুর জন্য এমন একটা পরিবেশ তৈরী করুন যেখানে তারা স্বচ্ছন্দ ভাবে নিজের কাজের ফলাফল দেখতে বুঝতে পারে। (যেমন এমন সব খেলনা বাছুন যেগুলির নড়াচড়া দেখা যায় ও বোঝা যায়।)

স্থায়ীত্বের জন্য ছোটদের কাজের সময় যথেষ্ট সময় দিন। যখন ছোটরা কোন কাজে গভীর মনোনিবেশ করে তখন দেখা উচিৎ তারা যেন বিনা বাধায় কাজটা শেষ করতে পারে। সাহায্যের স্বাভাবিক প্রবণতা দমন করুন। শিশুরা প্রয়োজনে ও ধারাবাহিক এবং আন্দাজ করা যায় এমনভাবে পাশে থাকুন, কিন্তু যতটা সম্ভব তাদের স্বাধীনতাও দিন। সব শিশুই স্পষ্টভাবে তার সীমা ?? জানতে চায়। খেলার সময়টা কখনো গোছালো কাঠামোর না হওয়াই ভালো। বড় এবং ছোটদের সবাইকে একসঙ্গে সরাসরি মিথষ্ক্রিয়া করবার এবং অনুসন্ধানী হওয়ার প্রচুর সুযোগ দেওয়া উচিৎ। কোনো কাজ ছোটদের এবং বড়দের একসঙ্গে করতে দেওয়া উচিৎ। এটাই আপনাকে নিরীক্ষণ করতে এবং শিশুকে উৎসাহ দিতে সাহায্য করবে। এমন পরিস্থিতি শিশুকে দিন ?? সে চ্যালেঞ্জ নিতে পারে। যেসব ?? শিশুর জন্য একটু কঠিন সেগুলো অনেক বেশি প্রেষণাদায়ক হবে এবং কাজ শেষে তাকে অনেক বেশী সাফল্যের অনুভূতি দেবে। প্রথমদিকে হতে পারে এগুলি ট্রায়াল এণ্ড এরর পদ্ধতিতে চলবে। শিশুকে নিজের সম্পূর্ণ কাজের মূল্যায়নের সুযোগ দিন। সে বেশ ভাল কাজ করেছে এটা আপনার বলা ঠিক হবে না, তাদের জিজ্ঞাসা করুন তারা 'তাদের' কাজ সম্পর্কে কি করছে, এটা নয় যে 'সে' কি ভাবছে।

নোট

প্রচুর পরিমাণে পুরস্কার দেবেন না, এটা নিজের মূল্যায়নকে খর্ব করে। শিশুর চেষ্টা ও অধ্যাবসায়ের ওপর পুরস্কার দেওয়া উচিৎ। তার সত্যিকারের কাজ সম্পাদনের ওপর নয়।

শিশুর চোখে এই পৃথিবীটা একটা অসাধারণ জায়গা। শিশুকে পৃথিবী চেনার ও আবিষ্কারের সুযোগ দিন। প্রতিটি কোনায় অপেক্ষা করছে নানা উত্তেজনাকর অভিজ্ঞতা যা শিশুর বিকাশপ্রাপ্ত মনকে বিস্মিত ও উত্তেজিত করবে। এর জন্য দরকার অল্প একটু দিক নির্দেশনা আর প্রচুর স্বাধীনতা। যখন সে তার পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য নিজে চেষ্টা করবে তখন কোন পুরস্কার বা প্রশংসা নয়। পূর্ণতার অনুভূতি তারা লাভ করবে তাদের কাজের ফলাফলের মধ্যে দিয়ে; সেটাই হবে তার পুরস্কার। অতিরিক্ত প্রশংসা ও পুরস্কার শিশুর প্রেষণা ও শিখবার ইচ্ছাকে ক্ষতি করতে পারে। মনে রাখবেন, এই প্রাথমিক বয়সে শেখবার জন্য শিশুর যে অভ্যাস ও মনোভাব গড়ে ওঠে সেটাই সারা জীবনের শিখনের মনোভাব তৈরী করে।

অগ্রগতির পরীক্ষা-4

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন—4

1. অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের বৈশিষ্ট্য কি?

---

2. কিভাবে শিশুর প্রেষণা ঘটানো যায়?

5.7 সারসংক্ষেপ :

এই এককে ধারণা গঠন কি, কি করে বিভিন্ন ধারণা বোঝার থেকে আত্মধারণা বোঝার বিকাশ ঘটে। আমরা সেই সব উপাদানগুলি লক্ষ্য করেছি যেগুলি ধারণা গঠন করতে এবং আত্মবোধের বিকাশে সাহায্য করেছে শিক্ষকের পক্ষে আত্মবোধের বিকাশের জন্য বোঝা জরুরী বা কোন পদ্ধতিতে আত্মবোধের বিকাশ হবে, শিশুর সঠিক মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের জন্য তাদের মধ্যে মূল্যবোধ, ধারণা ও প্রেষণার স্পষ্ট বিকাশ দরকার। এর জন্য আমাদের বোঝা দরকার এগুলি কি এবং কিভাবে একে উপযোগী করে তোলা যায়। শৃঙ্খলার প্রকৃত ব্যবহার দ্বারা শিক্ষক ছাত্রদের মধ্যে সঠিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে পারেন। নৈতিক বিকাশের সব শিশু যখন অন্যান্য বিষয় প্রথম শিখতে শুরু করে তখন থেকেই মনোভাবও বিকশিত হতে থাকে। পরিবারের লোকজন ও আশেপাশের ঘনিষ্ঠদের

নোট

সঙ্গে প্রথম মিথষ্ক্রিয়ার ফলেই ঘরোয়া পরিবেশে ঘরের মধ্যেই মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে। শেষ সমকক্ষ দল এবং সমাজের অন্যান্যদের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়ার ফলে শিশুর চাহিদা পূরণ ও তথ্যের উৎসের মাধ্যমে তার ভালমন্দ দুধরণের দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে। শিক্ষকদের ছাত্রদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে শিক্ষকদের নিজেদের ঝুঁকি নিতে শিখতে হবে। তাদেরকে এক একজন স্বাধীন ব্যক্তি একক তৈরী করতে হবে যাতে আরও ভালভাবে শিখন হতে পারে। সঠিক শিক্ষকরা ছাত্রদের প্রতি প্রকৃত যত্নশীল হবেন গ্রহণ করবেন বা মূল্য দেবেন। এইসব শিক্ষকরা দয়াভাব দেখাবেন, দায়িত্বভাগ করা শেখাবেন বৈচিত্র্য মেনে নেবেন, ব্যক্তিগত নির্দেশ পালন করবেন এবং সৃজনশীলতায় উৎসাহ দেবেন। এই পাঁচটি মনোভাব ও কার্যের জ্ঞানের দ্বারা তারা একজন সম্ভাবনাময় শিক্ষক হয়ে উঠবেন। তারা পূর্বের ছাত্রদের স্মৃতিতে আগ্রহের সঙ্গে রোমান্থিত হবেন। ধারণার গঠনের জন্য জ্ঞান, স্মৃতি এবং খেলা বিভিন্ন ধরণের মনোভাব বিকাশে সাহায্য করে। হ্যাঁ পিয়াঁজে এবং ভাইগটস্কি দুজনেই বুদ্ধিমত্তা ও ধারণার বিকাশে খেলার গুরুত্বের কথা বলেছেন। শিক্ষকদের বুঝতে হবে যদি ঠিক শিক্ষণের জন্য খেলার পদ্ধতিকে ব্যবহার করেন তবে ছাত্ররা শ্রেণিতে ভালভাবে বুঝতে পারবে। শিক্ষক যদি মনকে স্থির করেন, এবং ভালভাবে বোঝেন কিভাবে খেলাকে ব্যবহার করবেন তবে তিনি শ্রেণিতে নানা ধরণের বিষয়কে এবং ধারণাকে শেখাতে পারবেন। শিক্ষকদের জন্য এটাও জরুরী যে তারা শিশুর অভিভাবককে বোঝাবেন শিশুকে নিয়মিত কিছু সময় খেলতে দিতে হবে। এটি তাদের শিখন এবং শিখনের প্রেষণায়, বিকাশে খুব কাজ দেবে। শুধুমাত্র খেলাই যে শিখনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তা নয়, শিখনের প্রেষণা জোগাতেও যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যখন শিশুরা কিছু করতে চায় তখন তাদের শেখানো সহজ হয়। যখন অন্যরা তাদের কিছু করার জন্য বলে অথচ তারা সে কাজে উৎসাহিত থাকে না, যেখানে শেখানো বা শেখার জন্য প্রেষণাদান কঠিন হয়ে পড়ে। শিক্ষকদের অনাবশ্যকীয় বহু ধরণের পুরস্কার সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। এটা শিশুর প্রেষণার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে। কোন সম্পূর্ণতার জন্য প্রশংসা ঠিক হলেও এক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে যে শিশু কাজটা নিজে উৎসাহ নিয়ে করেছে। শিক্ষক তাকে ভাল বলবে বা প্রশংসা করবে, এই উদ্দেশ্য নিয়ে করে নি।

5.8 অগ্রগতি পরীক্ষার উত্তরাবলী :

1. শিশুর মনে আত্মবোধ বিকাশে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান বর্ণনা কর। শ্রেণিতে শিক্ষক কিভাবে শিশুকে সঠিক দিক নির্দেশ পারেন তার সঠিক আত্মবোধ বিকাশের জন্য?
2. ছাত্রদের ভাল মনোভাব বিকাশে শিক্ষকের দিক নির্দেশনার কি ভূমিকা থাকতে পারে?
3. শিশুর মধ্যে প্রেষণার বৃদ্ধির জন্য, শ্রেণিকক্ষে একজন শিক্ষক কি কি কৌশল অবলম্বন করতে পারেন?

নোট

5.9 প্রস্তাবিত সহায়ক পাঠ :

http://www.usea.edu/essays/vol132005/gourmeau.pdf.

Hurlock(1953)Development Psychology, A life span approach, Tata MeGraw-Hill Publishing Company Limited, Dew Delhi, India.

Dandapani.S (2010) A textbook of Advanced educational Psychology. Anmol Publications PVT.LTD. New Delhi, India.

P.Natrah (1995) Psychology, Srinivasa Publications, Mysore, Karnataka, India.

5.10 একক সমাপ্তির অনুশীলন :

1. একটা সাধারণ অনুশীলনী শ্রেণির জন্য বাছুন, শ্রেণি ছোট ছোট সমপ্রকৃতি সম্পন্ন দলে ভাগ করে তাদের কিছু কাজ দিন। বিভিন্ন ধরণের ছদ্ম মনোভাব ব্যবহার করুন এবং প্রতিটি দলকে নিরীক্ষণ করে বলুন আপনার মনোভাবের ধরণে কোন দল সবচেয়ে ভাল করেছে।
2. ছাত্রদের সর্বোচ্চ মাত্রায় তাদের মূল্যবোধকে বোঝার শিক্ষা দিন। তাদের ব্যবহারের স্তর নিরীক্ষণ করুন।
3. ছাত্রদের মনোভাবের স্তর পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন আদর্শায়িত পরীক্ষা ব্যবহার করুন।

নোট

একক —6 : শিশুর সৃজনশীলতার বিকাশ

গঠন

6.0 – ভূমিকা

6.1– শিখন উদ্দেশ্য

6.2 – সৃজনশীলতার ধারণা ও প্রকৃতি

6.3 – সৃজনশীল চিন্তার পর্যায়

6.3.1 – সৃজনশীলতার প্রভাববিস্তারকারী উপাদান

6.4 – পাঠক্রম ও পাঠক্রম বহির্ভূত কাজ দ্বারা সৃজনশীলতা বৃদ্ধির কৌশল

6.4.1 – ব্রেন স্টর্মিং

6.4.2 – তালিকাভুক্তি ও পরিবর্তনের অবদান

6.4.3 – সৃজনশীলতা পোষণের জন্য নির্দেশনার উপাদান

6.4.4 – আরও কিছু ভাবনা

6.4.5 – প্রশ্ন করা

6.4.6 – আরও কিছু কাজ

6.5 – সৃজনশীলতাকে লালনপালন করার জন্য শিখন উপকরণের বিকাশ

6.6 – সৃজনশীলতার বৃদ্ধির জন্য ICTর ভূমিকা

6.7 – সৃজনশীলতার মূল্যায়ন

6.8 – সংক্ষিপ্ত করণ

6.9 – অগ্রগতির পরীক্ষা উত্তর

6.10 – প্রস্তাবিত সহায়ক পাঠ

6.11 – একক সমাপ্তির অনুশীলন

6.0 ভূমিকা :

আগের এককে আমরা পড়েছি 'আত্ম' এই শব্দের অর্থ ও গুরুত্ব। এই এককে আমরা জানব সৃজনশীলতার প্রকৃতি এবং শিশুর মনে কিভাবে এর বিকাশ ঘটানো সম্ভব। এটা 'আত্ম'র সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। আপনারা নিশ্চয়ই সৃজনশীলতা এই শব্দটি নানা সময়েই শুনেছেন বা ব্যবহার

নোট

করেছেন। প্রতি শিশুর মধ্যেই এটি আছে তবে বিভিন্ন রূপে এবং মাত্রায়। শিশুরা নিজেকে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ করে, নতুন ধরনের প্রতিক্রিয়া, উপকরণের অ-সাধারণ কিছু ব্যবহারের পরামর্শ ইত্যাদি। অতএব এধরণের শিশুকে চিহ্নিত করে তাদের সেই চিন্তার বিকাশ ঘটিয়ে সমাজের উন্নতি ঘটানো উচিৎ।

যে কোন সমাজের উন্নতি নির্ভর করে মানুষের সৃজনশীলতার ওপর। মানুষের নানা আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে তাদের সৃজনশীলতার জন্যই। শিশুর সৃজনশীলতার বিকাশে সমাজ কতটা সুযোগ তাদের দিচ্ছে, তা নির্ভর করে সমাজের ইতিহাস এবং তত্ত্বের ওপর। বিজ্ঞানী, কবি, এবং অন্যান্যদের সৃষ্টিশীলতার কথা তো জানাই আছে। এই এককে আপনি সৃজনশীলতার বিষয়ে আরও জানবেন এবং কিভাবে শিশুর মধ্যে তাকে পালন করা যায় সেটিও ভাববেন।

6.1 শিখন উদ্দেশ্য :

এই একক পাঠের পরে আপনি যা করতে সক্ষম হবেন তা হল :

- সৃজনশীলব্যক্তির বৈশিষ্ট্য সনাক্তকরণ করতে
- ছাত্রদের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের সৃজনশীলতাকে চিহ্নিত করতে
- উচ্চমাত্রার সৃজনশীল ব্যক্তি ও নিম্নমাত্রার সৃজনশীল ব্যক্তির মধ্যে তফাৎ করতে
- একটা নির্দিষ্ট ধারণার প্রেক্ষিতে সৃজনশীলতার প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানকে চিহ্নিত করতে
- কাজের তালিকা নির্মাণ ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে
- ছাত্রদের মধ্যে সৃজনশীলতাকে লালনপালনের জন্য দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে
- ছাত্রদের মধ্যে সৃজনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রমের বিকাশ ঘটাতে

6.2 সৃজনশীলতার ধারণা ও প্রকৃতি

আপনি হয়ত দেখেছেন শিশুরা অনেক সময় মজার শব্দ ব্যবহার করে অদ্ভুত ভঙ্গিমা করে এবং নতুন আইডিয়া দেয় জানা জিনিস বা শব্দের জন্য। যেমন একজন ছাত্র পোটাটো ও টমেটো এই দুই শব্দ মিলিয়ে বল্লো পোমাটো। এটাও দেখুন এক দক্ষিণ ভারতীয় নাট্যকার যখন ছোট ছেলে ছিলেন তখন একটা কুকুরকে উল্টো করে ঝুলিয়ে বাবাকে বলেছিলেন তার সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে। যখন তার বাবা ভীষণ রেগে গিয়ে সে কেন এমন করছে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন ছেলেটি বলল 'গতকাল তুমিই আমাকে শিখিয়েছিলে যখনই একটা 'dog'কে উল্টো করা হয় তখন সে 'God' হয়ে যায়। তার বাবা একথা শুনে হো হো করে হাসতে লাগলেন।

এ ধরণের সৃজনশীল শিশুরা অনেক বেশী পর্যবেক্ষণশীল, সংযত চরিত্রের, মজা ভালবাসে এবং মজার মজার কথা বলতে ভয় পায় না। বেশীর ভাগ শিশুই সৃজনশীল হয়েই জন্মায় কিন্তু বড়

নোট

হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা সব আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে থাকে। ডেভিসের মতে 90% পাঁচ বছরের বাচ্চা উচ্চ সৃজনশীল হয় কিন্তু পঁচিশ বছরের বয়সীদের মধ্যে মাত্র 2% উচ্চ সৃজনশীল হয়। বয়সের বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সৃজনশীলতাকে নঙর্থক দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে থাকে। বড়রা যারা ছোট বাচ্চার দুষ্টুমি বা মজার কথায় আনন্দ পায় যখন তারা বয়ঃসন্ধিক্ষণে পৌঁছয় তখন তাদের কাছ থেকেই ভদ্র সভ্য ব্যবহার আশা করে। তারা ঐ সব আইডিয়াতে মজা পাবার বদলে তাকে অনেক বেশী তুল্যমূল্য বিচার করে।

সৃজনশীলতা হল একটা দক্ষতা যার ফলে একজন আবিষ্কারক অসাধারণ এবং অন্যদের থেকে বা তাদের সমানদের থেকে আলাদা হয়ে ওঠে। এইটি হল এক ধরনের ক্ষমতা যা দিয়ে তারা অনন্য ভাবে সাড়া দেয় নতুন উত্তর তৈরী করে এবং নতুন সম্পর্ক তৈরী করে। শিশু দুটি অথবা তারও বেশী অসম্পর্কিত শব্দ বা ধারণাকে জুড়ে একটা নতুন উত্তর তৈরী করতে পারে। শিশুরা যন্ত্রপাতিকে নতুনত্বের সঙ্গে ব্যবহার করেও তাদের প্রকাশ করতে পারে। আপনি হয়ত আপনার ছাত্রের দেওয়া কোন মজার উত্তর মনে করতে পারবেন। যেমন যখন শিক্ষক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন তৃতীয় নয়ন কি? এটি কোথায় থাকে? ছাত্র হয়ত উত্তর দিল সেটি তার আঙুলের মাথায় থাকে। একইভাবে যখন ছাত্রীকে বলা হল নতুন মেশিনের সম্পর্কে ভাবতে ছাত্রী উত্তর দিল সে একটা গাছ পোঁতার যন্ত্র চায়। আপনি এরকম অনেক উদাহরণ আপনার ক্লাসে বা আশেপাশে দেখতে পাবেন।

মনোবিদ্‌রা এইসব শিশুকে অ-স্বাভাবিক, নিয়মনীতি না মানতে চাওয়া, এবং কখনো কখনো অন্যরকম আইডিয়া প্রকাশে ভীত না হওয়া হিসাবে দেখতে পান। এই চিন্তাগুলো কিন্তু অন্যেরা বা তাদের সমবয়সীরা ভাবে না। সৃজনশীলতাকে কখনো কখনো সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা বা স্বকীয়তা বলে ভাবা হয়। যেমন যখন একটা ট্রাক অতিরিক্ত মাল নিয়ে ওভারব্রীজের তলায় আটকে গেল এবং লোকেরা তাকে বার করার জন্য প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে লাগল তখন একজন বালক পরামর্শ দেয় টায়ারের হাওয়া বার করে দিলে এটা কার্যকরী হতে পারে।

সৃজনশীলতার একটা রঙ্গরসিকতার দিকও আছে। আপনি যদি কোন জোকস্ প্রথমবার বলেন বা কোন ধারণাকে একেবারে নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করেন তবে তা আপনার সৃজনশীলতাকে প্রকাশ করে। এটাই যদি কেন ম্যাগাজিন বা ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করেন তবে কিন্তু তা আপনার সৃজনশীলতা হল না। যদিও মানুষ তার জন্য হাসে বা ধন্যবাদ দেয়। হাই-কু কবিতা বা লিমেরিক হল সৃজনশীল মানুষের চমৎকার উদাহরণ। বই থেকে নকল করা বা অন্যের আইডিয়া নকল করা সৃজনশীলতার বিপরীতে অবস্থান করে। একটা ক্লাসে যেখানে বহু জন কোন সমস্যা নিয়ে কাজ করে সেটি অবশ্যই সৃজনশীল। কোন একজন হয়ত তার মধ্যে সাহসী হয়ে অন্যরকম হয় অন্যরা মেনে নেওয়ার মধ্যে দিয়েই সন্তুষ্ট হয়। যখন গৌসকে বলা হয় 1 থেকে 100র যোগ করতে

নোট

শিক্ষক ভাবলেন তার হয়ত অনেক সময় লাগবে কিন্তু একটু বাদেই সে দাঁড়িয়ে বলল তার হয়ে গেছে। শিক্ষক অবাক হয়ে গেলেন। উত্তরটা এভাবে তৈরী হয়েছে। প্রথমে 50 ও 100 কে আলাদা করা হল। 1 ও 99 100 হয়, 2 ও 98 100 হয়। এইভাবে সে সব জোড়া সংখ্যা খুঁজে নিল যাতে 100 হয় এবং সেইসব জোড়া সংখ্যাকে 100র সঙ্গে গুণ করল তারপর 50 ও 100 যোগ করল এবং এভাবে 1 থেকে 100র যোগফল বার করে ফেলল।

সৃজনশীলতার ধরণ—

সাধারণভাবে সৃজনশীলতা দুই ধরণের (1) মৌখিক ও (2) অ-বাচনিক।

কবিতা গল্প, উপন্যাস এগুলি হল মৌখিক সৃজনশীলতা, এছাড়া জোকস্ বলা, হাই-কু কবিতা লেখা, আঁকা, স্কেচ করা ভাস্কর্য, ক্যারিকেচার করা কোলাজ, রঙ্গোলি করা এগুলি সবই সৃজনশীলতার প্রকাশ, আবার তরকারি দিয়ে পশুপাখী বানানো, নতুন পরিবেশে নতুন যন্ত্র ব্যবহার এগুলি অ-বাচনিক পর্যায়ের উদাহরণ।

বাচনিক সৃজনশীলতা—ধারণা ও চিন্তার বাক্যে প্রকাশ, বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্নভাবে প্রকাশ, গান, বাজনা, গল্প বলা, সিনেমা করা ডকুমেন্টারি বানানো এগুলি—বাচনিক সৃজনশীলতার মধ্যে পড়ে। আবার ধারণা প্রকাশ, ভাস্কর্য, চিত্র, বাগান করা, বনসাই, নেকচাঁদের রক গার্ডেন, বিমূর্ত ভাস্কর্য, মূর্তি, নাটক, নাচ, একাঙ্ক, লোকনৃত্য, লোকগাথা, স্থাপত্য যেমন আইফেল টাওয়ার, কুতুবমিনার, তাজমহল, লোটাস মন্দির, নানা ধরনের ডিজাইন যেমন ফ্যাশন ও ফার্ণিচার, গাড়ী মেশিন, কম্প্যুটার, মোবাইল ইত্যাদি অ-বাচনিক শ্রেণিতে পড়ে।

অগ্রগতির পরীক্ষা—1

1. ভেনলাক হল ভেঙ্কটেশ্বর এবং লক্ষ্মীর সংকর নামের একটা উদাহরণ এই শ্রেণির
   (ক) বাচনিক সৃজনশীলতা (খ) অ-বাচনিক সৃজনশীলতা
   (গ) তাত্ত্বিক সৃজনশীলতা (ঘ) ব্যবহারিক সৃজনশীলতা
2. সৃজনশীলতার বিপরীত হল (যে কোন একটি)
   (ক) মনে করা (খ) সনাক্তকরণ
   (গ) পুনরাবৃত্তি (ঘ) অনুকরণ
3. এর মধ্যে কোনটি সৃজনশীলতার সঙ্গে সবচেয়ে বেশী যুক্ত? (যে কোন একটি)
   (ক) আনুগত্যশীলতা (খ) বেশী কথা বলা
   (গ) স্বকীয়তা (ঘ) আবেগপ্রবণতা

6.3 সৃজনশীল চিন্তার পর্যায়

সৃজনশীলতা জন্মগত ক্ষমতা নয়। সমস্ত সৃজনশীলতাই প্রকাশিত হয়েছে মানুষের পর্যায়ক্রমিক

নোট

চিন্তা ও তাকে নিয়ে কাজের ওপরে। কখনও কখনও তাদের মধ্যে হঠাৎ একটা ঝলকানি জেগে ওঠে, যেটার সম্পর্কে তারা আগে থেকে নিশ্চিত ছিল না। তাই সৃজনশীল চিন্তনেরও কতগুলি নির্দিষ্ট পর্যায় আছে। আর্কিমিডিসের উদাহরণ আপনাদের বিষয়টি বুঝতে সাহায্য করবে। বেশীর ভাগ মানুষই এথেন্সের রাস্তা দিয়ে আর্কিমিডিসকে ইউরেকা, ইউরেকা বলে চিৎকার করতে করতে ছুটতে দেখেছেন ও শুনেছেন। একইভাবে শব্দ ছক সমাধান ও এই ধরণের পর্যায় অনুসরণ করে।

নিম্নলিখিত পর্যায়গুলি সৃজনশীল চিন্তনের সঙ্গে যুক্ত :

(ক) প্রস্তুতি : সৃজনশীল ব্যক্তি তার সমস্ত সংগৃহীত জ্ঞানকে সমস্যার সমাধানের জন্য উদ্ভাবনী ভঙ্গীতে বা অভূতপূর্ব বা অশ্রুতপূর্ব ভাবে কাজে লাগাতে চায়। উদ্দেশ্য, বস্তু বা ভাবনাকে নেড়ে চেড়ে উল্টেপাল্টে দেখে অন্য একটি দৃঢ় বা স্থির সিদ্ধান্তে সাফল্যের সঙ্গে পৌঁছতে চায়। এই কাজ করতে তাকে একমাত্র সাহায্য করতে পারে আগে থেকে করা পরিকল্পনা অথবা তার স্বচ্ছ-মানসিক দৃষ্টি।

(খ) মনোযোগের কেন্দ্রীভূত করণ : কেন্দ্রীভূত মন তার কাজের জন্য সব এনার্জি কাজে লাগায়। এটি পূর্বনির্দ্ধারিত লক্ষ্য বা অনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন যেকোন কিছুর জন্যই হতে পারে। অর্থাৎ মনকে জানা থেকে অজানায় স্থাপন করা।

(গ) সমস্যা থেকে মন উঠিয়ে নেওয়া (incubation বা সুপ্ত পর্যায়) : আর্কিমিডিস তার সমস্যার চিন্তা থেকে দূরে গিয়ে স্নান করতে চেয়েছিলেন। যদিও তিনি সচেতনভাবে একটা অন্য কাজ করতে চাইছিলেন, বস্তুত অবচেতন মনে তিনি কিন্তু রাজার দেওয়া সমস্যা নিয়েই ভাবছিলেন।

(ঘ) ঝলক (Flash) : আর্কিমিডিস সমস্যার সমাধান হঠাৎই খুঁজে পেলেন। তিনি দেখলেন বাথটব থেকে জল উপচে বাইরে পড়ছে। তখন তিনি 'ইউরেকা' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে এথেন্সের রাস্তা দিয়ে দৌড়তে লাগলেন এই পর্যায়ে ব্যক্তি সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পায় হঠাৎই; দীর্ঘ চিন্তনের পরে।

(ঙ) যাচাই করা (Verification) : আমার বেশীর ভাগই জানি না, ঐ একই ব্যক্তি গবেষণাগারে ফিরে এসে নানা রকমের ঘনক নিয়ে কাজ করে আর্কিমিডিসের সূত্র প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁকে অবশ্যই গবেষণাগারে দীর্ঘ সময় কাটাতে হয়েছিল এই সূত্র আবিষ্কারের জন্য।

বড় বড় বিজ্ঞানী অঙ্কবিদ, বা কবি সকলেই তাদের সৃজনশীল স্ফুলিঙ্গকে, অসহযোগী পরিবেশ সত্ত্বেও অপরিবর্তিত রাখেন। তারা অবশ্যই এরকম রক্ষণশীল সামাজিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতার জন্য বাহবা পাবেন। আসুন এ ধরনের কিছু উদাহরণ লক্ষ্য করি, যারা প্রতিকূল পরিস্থিতিকে অগ্রাহ্য করে নিজের সৃজনশীলতাকে প্রকাশ করেছেন। এডিসন স্কুল থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন, আইনস্টাইন বিজ্ঞান ও অঙ্কে পিছিয়ে পরা ছিলেন, কীটস, শেলী, এডগার রাইস বড়ো বানান ভুল করতেন, জেমস ওয়াটকে বলা হত 'Lazy Bugger' বা জঘন্য রকমের

নোট

কুঁড়ে। কিন্তু এরাই আবার আমাদের জীবনকে স্বচ্ছন্দ করেছেন। আপনি নিঃশব্দে আপনার মনে মনে সেইসব ব্যক্তিকে ধন্যবাদ দিন যারা সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কাজ করেছেন যেমন মেরী কুরী হেনরি ক্যাভেন্ডিস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদি।

6.3.1 সৃজনশীলতায় প্রভাববিস্তারকারী উপাদান

সাধারণভাবে শিক্ষাতত্ত্বের সব ছাত্রই মনে করে বংশগতি এবং পরিবেশ এই দুটির সাহায্যে সৃজনশীলতার প্রকৃতি বোঝা যায়। বংশগতির তুলনায় পরিবেশ অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বেশীর ভাগ শিশুই সৃজনশীল হয়ে জন্মায়, কিন্তু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা তা ক্রমশঃ হারাতে থাকে। তার পরিবেশে থাকা অভিভাবক, শিক্ষক, পাঠ্যবই, পরীক্ষা, স্কুলের পরিবেশ এগুলি তাদের সৃজনশীলতাকে সদর্থকের পরিবর্তে নঙর্থকভাবে প্রভাবিত করে। এটা হয় মনকে রক্ষণশীল ও সংবেদনশীলভাবে যোগ্য করে তোলার জন্য 4টি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মনোবিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যা সৃজনশীলতাকে প্রভাবিত করে, এদের বলা হয় 4P's.

(ক) ক্রিয়েটিভ প্রোডাক্ট এপ্রোচ

(খ) ক্রিয়েটিভ প্রসেস এপ্রোচ

(গ) ক্রিয়েটিভ পার্সন এপ্রোচ

(ঘ) ক্রিয়েটিভ সিচুয়েশানাল এপ্রোচ অথবা প্রেস

আসুন এই 4টি উপাদানকে পরীক্ষা করি।

(ক) সৃষ্টিশীল উপাদান মূল্যায়ন এবং বাস্তবিকভাবে দেখার জন্য সহজলভ্য হয়। কোনটা বেশী সৃজনশীল এটা বোঝার জন্য ভাল মূল্যায়নের মানদণ্ড থাকা জরুরী। সৃষ্টিশীল বস্তুর স্বকীয়তা যাচাই এর জন্য দুটি দৃষ্টিভঙ্গীর একটি হল—ব্যক্তির চোখে, অন্যটি হল সমাজের চোখে। এগুলি মূল্যায়ন করা যায় কিন্তু সময় সাপেক্ষে। রেডিওর এক সময় খুব গুরুত্ব থাকলেও আজ তা নেই। টেপরেকর্ডার আবিষ্কারের সময় এটার অনন্যতা থাকলেও আজকে আর নেই। তাই স্বকীয়তাও সময় নির্দিষ্ট। যেটা আজ স্বকীয় আগামীকাল তা নাও থাকতে পারে। এক দশক পরে তো নয়ই। কারণ প্রত্যেকটা আইডিয়ারই একটা জীবনকাল আছে।

(খ) সৃজনশীল প্রক্রিয়া (process) হল কিভাবে মানুষ ভাবছে। সৃজনশীল চিন্তনের ধাপগুলি সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। এরজন্য কখনোই নির্দিষ্ট সময় দেওয়া যায় না। 'ক' ছাত্রের আজ উদ্ভাবন হতে পারে আবার 'খ' ছাত্রের আগামীকাল। প্রত্যেক ছাত্রের প্রস্তুতি আলাদা আলাদা রকমের। যেহেতু সে মহাকাব্য উপন্যাস ছোট গল্প পড়ে থাকতে পারে।

চিন্তনের সাবলীলতা, নমনীয়তা এবং স্বকীয়তা এক ছাত্রের থেকে অন্যের আলাদা হয়। এমনকি সাবলীলতার ক্ষেত্রে এটিকে ভাগ করা যায় যেমন বাচনিক সাবলীলতা, অনুষঙ্গমূলক

নোট

(associational) সাবলীলতা ইত্যাদি নমনীয়তা হল আর একটি মাত্রা সেখানে ছাত্ররা পরস্পরের থেকে আলাদা ধরনের হয়। সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে গবেষণা দেখিয়েছে সৃজনশীলতা, অভিসারী চিন্তন ও অপসারী চিন্তনের মধ্যে পার্থক্য করে। অনুকরণ করা (simutation) কে ব্যবহার করা হয় মানুষের সৃজনশীলভাবে চিন্তা করার বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি খোঁজার জন্য।

(গ) একজন সৃজনশীল মানুষকে এভাবে দেখা হয়, মানুষটি কেমন? সৃজনশীল কে? তার ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে কোন বৈশিষ্ট্য তাকে সৃজনশীল করে তুলেছে? ইত্যাদি সৃজনশীলতার বুদ্ধিমত্তার স্পষ্টীকরণ অন্য আর একটি উপকরণ। কখনো স্বাভাবিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে দুজনের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুণাঙ্ক নিম্নমাত্রায় হতে পারে। এটি +0.36 এর আশেপাশে হবে। যার অর্থ এটি নিম্নমাত্রার কিন্তু সদর্থক পারস্পরিক সম্পর্ক। ছাত্রদের ক্ষেত্রে যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক (IQ) 120র বেশী, পারস্পরিক সম্পর্কের গুণাঙ্ক শূন্য। এটি নির্দেশ করে যে সৃজনশীল হতে গেলে কিছুটা বুদ্ধির দরকার হয় কিন্তু উচ্চ বুদ্ধিমত্তা সমসময় উচ্চ সৃজনশীলতা সুনিশ্চিত করে না।

ব্যক্তিত্বের পরীক্ষাগুলি থেকে বোঝা গেছে সৃজনশীল মানুষ এমন একটা পরিস্থিতির প্রতি সংবেদনশীল যা কিনা কিছুটা মেয়েলি বৈশিষ্ট্যযুক্ত। একইভাবে সৃজনশীল মহিলারা আরও বেশী ঝুঁকিপূর্ণ কাজ নিতে চায় বা কিছুটা পুরুষালি চরিত্রের। অর্থাৎ সৃজনশীল পুরুষ অনেকটা মেয়েলি এবং সৃজনশীল মহিলারা অনেকটাই পুরুষালি চরিত্রের।

অন্য একটি বৈশিষ্ট্য যা প্রায় সব সৃজনশীল ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায় তা হল তারা প্রভাবশালী, আত্মনির্ভরশীল, স্পষ্টবাদী, তীক্ষ্ণ রসবোধপূর্ণ, দাবীদার, আক্রমণাত্মক, আত্মকেন্দ্রিক, প্রবর্তক, কথাবার্তায় স্বচ্ছন্দ, সুশ্চিন্তা বা অভিযোগ সহজে ব্যক্ত করতে পারে।

তারা সাধারণত প্রথাগত বাধা নিষেধ থেকে মুক্ত থাকে, নিজেদের বুদ্ধিমত্তাগত কাজে স্থির থাকে। মনস্তত্ত্ব মনস্ক, অনেক নমনীয় ইত্যাদি। আবার যাদের এধরণের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য আছে সেই সব মানুষই কিন্তু সৃজনশীল হন না, তবে অন্যদের তুলনায় কিছু ভাল আইডিয়া দিতে পারেন।

(ঘ) সৃজনশীল পরিস্থিতির দ্বারাও সৃষ্টিশীলতা প্রভাবান্বিত হয়। কিছু কমন উপাদান যেমন শৈশবের দুঃখ, বা অভিভাবকের দ্বারা শিশুর অধিক গুরুত্ব লাভ, আইডিয়ার অনুসন্ধান (সময়ের পূর্বে) সিদ্ধান্ত নেওয়া, শিশু ও অভিভাবকের সম্পর্কের দূরত্ব, নিজস্ব আচরণবিধি তৈরীর ওপর ঝোঁক, প্রায়শঃই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়, এক সংস্কৃতি থেকে অন্য সংস্কৃতি বা এক দেশ থেকে অন্যদেশে বিচরণের ঝোঁক। যেটি আরও স্বাধীনতার ধারণা তৈরী করে, কিছুটা লজ্জাশীলতা, শৈশবের বা বয়ঃসন্ধিকালের একাকীত্ব, অসময়ে তার পেশাগত পরিচয়দানের চাপ না থাকা ইত্যাদি।

প্রতি ব্যক্তির প্রকাশভঙ্গী আলাদা বিশেষতঃ সৃজনশীল ব্যক্তির ক্ষেত্রে অর্থাৎ এটি গভীরভাবে ব্যক্তিগত। কিভাবে সৃজনশীল ব্যক্তি প্রকাশ করবে তা অনুমান করা কঠিন। তার সৃজনশীলতার ক্ষমতা তার মানসিকতা মুড, মূল্যবোধ এবং সর্বোপরি কোন কিছুর থেকে অনুপ্রেরণার ওপর নির্ভরশীল। এটা একটা অপূর্ব পরিস্থিতি যা সঠিকভাবে অনুমান করা যায় না।

নোট

অগ্রগতির পরীক্ষা—2

1. সৃজনশীলতা অনুসন্ধানের ভঙ্গী স্মৃতিসংক্রান্ত ভাবে বলা যায়
   (ক) 4P approach (খ) 4A approach
   (গ) 4 B approach (ঘ) 4C approach
2. সৃজনশীল চিন্তনের ধাপগুলি হল
   (ক) 4 (খ) 5 (গ) 3 (ঘ) 2
3. অভিসারী চিন্তন (convergent) এর সর্বাপেক্ষা সুন্দর উদাহরণ
   (ক) স্কুল (খ) রচনা (গ) বাড়ীর কাজ (ঘ) থিয়োরেম
4. যদি অভিভাবক প্রতি 3 বছর অন্তর বদলি হয় এবং ছাত্র তার সঙ্গে চলে যায়, তবে ছাত্রর দৃষ্টিভঙ্গী এইসব ক্ষেত্রে খুব উপকারী সাব্যস্ত হয়—
   (ক) বুদ্ধিমত্তা (খ) প্রতিফলিত চিন্তন (গ) সৃজনশীলতা (ঘ) যুক্তিসংগত চিন্তন।

6.4 পাঠক্রম ও পাঠক্রম বহির্ভূত কাজ দ্বারা সৃজনশীলতা বৃদ্ধির কৌশল

যে সব কাজ ক্লাসের মধ্যে অ্যাকাডেমিক দিকে করা হয় তাকে বলা হয় পান্ডিত্যপূর্ণ কাজ (scholastic) সাধারণতঃ এগুলি পাঠ্যবিষয় যথা বিজ্ঞান, অঙ্ক, সাধারণ বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত হয়। সহপাঠক্রমিক কাজগুলি শিক্ষক অবলম্বন করেন কিন্তু তা হয় পাঠক্রমিক কাজের বাইরে। যেমন ক্রীড়া, স্পোর্টস, বিতর্কসভা, ক্লাব গঠন যেমন সঙ্গীত ইত্যাদি বিষয়ে। বহু সংখ্যক কাজ এই পাঠক্রমিক ও সহ পাঠক্রমিক বিষয়ে করা যায়। ব্রেন স্টর্মিং হল পান্ডিত্যপূর্ণ বিষয় বা পাঠক্রমিক। যদি শিক্ষক তা কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের অংশ হিসাবে তা করতে চান। যে কোন কাজ পাঠক্রমিক বা সহপাঠক্রমিক হতে পারে। এটা নির্ভর করে কোথায় এবং কিভাবে শিক্ষক সে কাজটি করবেন।

কার্যকলাপ সৃজনশীলতাকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে। 1980 সালে একটা অনুমান করা হয়েছিল 700র বেশী কৌশল সৃজনশীলতা বৃদ্ধির জন্য অনুসৃত হতে পারে। এগুলি দুই ধরণের। (ক) কৌশল ও (খ) নির্দেশনার উপকরণ। কৌশল অনেকটাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির থেকে তা আলাদা। নির্দেশনার উপাদান জেরক্স করা যায়। এবং গবেষণাকারীরা তার ম্যানুয়ালকে পড়ে দিতে পারেন এবং ছাত্র দলে সেই উপকরণ প্রদান করতে পারেন। আসুন আমরা প্রত্যেকটির দুটি করে উদাহরণ নিই।

6.4.1 ব্রেন স্টর্মিং

এই কৌশলটি উদ্ভাবন করেছে অ্যালেক্স অসবোর্ন (Alex Osborn) মনোবিজ্ঞানী হিসাবে যিনি দেখেছেন মানুষ কিভাবে চিন্তা করে। বেশীর ভাগই আমাদের চিন্তনকে তৎক্ষণাৎ মূল্যায়ন

নোট

করে ফেলি, এমনকি তা আইডিয়ার জন্মেরও আগে। আমরা তার তড়িঘড়ি পরিসমাপ্তি ঘটাই। এই বিষয়ে অন্যে কি বলছে সে বিষয়ে ভাবি যেমন তারা মা বাবা, ভাই, বোন, সহকর্মী, বস যে কেউ-ই হতে পারে তাই অসবোর্ন চিন্তনকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। (ক) ভাবনা শক্তির স্তর ও (খ) মূল্যায়ন স্তর। দ্বিতীয় স্তরে তিনি 4টি নীতির কথা বলেছেন।

1. স্বতঃস্ফূর্ততার ওপর জোর দেওয়া হয়, ধারণাটি অস্বাভাবিক, মজাদার বা খরচ সাপেক্ষ এটির সম্পর্কে মত দিতে বলা।
2. সমালোচনা এড়ানো। আত্মসমালোচনা বা অন্যরকম সমালোচনাকে অনুমতি দেওয়া হয় না।
3. গুণবত্তা থেকে গুণবত্ত্বায় সম্প্রসারণ। আরও বেশী আইডিয়া, কারণ আরও ভালো আইডিয়া পাওয়ার সম্ভাবনা। অসংখ্য আইডিয়াকে স্বাগত জানানো।
4. হিচহাইকিং অনুমোদন অর্থাৎ আপনার ধারণাকে অন্যের ধারণার সঙ্গে যুক্ত করা।

আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী সবুজ আলো-আইডিয়ার জন্য, লাল আলো মূল্যায়নের স্তরের জন্য বেছেছেন। 6-8 জন ছাত্র বা ব্যক্তিবর্গ (বিভিন্ন প্রেক্ষিত থেকে আসা) দল গঠন করে গোল করে বসবেন তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে খোলামেলাভাবে তাদের আইডিয়া দেবে এ ব্যাপারে কারোর প্রতি কোন ভীতিমূলক মনোভাব রাখার দরকার নেই। এই আইডিয়াগুলো স্টেনোগ্রাফার টাইপ করেন বা টেপরেকর্ডারে রেকর্ড করবেন। কিন্তু তা হবে অংশগ্রহণকারীদের অজ্ঞাতসারে। মূল্যায়ন স্তরে বেশী সংখ্যক আধিকারিক এবং অল্প কিছু অংশগ্রহণকারী বসে সব রেকর্ড করা আইডিয়াগুলি নিয়ে এগুলির প্রয়োগ বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা করবেন। দেখা যাবে বহু আইডিয়াই হচ্ছে অভিনব যা অফিসারেরা আগে কখনো ভাবেন নি।

6.4.2 তালিকাভুক্তি ও পরিবর্তনের অবদান

সৃজনশীল চিন্তা হল একটা নিয়মতান্ত্রিক চিন্তন, কোনো আইডিয়াই কিন্তু আকাশ থেকে পড়ে নি। তাই নিয়মতান্ত্রিকভাবে তালিকাভুক্ত করা এবং পরিবর্তন করার গুণ থাকা দরকার। প্রত্যেকটা বিষয়েরই কিছু অবদান আছে। অবদান অর্থ হল গুণগত বৈশিষ্ট্য। আমরা একটা ক্যালেন্ডার নিয়ে ছাত্রদের বললাম এর অবদান তালিকাভুক্ত কর। দেখা গেল এগুলি হতে পারে তার নকশা, তার রঙের সমাহার। তথ্য বা শৈল্পিক উপায়ে নম্বরগুলি বা মাসের নাম ফুটিয়ে তোলা, প্রতিটি পাতায় থীম অনুযায়ী ছবি দিয়ে সাজানো। যেমন বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত, পরিবেশ প্রকৃতি, উৎসব শিশু ইত্যাদি। ক্যালেন্ডারের আকারকে করা যেতে পারে গোলাকার বর্গাকার আয়তক্ষেত্রাকার বা অন্যান্য যেকোন উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা উদ্ভুত আকার।

যদি আমরা উদ্ভাবনের কথা ও সৃজনশীলতার কথা মাথায় রাখি, তবে ক্যালেন্ডার ডিজাইনের সময়ে আমরা বহুসংখ্যক সুন্দর আকর্ষণীয় বিকল্পগুলি লক্ষ্য করতে পারি। আপনি স্বয়ং হ্যান্ডমেড

নোট

ক্যালেন্ডার তৈরী করতে চেষ্টা করুন। আপনার সৃজনশীল ক্ষমতা, অনুমান ক্যালেন্ডার ডিজাইনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করুন। সবই করুন নিজের মত করে।

6.4.3 সৃজনশীলতার পোষণের জন্য নির্দেশনার উপকরণ

বহু গবেষণাকারী এবং সৃজনশীল মনোবিজ্ঞানী বহু সংখ্যক নির্দেশনার উপকরণ তৈরী করেছেন। কভিংটন, ক্রাচফিল্ড, টরান্স, ক্রুপ্‌লের মত অনেকেই এই পরিসরে কাজ করেছেন। তাদের একটা দলে পর্যায়ভুক্ত করা যাক। ভারতে নিরফারাকে (Nirpharake) দেশমুখ, সুব্রহ্মণ্যম পিল্লাই, ভাস্কর, জেরিয়াল (Jerial) এবং আরও অনেকে ছাত্রদের মধ্যে সৃজনশীল চিন্তার পোষণের জন্য অনেক কাজ করেছেন।

(ক) পাজ্‌লের সমাধান : চার্লস-এডিসন পুত্র, বলেছেন এডিসন পাজ্‌লের সমাধান করতে ভালবাসতেন। তিনি নিজেকে খোলা মনে বহুবিধ সমস্যা এবং ধারণার সামনে রাখতেন। বেশীর ভাগ পাজ্‌লেরই একটা সূত্র থাকে। এটাকে চিনে সমাধান করতে পারলেই পাজ্‌লের সমাধান সম্ভব। অন্যথায় গতানুগতিক চিন্তার মাধ্যমে তা সম্ভব নয়। পিটার পপার এবং অন্যরা পাজ্‌লের ওপর বই লিখেছেন। ভাস্করাচার্য লিখিত অমর লীলবতী এতে বহু সংখ্যক ভারতীয় পাজ্‌ল দেওয়া আছে। আপনি এক্ষেত্রে ইলাসট্রেটেড উইকলিতে আসিমোভের পাতার কথাও স্মরণ করতে পারেন।

(খ) ধাঁধার সমাধান : আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট ভারতীয় ঋষিকে ধাঁধা তৈরী ও সমাধানে আহ্বান করেছিলেন। বহু প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় সংস্কৃতিতে সাহিত্যে ধাঁধার উল্লেখ পাওয়া যায়। দিদিমারা তাদের নাতি নাতনীকে ধাঁধার সমাধান করতে বলতেন, ভারতের সব প্রদেশে তাদের ভাষায় ধাঁধা রয়েছে। ধাঁধার সমাধানও তৈরী হল Synactic পদ্ধতির দুটি ধারার সমান। এটি হল বিদেশে উদ্ভাবিত একটা সৃজনশীলতা পোষণের কৌশল। এটার মাধ্যমে অজানাকে চেনা এবং চেনাকে অচেনা করবার কৌশল নেওয়া হয়। বেশীর ভাগ ধাঁধাই বিকশিত হয়েছে সাদৃশ্যমূলক বিষয় থেকে, হতে পারে সেটা সোজাসুজি, সহজ, সাঙ্কেতিক অথবা ফ্যান্টাসির মধ্যে দিয়ে।

(গ) অপসারী (divergent) চিন্তন প্রশ্ন : এই ধরণের প্রশ্নে অনেক উত্তর থাকে শিশুরা এর নানারকম উত্তর দেয় এবং সবগুলি প্রাসঙ্গিক হয়। আজকের পরীক্ষা ব্যবস্থায় আমরা একটা মাত্র উত্তর আশা করি তাও আবার শিক্ষকের বলা প্রশ্নে।

(ঘ) রহস্য কাহিনী : এখানে শিশুরা কাহিনীর একটা চুরি বা খুনের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকে, তারা এখানে গোয়েনদার মত আচরণ করে, বা চিন্তা করে। শিশুরা এই রহস্য কাহিনীর সমাধান পেতে আনন্দ অনুভব করে।

(ঙ) পরিণতিমূলক পরিস্থিতি : শিশুদের অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মুখোমুখি রাখা হয় এবং যখন তা ঘটে তার ফলাফল কি ঘটে দেখা হয়। ছাত্ররা নানারকম ফলাফলে খুবই আনন্দ পায়। হয়ত তারা দীর্ঘ এবং দূরাগত ফলাফলও খুঁজে পায় যা প্রাপ্তবয়স্কদেরও চমকে দেয়।

নোট

(চ) গল্প রচনা : এটি সৃজনশীলতার একটা প্রকাশভঙ্গী। যেখানে শিশুরা দেওয়া গল্পের চমৎকার নাম দেয়। মুখবন্ধ অনুযায়ী গল্প শেষ করে। অর্ধেক হওয়া গল্পের পরিণতি দান করে এবং শিরোনাম অনুযায়ী একটা পুরো গল্প লিখে ফেলে।

(ছ) কবিতা লেখা : এটাও সৃজনশীলতার অপর একটা প্রকাশভঙ্গী যেখানে তারা একটা কবিতার অন্য ধরণের শিরোণাম দেয়, অর্ধেক হওয়া কবিতাকে পূর্ণতা দেয় বা দেওয়া শিরোণাম অনুযায়ী কবিতা লেখে।

(জ) ধাঁধা তৈরী : শিশুরা এই সৃজনশীলতা -প্রকাশভঙ্গীর কাজে খুব আনন্দ পায়, যেখানে তারা অর্ধেক হওয়া ধাঁধাকে শেষ করে, তাদেরকে দেওয়া শিরোণাম, কোন নাম বা জিনিসের ওপর একটা পুরো ধাঁধা তৈরী করে।

6.4.4 আরও কিছু ভাবনা

নিচে আরও কিছু সৃজনশীল চিন্তনের বিকাশের উপযোগী আইডিয়া দেওয়া হল। এগুলি বহু লেখকই অনুসরণ করেছেন।

(ক) কখনো ছাত্রকে 3 বা 4টি অক্ষর দেওয়া হয় বলা হয় প্রতিটি অক্ষর দিয়ে শব্দ বানাতে যাতে একটা অর্থবহ বাক্য তৈরী হতে পারে।

(খ) কখনো ছাত্রদের সাম্য, গণতন্ত্র, অহিংসা এইসব কাজ দিয়ে বলা হয় তার ওপরে ছবি চিত্রিত করতে।

(গ) প্রত্যেক সংস্কৃতিতেই রূপকথার গল্প আছে যা কল্পনাশক্তিকে বাড়িয়ে তোলে, সংস্কৃত, হিন্দী, ইংরাজী অন্যান্য ভাষায় এরকম প্রচুর রূপকথার গল্প আছে, এমনকি কল্পবিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনীও এ ব্যাপারে সাহায্য করে, জুলে ভার্ন, অলডাস হাক্সলি এরা হলেন সেই ধরণের লেখক যারা কল্পবিজ্ঞান কাহিনী রচনা করেছেন।

(ঘ) আইডিয়া ধরার কৌশল - আমরা সবাই জানি যে আমাদের একটা জাগরণ পর্যায় এবং সুপ্তি পর্যায় আছে। এর মাঝামাঝি সময় সৃজনশীল চিন্তনের জন্য খুবই উর্বর সময়। ছাত্রদের বলা যেতে পারে তারা যেন একটা পেন্সিল আর নোটবুক বিছানার পাশে রাখে যখন তারা আধঘুমে থাকবে, তখন তাদের মনে অনেক বিচিত্র আইডিয়া ঘোরা ফেরা করে, তারা সেগুলিকে ঘুমোবার আগে লিখে রাখতে পারে এবং 2/3 দিন বাদে সেই খাতা পড়ে তাদের আইডিয়াকে আরও বিস্তৃত করতে পারে।

6.4.5 প্রশ্ন করা

শিক্ষক ও গবেষকরা নানা ধরনের প্রশ্নাবলী তৈরী করেছেন সেগুলি সৃজনশীলতার বিকাশে সাহায্য করতে পারে।

নোট

1. পুনরায় সংজ্ঞায়িত প্রশ্নাবলী : এই ধরণের প্রশ্নে শিশুকে কোন বস্তু প্রাণী ব্যক্তি অথবা ঘটনাকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করতে বলা হয়। এই প্রশ্নগুলি একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী সামনে আনে এবং শিশুরা অ-সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন হয় এবং নিশ্চিত ভাবে যা হতে পারে তার বাইরে তাকাতে শেখে।

   (ক) কেন ফাউন্টেন পেনকে কলের মত বলা হবে?

   (খ) কিভাবে ঘড়ি ক্যালেন্ডারের থেকে আলাদা?

   (গ) কিভাবে মুখ ও টিভি সমার্থক?

2. পরিণতিদায়ক প্রশ্নাবলী : এই ধরনের প্রশ্নে এমন একটা পরিস্থিতি বা ঘটনার অবতারণা করা হয় যা কখনো ঘটেনি বা কখনো ঘটবে না। এই প্রশ্নগুলি শিশুদের যদি সেই ঘটনাগুলি ঘটে তবে তার পরিণতি সম্পর্কে কল্পনা করতে সাহায্য করে।

   (ক) মনে কর হঠাৎই পৃথিবীতে পেট্রোল সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেল।

   (খ) যদি এটি প্রচলিত মাপের নীতির বাইরে হয়।

   (গ) ধরে নাও সারা পৃথিবীর মানুষ যদি পাগল হয়ে যায়।

3. অনুমানভিত্তিক প্রশ্নাবলী : এখানে ছাত্ররা তাদের সংগৃহীত তথ্যের (তাদের শিখন) বাইরে গিয়ে তাদের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সংমিশ্রণ করে।

   (ক) যদি তুমি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হও

   (খ) যদি তুমি হঠাৎ একটা পিঁপড়ে হয়ে যাও।

4. উত্তেজনাকারী প্রশ্ন : শিশুদের এমন একটা অনুচ্ছেদ দেওয়া হবে যেখানে প্ররোচক প্রশ্ন দেওয়া হবে। এটি তাদের কল্পনাশক্তিকে বাড়াতে এবং ঐ অনুচ্ছেদে যে তথ্য তাদের কাছে দেওয়া আছে তার বাইরে যেতে সাহায্য করবে।

   (ক) গান্ধিজী যদি আজও বেঁচে থাকতেন তবে তিনি কি করতেন?

   (খ) তুমি কি মনে কর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হলেন আজকের সঠিক নেতা?

5. প্রশ্ন যেখানে নতুন সম্পর্ক খোঁজে : কখনো মনে হতে পারে এধরণের প্রশ্ন হল মজার বা পাগলের মত, এটি আবার ছাত্রদের মনে হতাশাও তৈরী করতে পারে। কিন্তু তারা পরে এটির বিষয়ে আনন্দ পাবে।

   (ক) একটি মাস কি একটা মাইল?

   (খ) একটা দিন কি একটা সপ্তাহ?

6. অপসারী (divergent) প্রশ্ন : এই প্রশ্নে শিশুকে এক প্রশ্নে একই উত্তর এই ধারণা থেকে মুক্ত হতে হবে। এবং অনেক প্রাসঙ্গিক উত্তরের জন্য তৈরী হতে হবে। এরজন্য অবশ্য সময় বা মূল্য কোনটিই এর প্রার্থিত উত্তরের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

নোট

(ক) একটা শহর মাটির তলা থেকে খুঁড়ে বার করা হল? এই শহরটির মাটির তলায় তলিয়ে যাওয়ার কি কি কারণ হতে পারে?

(খ) একটা কুমীরপূর্ণ জলাশয় : জলাশয়ের মাঝে একটা খুঁটি পোতা আছে তোমাকে দড়ি দিয়ে বলা হল খুঁটির মাঝে এটি দিয়ে গিঁট বাঁধতে হবে।

7. চ্যালেঞ্জিং অনুমানমলক প্রশ্ন : এই প্রশ্নগুলি শিশুকে বাস্তব পৃথিবীর কার্যকারীতা বুঝতে সাহায্য করে। যেগুলি বহু বছর ধরে মেনে আসা হচ্ছে এমন ধারণাকে প্রশ্ন করা হয়। এটা মনকে আলোড়িত করে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে সাহায্য করে।

(ক) কেন আমাদের অভিভাবকদের শ্রদ্ধা করতে হবে?

(খ) স্লোগান, ব্র্যান্ডেড নামের তকমাকে চ্যালেঞ্জ জানানো ইত্যাদি।

8. ভবিষ্যতের সুরাহাকারী প্রশ্ন : এই প্রশ্নগুলি ছাত্রদের ভাবনা ও পুনর্ভাবনা করতে সাহায্য করে যার থেকে নতুন আবিষ্কার উঠে আসবে। তারা ছাত্রদের বিষয়টিকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখতে এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে ভাবতে সাহায্য করে।

(ক) রাস্তার যানচলাচল ব্যাহত না করে একটা সুড়ঙ্গ খোঁড়ার যন্ত্র

(খ) আপেল কুড়োনোর মেশিন

(গ) উন্নত ধরণের ছাতা

(ঘ) উন্নত ধরণের দুধের বোতল

যখন এই প্রশ্নগুলি দেওয়া হবে তখন একটা বিশৃঙ্খলা হতে পারে। শিক্ষককে সেটি মেনে নিতে হবে। তিনি ছাত্রদের বলবেন ভাবনাগুলিকে লিখে ফেলতে। কারণ যদি কেউ বলতে শুরু করে তখন অন্যরা চিন্তা বন্ধ করে দেবে। এই পদ্ধতিতে এটা হবে :

(ক) লেখার স্তর

(খ) গুচ্ছ ভাবনা পর্যায় (প্রতিক্রিয়াগুলি বোর্ডে লেখা হবে)

(গ) পুনঃসম্মিলনী পর্যায় (শিশুদের ধারণার ভাবনা ও পুনঃ মিশ্রণ করতে বলা হবে—হিচহাইকিং ও ব্রেন স্টর্মিং পদ্ধতি)

6.4.6 আরও কিছু কাজ

এই কাজগুলিকে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে সৃজনশীলতার বিকাশের জন্য। এগুলি হল—

1. অনুভূতি প্রবণতার অনুশীলন

(ক) মেঘের মধ্যে কি আকার দেখতে পাচ্ছ?

(খ) বাড়ীর মধ্যে কি ধরণের শব্দ শুনতে পাচ্ছ?

(গ) এই শস্যগুলিকে ছুঁয়ে তার নাম বল

নোট

(ঘ) যখন মাঠে যাবে তখন কিসের গন্ধ পাচ্ছ তালিকা কর। ইত্যাদি

2. পর্যবেক্ষণ : একটা রুমাল বা কলমকে পর্যবেক্ষণ করতে বলে তার পর্যবেক্ষণ তালিকাভুক্ত করা

   ডঃ শীবার্গ একটা মোমবাতি ও জ্বলন্ত মোমবাতির 52 রকমের পর্যবেক্ষণ তালিকাভুক্ত করেছেন।

3. শ্রেণীকরণ : শিশুদের 1-100 পর্যন্ত সংখ্যার শ্রেণিকরণ করা অথবা তাদের নিজেদের শ্রেণিকরণ করতে বলা

4. অনুপ্রাস : শিশুদের একই অক্ষরের শব্দের তালিকা করে তার থেকে বাক্য তৈরী করতে বলা যেমন কলা, কথা, কলম, ক্লাব, কফি ইত্যাদি

5. বহুবিধ ব্যবহার : শিশুদের খবরের কাগজ বা ব্যবহৃত রিফিলের সাধারণ, অ-সাধারণ নানারকম ব্যবহার তালিকাভুক্ত করা

6. কাল্পনিক গল্প বলা : যেমন স্ফিংস, গণেশ ইত্যাদি শিশুদের কল্পনা করতে বলা হল একটা মানুষ ও পাখীর মিশ্রণের কল্পনা করতে। এর সম্পর্কে ছবি বানাতে এবং কি করে এটি পৃথিবীতে এল তা নিয়ে গল্প বানাতে।

7. আবিষ্কার : শিশুদের একটা নতুন পদ সম্পর্কে ভাবতে বলা হল, তার জন্য উপকরণ, তৈরীর পদ্ধতি এবং সম্ভাব্য স্বাদ এবং পদের একটা নতুন নাম দিতে বলা হল।

8. জানা জিনিসের সম্ভাব্য সবরকম ব্যবহার তালিকা করা, যেমন ইঁট, টিনের কৌটো, সক্রু ড্রাইভার, ছুঁচ ইত্যাদি।

9. শিশুদের প্রত্যেকটা টপিকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত শব্দ খুঁজে তালিকা করতে বলা যেমন সাপ, রং, অনুভূতি ইত্যাদি।

10. ছাত্রদের প্রকৃতিতে খাবারে পাওয়া রঙের সম্ভাব্য সবরকম উপমা সম্পর্কে ভাবা। যেমন ঘাসের সঙ্গে লেটুস পাতা, দুধের সঙ্গে বরফ।

11. ছাত্রদের যে শব্দগুলি দেওয়া হয়েছে তার সম্পর্কে সব রকম প্রতিশব্দ ভাবতে বলা বা বিপরীত শব্দ খুঁজতে বলা।

12. ছাত্রদের Mc. Kenna র সেটে আরও কিছু স্ক্রু এবং কাঠের টুকরো জুড়ে আকার ও আকৃতি বানানো

13. কাঠের তক্তা থেকে ছাত্রদের ঘনক ও অর্ধঘনক কেটে তা জুড়ে নতুন আকৃতি বানানো

14. ছাত্রদের 7 খন্ডের পাজ্‌ল ব্যবহার করে (Tangram) নতুন নতুন আকার আকৃতির জন্ম দেওয়া

15. ছাত্রদের বিভিন্ন দিকে লাইন টেনে একটা নতুন ফিগার বানানো যেমন $6 > 0\} \times$ etc

নোট

16. ক্রসওয়ার্ড পাজল বা ম্যাগাজিন বা কাগজের শব্দছক সমাধান করা

17. ছাত্রদের নতুন শব্দের ও আইডিয়ার মিশ্রণ ঘটানো যেমন বস্তু বা প্রাণীর নামের তালিকা থেকে শব্দ জুড়ে নতুন নামে পৌঁছানো।

18. ছাত্রকে একটা শব্দের সঙ্গে অ—ঃ পর্যন্ত যেকোনে অক্ষর আগে বসিয়ে নতুন শব্দ বানানো

19. শব্দের অংশবিশেষ জুড়ে নতুন শব্দ বানানো। যেমন—পোটাটো ও টোমাটো — পোমাটো

(ii) স্যান্ডাল উড ও টারমারিক — সনতুর

(iii) সঞ্জনা ও শোদান — সনশো

20. ছাত্রদের নতুন মেশিন তৈরী করতে বলা

যথা—(i) তাস বাঁটোয়ারার মেশিন

(ii) গাছ পোঁতার মেশিন

21. ছাত্রদের পুরোনো যন্ত্র বা বস্তুর নতুন ডিজাইন করতে বলা

যথা—(i) ডাস্টার

(ii) পেন

22. ছাত্রদের আশপাশ থেকে লেবেল, ব্র্যান্ড নাম ইত্যাদি খুঁজে দেখা যেগুলি বিনা প্রশ্নে মেনে নেওয়া হয়েছে

যথা—(i) ট্রাকের বিষয়ে গণ-পেশা

(ii) বাসের পেছনে হর্ন বাজানো। ইত্যাদি।

6.5 সৃজনশীলতাকে লালনপালনের জন্য শিখন উপকরণের বিকাশ

যখন শিক্ষক সৃজনশীলতার বিকাশে মন দেন তখন তাকে অনেক ধৈর্য্য, খোলা মনের হতে হয়। নিজের বিরক্তি রাগ হতাশা এসবকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। একটা সময় ছাত্রদের সঙ্গে তাকেও দেখায় তিনি যেন বিভ্রান্ত হচ্ছেন। শিশুদের চিন্তার স্বাধীনতা দেওয়া দরকার। যেখানে ইচ্ছে সেখানে বসতে দেওয়া দরকার। এককথায় শিক্ষককে ক্লাসে একটু বিশৃঙ্খলাকে সহ্য করতে শিখতে হবে। Torrance ও Myers কিছু নীতি বলেছেন তাদের জন্য যারা শিশুদের মনে সৃজনশীলতা বপন করতে চান।

(ক) শিশুর ধারণার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া

(খ) কাল্পনিক ও স্বাভাবিকের থেকে অন্যরকম আইডিয়ার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া

(গ) ছাত্রদেরকে বোঝানো যে তাদের আইডিয়ারও মূল্য আছে।

(ঘ) নিজে পড়ার শিখনকে উৎসাহ ও মূল্যায়ন করা

(ঙ) মূল্যায়নকে কারণ ও ফলাফলের সঙ্গে যুক্ত করা

নোট

এই নীতিগুলি শিক্ষকদের বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের শিখন উপকরণের বিকাশের জন্যও উপযোগী। এই শিখন উপকরণের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে।

(ক) এই কাজগুলির বহুসংখ্যক প্রতিক্রিয়া থাকবে।

(খ) এই কাজগুলি মুক্ত সমাপনের (open-ended) হবে।

(গ) এগুলি আয়ত্বের মধ্যে থাকবে যাতে ছাত্ররা নমনীয় চিন্তন করতে পারে।

(ঘ) কাজগুলি ব্যক্তিগত স্তরের দক্ষতা যেমন সাবলীলতা, নমনীয়তা, স্বকীয়তা, অনুসন্ধিৎসা, দীর্ঘস্থায়িতা, বিস্তৃতি এবং সমস্যার প্রতি অনুভূতিশীল হওয়াকে বিকশিত করবে।

(ঙ) কাজগুলি তাৎক্ষণিক ভাবে প্রয়োগ করা না গেলেও শ্রেণিতে তার মূল্য আছে।

(চ) আপনি ধাঁধা, পাজল, রহস্য কাহিনী এবং অপসারী চিন্তন প্রশ্নকে ক্লাসে ব্যবহার করতে পারেন।

(ছ) এই কাজগুলি অবশ্যই কল্পনা বিকাশ ঘটাবে এবং বাঁধাধরা কোন আচরণকে উৎসাহ দেবে না।

(জ) সৃজনশীল গবেষকদের মডেল থেকেও কাজগুলি হতে পারে।

(ঝ) কাজগুলি পাঠ্যবইএর বিষয়ের বিস্তৃতিও হতে পারে। এগুলি প্রকৃতিতে বিষয়ভিত্তিক হয়ে উঠবে।

(ঞ) শিক্ষক ক্লাসে কাল্পনিক কাহিনী বলবেন যাতে ছাত্ররা নেতৃত্ব দানের উপযুক্ত হয়।

(ট) শিক্ষক যদি কাজটিকে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখেন তবে যে কোন কাজই সৃজনশীলতা বিকাশ করতে পারে।

(ঠ) সাধারণ কাজও সৃজনাত্মক কাজে পরিণত হতে পারে যদি তাতে কিছু নতুন দৃষ্টিভঙ্গী যুক্ত হয় বা কিছু বাদ যায়।

(ড) আপনি আপনার সংস্কৃতি থেকে গল্প থেকে সেই গল্পগুলি খুঁজে বার করুন যা কিছুটা অনুপ্রেরণামূলক এবং তাতে সৃজনশীলতার ছোঁওয়া আছে।

(ঢ) আপনার সংস্কৃতির মহাকাব্য, প্রাচীন সাহিত্য ইত্যাদি সংগ্রহ করা যেতে পারে।

এডওয়ার্ড বোনোর পার্শ্বীয় (laternal) চিন্তার ওপর কাজের অনেকটা মূল্য আছে। তিনি অনুমান করেছেন আমরা শিশুদের চিন্তা করতে শেখাতে পারি না। ভারতীয় প্রেক্ষিতে এটা আরও সত্যি যে আমরা শুধু পরীক্ষায় পাসের জন্য শিখনে উৎসাহ দিই। ক্লাসগুলি হয়ে ওঠে কেবলমাত্র পাঠ শোনার ক্লাস, অনুসন্ধানের কেন্দ্র নয়।

6.6 সৃজনশীলতা বৃদ্ধির জন্য ICTর ভূমিকা

নানা ধরণের ICTর হাতিয়ার পাওয়া যায় যা শিক্ষক সৃজনশীলতা বাড়াবার কাজে লাগাতে পারেন।

নোট

যেমন তাৎক্ষণিক পাওয়া যেতে পারে এমন উপকরণ হল ব্ল্যাকবোর্ড, পোস্টার, চার্ট, ক্যাসেটপ্লেয়ার, প্রোজেক্টার, এবং কখনো কখনো কম্প্যুটার।

এই প্রত্যেকটিই কাজে লাগানো যেতে পারে। যেমন ব্ল্যাকবোর্ড বা চার্ট একটা ছবির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। যার ওপরে ছাত্ররা গল্প লিখবে। কম্প্যুটার কিছু বিমূর্ত ছবি দেখিয়ে সেগুলিকে ব্যাখ্যা করতে বলা যাবে। পাজল এবং ধাঁধা যেগুলি ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় সেগুলি প্রত্যেকে সামাধান করতে পারে, কারো সাহায্য ছাড়াই। রহস্য প্লট এবং অপসারী চিন্তন প্রশ্ন কম্প্যুটারের ছবির সাহায্যে করা যেতে পারে যাতে ছাত্ররা সমস্যা বুঝে সৃজনাত্মক ভঙ্গীতে তার সমাধান করতে পারে। কম্প্যুটারে অঙ্গসংস্থান সংক্রান্ত সংশ্লেষণ করা যেতে পারে যেখানে স্থিতিমাপকের (parametre) বিস্তারিত বর্ণনা আছে, এবং তার সাহায্যে একটা নতুন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা যেতে পারে। এগুলি অবশ্য সবই অল্প কয়েকটি পরামর্শ। শিক্ষকরা ICTকে আরও নানাভাবে ব্যবহার করতে পারেন তাদের সৃজনশীল চিন্তা দিয়ে।

অগ্রগতির পরীক্ষা—3

1. ব্রেন স্টর্মিং পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন

   (ক) Covington (খ) Crutech field

   (গ) Osborn (গ) Cropley

2. ধাঁধার সমাধান —— পদ্ধতির সমার্থক

   (ক) Synectic (খ) ব্রেন স্টর্মিং

   (গ) তালিকাকরণ ও পরিবর্তন (ঘ) ল্যাটারাল (পার্শ্বীয়) চিন্তন

3. পাজ্‌লের সমাধানে —— প্রয়োজন হয়।

   (ক) শব্দ (খ) বুঝতে পারা

   (গ) বন্ধ সমাপন (ঘ) ক্লু

4. প্রথম মনোবিজ্ঞানী যিনি 1950 সালে সৃজনশীলতার দিকে মনোবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, তিনি হলেন—

   (ক) Cropley (খ) Torrance

   (গ) Guilford (ঘ) Khatena

5. শিক্ষক যিনি সৃজনশীলতার বিকাশ চাইছেন তার অবশ্যই —— প্রবণতা থাকতে হবে।

   (ক) ছাত্রদের অসন্তুষ্ট করা (খ) কর্তৃপক্ষকে অসন্তুষ্ট করা

   (গ) শৃঙ্খলাকে সহ্য করা (ঘ) বিশৃঙ্খলাকে সহ্য করা

নোট

6. কল্পবিজ্ঞান ছাত্রদের মধ্যে —— বিকাশ ঘটায়

(ক) যুক্তিসংগত চিন্তন (খ) কল্পনা

(গ) অবরোহী চিন্তন (ঘ) আরোহী চিন্তন

6.7 সৃজনশীলতার মূল্যায়ন

গিলফোর্ড (Guil Ford) ও টরান্স (Torrance) প্রথম মনোবিজ্ঞানী যারা সৃজনশীলতার মূল্যায়ন করেছিলেন। তারা দেখেছিলেন সৃজনশীলতা অনেকগুলি ক্ষমতার জন্ম দেয়। এগুলি হল

1. সাবলীলতা—বহু প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে চিন্তা করতে পারা
2. নমনীয়তা—বৈচিত্র্যপূর্ণ উত্তর বিষয়ে চিন্তা করতে পারা
3. স্বকীয়তা—বুদ্ধির সঙ্গে এবং অ-সাধারণ উপায়ে চিন্তনের ক্ষমতা
4. অনুসন্ধিৎসুতা—কৌতূহল থেকে বহু সংখ্যক প্রশ্নের জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা
5. স্থায়িত্বকরণ—সমস্যার সঙ্গে ব্যর্থতা সত্ত্বেও দীর্ঘ সময় ধরে লেগে থাকার ক্ষমতা
6. বিস্তৃতিকরণ—দেওয়া সমস্যা বা পরিস্থিতির সঙ্গে বিস্তৃত করে কিছু যুক্ত করার ক্ষমতা

সমস্যার প্রতি অনুভূতি পরায়ণতা কিছুটা মেয়েলি বৈশিষ্ট্যের আবার ঝুঁকি গ্রহণ পুরুষালি বৈশিষ্ট্য বলে ধরা হয়। তাই সৃজনশীল ব্যক্তির মধ্যে এই দুই বৈশিষ্ট্যই থাকে। এইসব বৈশিষ্ট্য একসঙ্গে হলে তবেই সৃজনশীলতা হয়, কোন একটা থাকলে নয়। বিজ্ঞানী, কবি, স্থপতি, বিজ্ঞাপন জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি সৃজনশীলতা প্রদর্শন করে থাকে।

এই বৈশিষ্ট্যগুলির ওপর নির্ভর করে পরীক্ষার দ্বারা সৃজনশীলতার মূল্যায়ন সম্ভব। নিরীক্ষণের ওপরেও মূল্যায়ন নির্ভরশীল। তার সঙ্গে যুক্ত হবে নিজে নিজে করা কাজের তালিকা। তালিমপ্রাপ্ত নিরীক্ষকই শিশুর অ-সাধারণ উত্তর বুঝতে পারবেন। যেমন একটা যন্ত্রের বিকাশ ঘটানো ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি বুঝবেন শিশুটি অন্যদের তুলনায় বেশী সৃজনশীল।

পরীক্ষার কৌশল : Torranceএর পরীক্ষা সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। Guilford এর পরীক্ষা বুদ্ধিমত্তার গঠনের ওপর নির্ভরশীল। ভারতে BaQer Mehdi ও B.K. Passi (বেকার মেহ্দী ও বি.কে.পাসী) প্রথম সৃজনশীলতার পরীক্ষার উদ্ভাবন করেন। পাসী পরীক্ষাতে নিম্নলিখিত উপঅভীক্ষা আছে।

(ক) দৃশ্যমান সমস্যা পরীক্ষা : এই পরীক্ষায় 4টি প্রশ্ন ছাত্রকে দেওয়া হয় এবং পোষ্টকার্ড, গীর্জা প্রভৃতির খুঁত ও সমস্যা লিখতে বলা হয়।

(খ) অ-সচরাচর ব্যবহার অভীক্ষা : এর 2টি প্রশ্ন থাকে, ছাত্ররা সেখানে বস্তুগুলির সচরাচর ও অসচরাচর ব্যবহার উল্লেখ করে। যেমন একটুকরো কাপড়, একটা বোতল ইত্যাদি

(গ) ফল কি হতে পারে অভীক্ষা (Consequence) এই অভীক্ষায় ছাত্রকে অস্বাভাবিক

নোট

পরিস্থিতিতে কি ফল হতে পারে তার সম্পর্কে লিখতে বলা হয়। যেমন—(i) ধরে নাও সবাই পাগল হয়ে গেছে (ii) অনুমান করো সব মেয়েরা ছেলে হয়ে গেছে ইত্যাদি।

(ঘ) অনুসন্ধিৎসা অভীক্ষা : এই পরীক্ষায় ছাত্রকে মাত্রামাপক ও প্ল্যাকার্ডে বহু প্রশ্ন লিখতে বলা হয়।

(ঙ) স্থায়িত্বের অভীক্ষা : এই অভীক্ষায় ছাত্রকে ঘনক, অর্ধঘনক এবং ঘনক্ষেত্ররূপী কিছু সেট দেওয়া হয়। তাদের বলা হয় এর সাহায্যে যতগুলি সম্ভব ততগুলি বিভিন্ন ধরনের আকার বানাতে।

(চ) বিস্তৃতিকরণ অভীক্ষা : ছাত্রদের অসম্পূর্ণ ফিগার দেওয়া হয় ছাত্রদের তাকে বিস্তৃতভাবে সম্পূর্ণ করতে হবে।

টরেন্স ও গিলফোর্ডের পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে গবেষকরা আরও নানাবিধ অভীক্ষা তৈরী করেছেন।

অগ্রগতির পরীক্ষা—4

1. যদি ছাত্র উত্তরে বৈচিত্র্য সম্পর্কে ভাবে। এই ক্ষমতাকে বলা হয়....
   (ক) সাবলীলতা (খ) নমনীয়তা
   (গ) স্বকীয়তা (ঘ) ধরে রাখার ক্ষমতা
2. একটি বুদ্ধিদীপ্ত অনন্য ও অ-সচরাচর প্রতিক্রিয়াকে বলা হয় .....
   (ক) সাবলীলতা (খ) নমনীয়তা
   (গ) স্বকীয়তা (ঘ) স্থায়িত্বকরণ
3. প্রথম গবেষক যিনি সৃজনশীলতার অভীক্ষা করেন, হলেন—
   (ক) গিলফোর্ড ও টারম্যান (খ) টরান্স ও টারম্যান
   (গ) গিলফোর্ড ও ক্যাটেল (ঘ) গিলফোর্ড ও টরান্স
4. যদি কোন ছাত্র একটি গীর্জার ছবিতে 7টি খুঁত বার করে অন্য ছাত্র 3টি তবে এই ক্ষমতাকে বলা হবে—
   (ক) সাবলীলতা (খ) নমনীয়তা
   (গ) স্বকীয়তা (ঘ) স্থায়িত্বকরণ

6.8 সংক্ষিপ্তকরণ

সৃজনশীলতা হল একটি ক্ষমতা যা নতুন উত্তর নতুন সম্পর্কের সূচনা করে। এর উদাহরণ সহ অর্থ আলোচিত হয়েছে। অভীক্ষা ব্যবহার করা হয় এর মূল্যায়নের জন্য। এবং এগুলি বহুসংখ্যক ছাত্রকে নিয়েই করা হয়। এই অভীক্ষাগুলি হল দৃশ্যমান সমস্যা অভীক্ষা, অ-সচরাচর অভীক্ষা ফল কী হতে পারে অভীক্ষা, অনুসন্ধিৎসা অভীক্ষা, স্থায়িত্ব অভীক্ষা ও বিস্তৃতিকরণ অভীক্ষা।

নোট

সৃজনশীল চিন্তন একটা ধারাবাহিক চিন্তন যার সঙ্গে যুক্ত আছে অনুপ্রেরণা। সৃজনশীলতার পর্যায়গুলি ব্যক্ত করার জন্য আর্কিমিডিসের উদাহরণ হল সবচেয়ে ভালো উদাহরণ। এগুলি হল প্রস্তুতি, মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত করা, সমস্যা থেকে সরে যাওয়া বা সুপ্ত পর্যায় (incubation), উদ্ভাবন (flash) এবং যাচাই করা (verification).

বংশগতি এবং পরিবেশ এই দুটি সৃজনশীলতাকে প্রভাবিত করে। এর মধ্যে পরিবেশ প্রভাবিত করে বেশী। মনোবিজ্ঞানীরা 4টি 'P'কে চিহ্নিত করেছেন সহজে মনে রাখবার জন্য, তারা হল ক্রিয়েটিভ প্রোডাক্ট অ্যাপ্রোচ, ক্রিয়েটিভ প্রসেস অ্যাপ্রোচ, ক্রিয়েটিভ পার্সন অ্যাপ্রোচ ও ক্রিয়েটিভ প্রেজেন্টেশন বা সিচুয়েশন অ্যাপ্রোচ। নানাবিধ কৌশল ও কার্যকলাপ আলোচনা করা হল নির্দেশনার উপকরণ সম্পর্কেও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

6.9 অগ্রগতির পরীক্ষার উত্তরাবলী

অগ্রগতির পরীক্ষা—1

1. ক
2. খ
3. গ

অগ্রগতির পরীক্ষা—2

1. ক
2. খ
3. ঘ
4. গ

অগ্রগতির পরীক্ষা—3

1. গ
2. ক
3. খ
4. গ
5. ঘ
6. খ

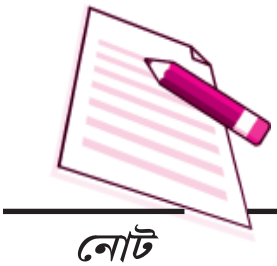

নোট

অগ্রগতির পরীক্ষা—4

1. খ
2. গ
3. ঘ
4. ক

একক সমাপ্তির প্রশ্নের উত্তর

1. সৃজনশীল ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের তালিকা করুন।

   সৃজনশীল ব্যক্তির এই ধরনের বেশীর ভাগ বৈশিষ্ট্য থাকে, যেমন প্রভাবশালী, আত্মবিশ্বাসী, স্পষ্টবক্তা, তীক্ষ্ণ রসবোধ, আক্রমণাত্মক, আত্মকেন্দ্রিক, লেগে থাকা, বাচনিক সাবলীলতা, তুলনামূলকভাবে ভীতি ও অভিযোগ করা থেকে দূরে থাকে।

2. 3টি অনুশীলনের কথা বলুন যা পার্শ্বীয় চিন্তনকে বিকশিত করে আপনার তালিকায় থাকবে

   (1) কেন প্রশ্ন (2) তারপর প্রশ্ন ও (3) চ্যালেঞ্জিং অনুমান।

3. ধারণা স্তরের নীতিগুলি উল্লেখ করুন

   ধারণা স্তরের 4টি নীতি হল

   1. অবাধ উচ্ছ্বাসে জোর দেওয়া
   2. সমালোচনা এড়ানো
   3. গুণবত্তা থেকে গুণবত্তার জন্ম
   4. হিচহাইকিং কে অনুমোদন দেওয়া

4. এক সেট প্রশ্নের তালিকা করুন যা সৃজনশীলতাকে পোষণ করতে সাহায্য করবে।

এই প্রশ্নগুলি উপকরণের বৈচিত্র্য থেকে বিকশিত হবে। যেমন পাজ্‌ল, ধাঁধা, রহস্য প্লট, আনুমানিক বা কল্পিত প্রশ্ন।

6.10 প্রস্তাবিত সহায়ক পাঠ

Baker. Samn, S. (1962) Your key to Creative Thinking New York : Harper and Row Publishers

Bhaskara. S. (1990) The effective of instructional Materials on Verbal Creativity New Delhi: Uppal Publishing House

নোট

De Bono. (1970) Lateral Thinking : A Text Book of Creativity London: Word Lock Educational Ltd.

Guilford. J.P. (1967) The Nature of Human Intelligence.New York: McGraw Hill

Guilford. J.P. (1970) Traits of creativity in Vernon.P.E (Ed) Creativity England: Penguin Modern Psychology Readings

Passi. B.K. Passi Test of Creativity (Verbal and Non Verbal), national Psychological Corporation, Agra, 1979

Torrance E.P. Guiding Creative Talent, Printice Hall, England, 1962

Williams F.E (Ed) Classroom ideas for Encouraging Thinking and Feeling. DOK Publishers, Buffalo, New York 1970

6.11 একক সমাপ্তির অনুশীলনী

1. সৃজনশীল ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের ত ালিকা করুন।
2. পার্শ্বীয় চিন্তনের জন্য ব্যবহৃত 3টি অনুশীলনীর তালিকা করুন।
3. কল্পনাশক্তির পর্যায়ের নীতিগুলি উল্লেখ কর।
4. এক সেট প্রশ্নের তালিকা করুন, সৃজনশীলতার বিকাশের জন্য।
5. এগুলি চেষ্টা করুন :
   (ক) আপনার শহরে/রাজ্যে থাকা ধাঁধার গুচ্ছ সংগ্রহ করুন এবং এককে যেভাবে পরামর্শ দেওয়া আছে সেভাবে ক্লাসে নির্দেশনার উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করুন।
   (খ) একটি অসমাপ্ত গল্প লিখুন, গল্পটি পড়ে অথবা রেকর্ডারে রেকর্ড করে ছাত্রদের শোনান। তাদের এটি শেষ করতে বলুন। এই অনুশীলন চলাকালীন লক্ষ্য করুন কিভাবে ছাত্ররা অন্যভাবে ভাবছে এবং সৃজনশীলতার প্রয়োগ ঘটাচ্ছে।
   (গ) ছাত্রদের ভেবে লিখতে বলুন হুইল চেয়ারে বসে কি হয়েছিল। প্রতিক্রিয়াগুলি বিশ্লেষণ করুন।